Year 11 | Issue 08
08 - 14 MARCH 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ০৮
২৪ ফাল্গুন ১৪৩০
২৬ শাবান ১৪৪৫হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

যুক্তরাজ্যের বসন্তকালিন বাজেট ঘোষণা

বিভিন্ন খাতে ট্যাক্স কমেছে

আজিজুল হক কায়েস

যুক্তরাজ্যের চ্যান্সেলর জেরেমি হান্ট তাঁর ২০২৪ সালের বসন্তকালিন বাজেট ঘোষণা করেছেন। ৬ মার্চ বুধবার বৃটিশ পার্লামেন্টে উপস্থাপিত বাজেটে তিনি বেশ কিছু লক্ষণীয় পরিবর্তন এনেছেন যা অভিবাসী কমিউনিটির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স কান্ট্রিবিউশনঃ যুক্তরাজ্যের ট্যাক্স পেয়াররা তাদের আয়ের একটি অংশ ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স বাবদ পরিশোধ করে থাকেন। বর্তমানে ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স কন্ট্রিবিউশনের হার ১০ পার্সেন্ট। জেরেমি হান্ট এই হার কমিয়ে আগামী অর্থবছরে ৮ পার্সেন্টে নিয়ে এসেছেন। একই সাথে যারা সেলফ এমপ্লয়েড- সেই সকল ট্যাক্স পেয়ারদের জন্য তাদের নির্ধারিত বর্তমান ট্যাক্স ৮ পার্সেন্ট থেকে কমিয়ে ৬ পার্সেন্টে নিয়ে এসেছেন। এক হিসেবে দেখা গেছে, এই কমানোর কারণে বছরে ৩৫ -- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

- এনআই ১০ শতাংশ থেকে নেমেছে ৮ শতাংশে
- সেলফ এমপ্লয়েড ট্যাক্স ৮ থেকে নেমেছে ৬ শতাংশে
- ভিএটি প্রদানে আয়সীমা ৮৫ থেকে ৯০ হাজারে উন্নীত
- বাড়ি বিক্রির ট্যাক্স ২৮ শতাংশের পরিবর্তে ২৪ শতাংশ
- জ্বালানি তেলে ৫ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট-সুবিধা বহাল
- ৬০ হাজার আয় হলে চাইলড বেনিফিট নাই
- ভেপিংয়ে ট্যাক্স আরোপ '২৬ সালের অক্টোবর থেকে
- এয়ারবিএনবিতে বাড়ি ভাড়া দিলে দিতে হবে ট্যাক্স

টিএইচ কমিউনিটি কোয়ালিশন-এর সংবাদ সম্মেলন

রুশনারা আলীর বিরুদ্ধে লড়তে যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ের উদ্যোগ

দেশ ডেস্ক, ১০ মার্চ : যুক্তরাজ্যের আগামী সাধারণ নির্বাচনে বাঙালি অধ্যুষিত বেথনাল গ্রীন এন্ড স্টেপনী আসনে একজন যোগ্য ও জনগনের প্রকৃত প্রতিনিধিকে প্রার্থী হিশেবে বাছাই করতে 'টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি কোয়ালিশন' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেছেন, আগামী নির্বাচনে এই আসনে আমরা এমন একজন প্রার্থী বাছাই করতে চাই, যিনি এমপি নির্বাচিত হলে পার্লামেন্টে -- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

আহলান সাহলান মাহে রামাদ্বান

দেশ ডেস্ক, ৮ মার্চ ২০২৪ : আহলান সাহলান, মাহে রমজান। সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে যুক্তরাজ্যে ১১ মার্চ সোমবার থেকে পবিত্র মাহে রমজান শুরু হবে। অর্থাৎ, চাঁদ দেখা সাপেক্ষে মুসলমানরা ১০ মার্চ রোববার দিবাগত -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

Send money to Bangladesh in minutes
Cash pick-up | Bank deposit | Mobile Wallet
Services Available in: Stores & Authorised Agents Online / App
Scan to become a Ria Agent:
ria Money Transfer
Any Bank Payout · Southeast Bank Limited · Pubali Bank Limited · AB Bank · Trust Bank · bKash
020 7486 4233 Ria Money Transfer riamoneytransferuk
Ria Financial Services Limited is a company registered in England and Wales. Registered no.: 04263192 Registered office: Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London, United Kingdom, W1U 7EU

Ramadan Mubarak

We wish you a blessed
and peaceful holy month

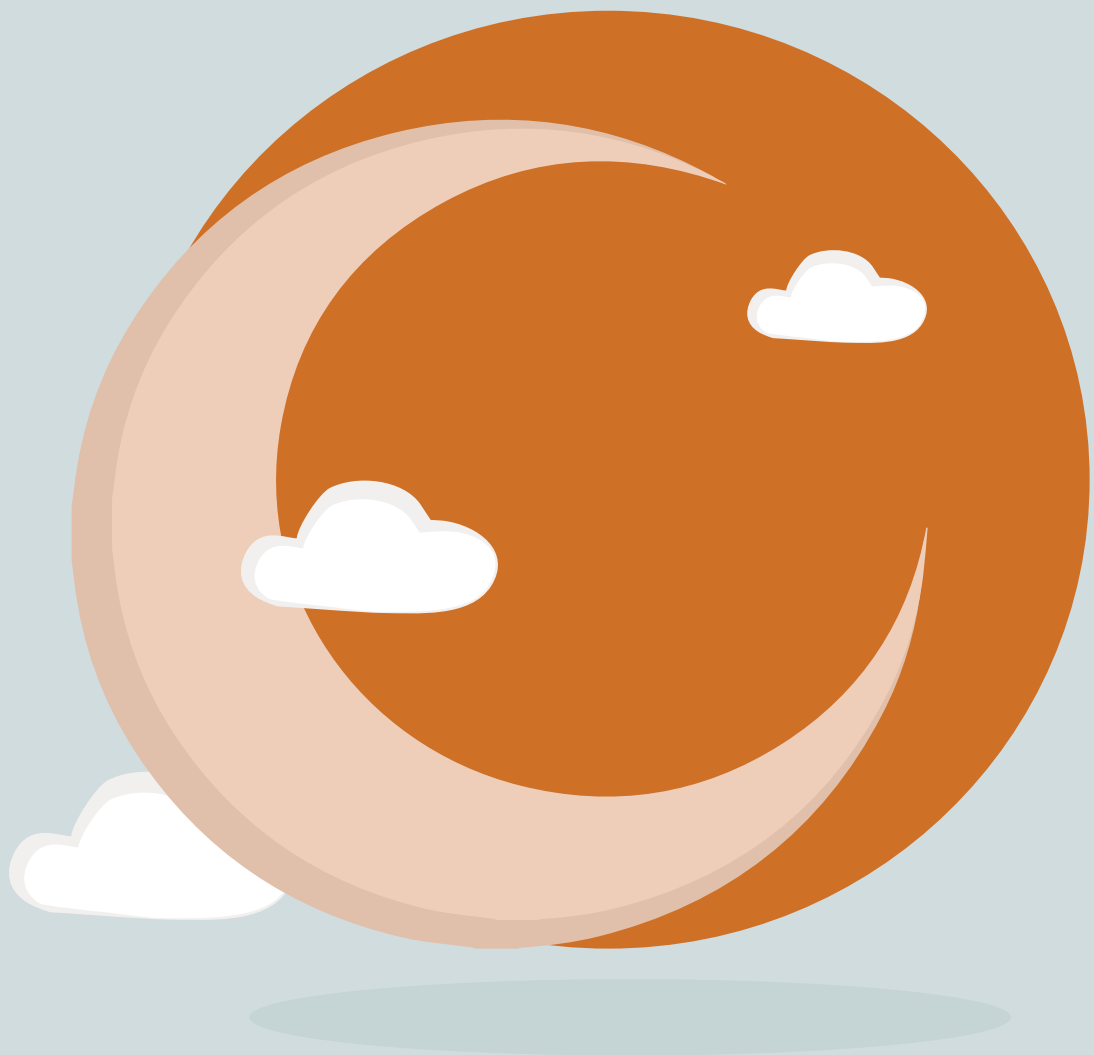

ria Money Transfer

Download the Ria App ›

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

MAN & VAN

Fruits & vegetable wholesale supplier

07582 386 922

www.klsmanandvan.co.uk

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে প্রতিদিনই বিছানা গোছাতে হয়, কারণ...

দেশ ডেস্ক ০৮ মার্চ : যুক্তরাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক এমন একজন ব্যক্তি যাকে মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলা কিংবা পরবর্তী নির্বাচনে দলের অবস্থান ধরে রাখার সম্ভাবনাকে আরও এগিয়ে নিতে কঠোর পরিশ্রম করতে দেখা যায়। তবে ঘরোয়া একটি সমস্যাও যে তাঁকে চাপের মধ্যে ---- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

রচডেল উপনির্বাচনে জর্জ গ্যালোওয়ের বিশাল জয়

ইসরাইলপন্থী রাজনীতিকদের চপেটাঘাত

দেশ ডেস্ক, ০৮ মার্চ: ইসরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গাজার পক্ষে সোচ্চার যুক্তরাজ্যের বামপন্থী রাজনীতিক জর্জ গ্যালোওয়ে উপনির্বাচনে জিতে সংসদ সদস্য (এমপি) নির্বাচিত হয়েছেন। ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থী হিসেবে ---- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

অনাহারে মায়ের কোলেই মারা যাচ্ছে শিশুরা

‘গাজায় দুর্ভিক্ষ অনিবার্য’

দেশ ডেস্ক, ৮ মার্চ ২০২৪ : নিজের কোলেই ক্ষুধায় কাতর সন্তানের মৃত্যুর মতো হৃদয়বিদারক ঘটনার মুখোমুখি হবেন জীবনে তা কখনো কল্পনাও করেননি ইয়াযান আল-কাফারনেহর মা। কিন্তু সেই ‘অভাবনীয়’ বিষয়টিই ঘটেছে। অনাহারে চোখের সামনে সন্তানের মৃত্যুতে হতবাক এই মায়ের চোখের জল বাঁধ মানছিল না। দক্ষিণ গাজার রাফাহ শহরের এক হাসপাতালের মেঝেতেই বসে শোক করছিলেন তিনি।

ইয়াযান আল-কাফারনেহ একা নন, দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া গাজা উপত্যকায় আরো কিছু শিশু অহানারে মারা যাওয়ার কথা জানিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডাব্লিউএইচও) প্রধান টেড্রোস আধানম গেব্রিয়েসাস। আরো অনেকে মৃত্যুর প্রহর গুনছে বলেই সাহায্য সংস্থাগুলোর ধারণা।

কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে গত সোমবার ইয়াযানের মা এক সাংবাদিককে বলেন, ‘আজ আমার ছেলেকে হারালাম। অপুষ্টির জন্য ১০ দিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি ছিল ও।

ক্রমেই আমার ছেলের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। ওজন কমে ছেলেটি কঙ্কালে পরিণত হয়েছিল।’

পরিবারটি জানায়, ১০ বছর বয়সী ইয়াযানের ওজন খুব বেশি কমে গিয়েছিল। তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দরকার ছিল পুষ্টিকর খাবারের।

কিন্তু গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ---- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

সংরক্ষিত নারী আসনে সংসদ সদস্যদের কার সম্পদ কত

ঢাকা, ৪ মার্চ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে আবারও যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের অনেকের আয় ও সম্পদ দুটোই বেড়েছে। পরপর দ্বিতীয়বারের মতো সংসদে এসেছেন ৮ জন। এই সংসদে সংরক্ষিত আসনের ৫০ জন সদস্যের মধ্যে ২৬ জনের ব্যাংকে জমা টাকা, সঞ্চয়পত্র, শেয়ার, সোনার অলংকার ও গাড়ির দাম মিলিয়ে মোট অস্থাবর সম্পদ কোটি টাকার বেশি।

সংরক্ষিত নারী আসনের প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশনে যে হলফনামা দিয়েছেন, তা পর্যালোচনা করে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০টি আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ নেন। এর মধ্যে ৪৮টি আসনে আওয়ামী লীগের এবং বাকি ২টি সংরক্ষিত আসনে প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি থেকে প্রার্থীরা সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রিসভায় চারজনকে প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা হলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী রোকেয়া সুলতানা, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী শামসুন নাহার ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী নাহিদ ইজাহার খান।

ক্রেডিট কার্ড ও ব্যক্তিগত ঋণ মিলিয়ে তাঁর দায় আছে প্রায় ৩৫ লাখ টাকার। বিগত পাঁচ বছরে তাঁর অস্থাবর সম্পদ বেড়ে দেড় গুণ হয়েছে।

নতুন প্রতিমন্ত্রী চারজনের সম্পদ

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও আওয়ামী লীগের প্রয়াত নেতা আতাউর রহমান খানের মেয়ে অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান চট্টগ্রাম থেকে গত একাদশ সংসদে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। বর্তমান দ্বাদশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনে হলফনামায় তিনি তাঁর বার্ষিক আয় দেখিয়েছেন প্রায় ৩০ লাখ টাকা, যা মূলত কৃষি খাত ও সংসদ সদস্য হিসেবে তাঁর সম্মানী থেকে আসে। নগদ টাকা, শেয়ার, সঞ্চয়পত্র, গাড়ির দাম, সোনার অলংকার ইত্যাদি মিলিয়ে তাঁর অস্থাবর সম্পদ রয়েছে ১ কোটি ৭০ লাখ টাকার। ক্রেডিট কার্ড ও ব্যক্তিগত ঋণ মিলিয়ে তাঁর দায় আছে প্রায় ৩৫ লাখ টাকার। বিগত পাঁচ বছরে তাঁর অস্থাবর সম্পদ বেড়ে দেড় গুণ হয়েছে।

স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী রোকেয়া সুলতানা পেশায় চিকিৎসক ও আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক। চিকিৎসা পেশা থেকে বছরে তাঁর আয় সাড়ে ১০ লাখ টাকা। হলফনামা অনুযায়ী, তাঁর নগদ ৩৩

লাখ টাকা রয়েছে, আর সঞ্চয়পত্র আছে ৫৮ লাখ টাকার। তাঁর মালিকানায় থাকা গাড়ির মূল্য ৫২ লাখ টাকা। রোকেয়া সুলতানা যৌথ মালিকানায় ২০ বিঘা কৃষি আর ২০ লাখ টাকা মূল্যের অকৃষিজমির মালিক।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাওয়া আওয়ামী লীগের শিক্ষা, মানবসম্পদবিষয়ক সম্পাদক শামসুন নাহার। তিনি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তাঁর নগদ ২৩ লাখ ২৭ হাজার টাকা রয়েছে। আর স্থায়ী আমানত রয়েছে ৭৩ লাখ ৫৭ হাজার টাকা। শামসুন নাহারের ৯০ ভরি সোনা রয়েছে।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী নাহিদ ইজাহার খান হলফনামায় বার্ষিক আয় দেখিয়েছেন ৭ লাখ ২৮ হাজার টাকা। নগদ ২৩ লাখ ৫৩ হাজার টাকা রয়েছে তাঁর। ব্যাংকে আছে প্রায় ৫ লাখ টাকা। প্রায় ৪ লাখ টাকার শেয়ার এবং ৫ লাখ টাকার এফডিআর (স্থায়ী আমানত) রয়েছে। হলফনামা অনুযায়ী তাঁর ২টি গাড়ি রয়েছে, যার মূল্য দেখানো হয়েছে ৮৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাওয়া আওয়ামী লীগের শিক্ষা, মানবসম্পদবিষয়ক সম্পাদক শামসুন নাহার অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তাঁর নগদ ২৩ লাখ ২৭ হাজার টাকা রয়েছে। আর স্থায়ী আমানত রয়েছে ৭৩ লাখ ৫৭ হাজার টাকা। শামসুন নাহারের ৯০ ভরি সোনা রয়েছে।

নতুন সদস্যদের কার কত সম্পদ

জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সংরক্ষিত আসনে সংসদ সদস্য হয়েছেন। হলফনামা অনুযায়ী, তাঁর বার্ষিক আয় ১২ লাখ ৬৬ হাজার টাকা। তাঁর নগদ ৮ লাখ ৪৩ হাজার ও ব্যাংকে ২ লাখ টাকা রয়েছে। মার্কিন ডলার রয়েছে প্রায় ৩০ হাজার। ৩০ লাখ টাকার শেয়ার ও ৭৪ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র দেখিয়েছেন তিনি। ৭ লাখ টাকা দামের একটি গাড়ির কথা উল্লেখ করা হয়েছে হলফনামায়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য জারা জাবীন মাহবুব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহকারী প্রেস সচিব কাইয়ুম রেজা চৌধুরীর মেয়ে। হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, জারা জাবীন মাহবুবের বছরে আয় ৯০ লাখ টাকা। তাঁর নগদ রয়েছে ২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা। আয়কর বিবরণীর তথ্য অনুযায়ী, জারা জাবীনের সম্পদ আছে ২ কোটি ৪০ লাখ টাকার। তাঁর কৃষিজমি, দালান বা ফ্ল্যাট নেই। তবে ৫২ লাখ টাকার ঋণ রয়েছে।

আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সংসদে যাওয়া হাছিনা বারী চৌধুরী ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর। পেশায় রাজনীতিবিদ হাছিনা বারীর বছরে আয় ৪ লাখ ৮৫ হাজার টাকা। তাঁর নগদ টাকা রয়েছে ১ কোটি ১৮ লাখ।

ফরিদা ইয়াসমিনের হলফনামা অনুযায়ী, তাঁর বার্ষিক আয় ১২ লাখ ৬৬ হাজার টাকা। তাঁর নগদ ৮ লাখ ৪৩ হাজার ও ব্যাংকে ২ লাখ টাকা রয়েছে। মার্কিন ডলার রয়েছে প্রায় ৩০ হাজার। ৩০ লাখ টাকার শেয়ার ও ৭৪ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র দেখিয়েছেন তিনি। ৭ লাখ টাকা দামের একটি গাড়ির কথা উল্লেখ করা হয়েছে হলফনামায়।

আওয়ামী লীগের কৃষি ও সমবায়বিষয়ক সম্পাদক ফরিদুন্নাহার লাইলী জেনিথ ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান। তিনি চাকরি থেকে আয় করেন বছরে ২৪ লাখ টাকা। তাঁর বন্ড ও শেয়ার রয়েছে দেড় কোটি টাকার। ১০ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র ও ব্যাংকে ৬ লাখ টাকা জমা আছে ফরিদুন্নাহারের। তাঁর মালিকানায় থাকা গাড়ির দাম ৬৫ লাখ টাকা। তিনি ৩৩ লাখ টাকা মূল্যের ৫ কাঠার একটি প্লট ও ৪১ লাখ টাকা মূল্যের একটি ফ্ল্যাটের মালিক। তাঁর ২৫ লাখ টাকার ঋণ রয়েছে।

আরও যাঁদের অস্থাবর সম্পদ কোটি টাকার বেশি, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ফরিদা খানম, আশ্রাফুন নেছা, শামীমা হারুন, পারভীন জামান, রুনু রেজা, নাদিয়া বিনতে আমিন, ফজিলাতুন নেসা, শবনম জাহান, বেদৌরা আহমেদ সালাম ও আরমা দত্ত।

জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান সালমা ইসলামের বছরে আয় ৬২ লাখ টাকা। অস্থাবর সম্পদের মূল্য ৯৬ কোটি ২৯ লাখ টাকা। স্থাবর সম্পদের মূল্য ৯ কোটি ১০ লাখ ৩৭ হাজার ৬২৩ টাকা।

জাতীয় পার্টির দুজনের সম্পদ

জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান সালমা ইসলাম পেশায় ব্যবসায়ী। তিনি একাদশ সংসদেও সংরক্ষিত আসন থেকে সংসদে গিয়েছিলেন। তাঁর বছরে আয় ৬২ লাখ টাকা। অস্থাবর সম্পদের মূল্য ৯৬ কোটি ২৯ লাখ টাকা। স্থাবর সম্পদের মূল্য ৯ কোটি ১০ লাখ ৩৭ হাজার ৬২৩ টাকা। গত পাঁচ বছরে বার্ষিক আয় কিছুটা কমেছে। অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে প্রায় পাঁচ গুণ। তবে স্থাবর সম্পদ কিছুটা কমেছে।

BRICK LANE JAMME MASJID

রামাদ্বানে ব্রিকলেন জামে মসজিদের নানা আয়োজন

আসন্ন রামাদ্বানে ঐতিহ্যবাহী ব্রিকলেন জামে মসজিদে দুইটি তারাবীহ জামাতের আয়োজন করা হয়েছে। অভিজ্ঞ হাফেজদের সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াতে প্রথম জামাত হবে ৮টা ১৫ মিনিটে। দ্বিতীয় জামাত হবে মধ্যরাত ১২টায়। এছাড়াও প্রতিবারের মতো এবারও থাকবে ফ্রি ইফতার। সেই সাথে ১৫ রামাদ্বান বিকেল ৫টা থেকে ফজর পর্যন্ত এনটিভিতে অনুষ্ঠিত হবে লাইভ ফান্ড রেইজিং অ্যাপিল। মসজিদের এসব আয়োজনে সকলের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

দুই জামাতে তারাবীহ
প্রথম জামাত: ৮.১৫ মিনিট
দ্বিতীয় জামাত : রাত ১২টা

ফ্রি ইফতার
মাগরিবের নামাজে আগত মুসল্লিদের জন্য থাকছে ফ্রি ইফতারের আয়োজন। এতে সর্বস্তরের মুসল্লিকে ইফতারে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ।

ই'তেক্বাফ
প্রতি বছরের মতো এবারও ইতেক্বাফের সুব্যবস্থা থাকবে। ই'তেক্বাফে অংশগ্রহণে আগ্রহীদেরকে মসজিদের অফিস থেকে ফরম সংগ্রহ করে তা পুরন করে জমা দিতে হবে।

লাইভ ফান্ডরেইজিং
১৫ রামাদ্বান বিকেল ৫টা থেকে ফজর পর্যন্ত এনটিভি ইউরোপে চলবে ফান্ডরেইজিং। এতে আল্লাহর ঘরের জন্য মুক্তহস্তে দান করার আহবান।

বাংলাদেশের বিপক্ষে হেরে যা বললেন শ্রীলংকান অধিনায়ক

ঢাকা, ৬ মার্চ : বাংলাদেশের কাছে পাত্তাই পেল না শ্রীলংকা। তিন ম্যাচ সিরিজে প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ শ্বাসরুদ্ধকর লড়াইয়ের পরও ২০৭ রান তাড়ায় ৩ রানে হারে।

আজ বুধবার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলংকাকে ১৬৫ রানে থামিয়ে ১১ বল হাতে রেখেই ৮ উইকেটের দাপুটে জয় পায় বাংলাদেশ। দলের জয়ে ৩৪ বলে ৫৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত।

এদিন খেলা শেষে শ্রীলংকার অধিনায়ক চারিথ আসালঙ্কা বলেন, প্রথমে আমরা ব্যাটিংয়ে ২০-২৫ রান কম করেছি। কামিন্দু মেন্ডিস রান আউট হওয়ায় আমরা চাপে পড়ে যাই।

লংকান অধিনায়ক আরও বলেন, ম্যাচ জিততে হলে আমাদের ব্যাটসম্যানদের আরও বেশি রান করতে হবে। কন্ডিশন অনুসারে আমাদের খেলতে হবে। এই কন্ডিশনে বোলারদের বোলিং করা খুবই কঠিন।

গত নভেম্বরে ভারত বিশ্বকাপে বাংলাদেশ ম্যাচেই ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টাইমড আউট হন শ্রীলংকার সাবেক অধিনায়ক অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস। চলতি সিরিজে তার অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আসালঙ্কা বলেন, সে এখন একজন অভিজ্ঞ এবং সে দলের জন্য সেরাটা উজাড় করে দেয়।

দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ জয় পাওয়ায় আসালঙ্কা বলেন, আজকের খেলায় বাংলাদেশকে কৃতিত্ব দিতেই হবে। তাদের ব্যাটসম্যানরা দারুণ ব্যাটিং করেছে। বিশেষ করে অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহিদ হৃদয় ও লিটন কুমার দাস অসাধারণ ব্যাটিং করেছে।

সংসদ ভবন থেকে ২ সঙ্গীসহ 'ভুয়া এমপি' গ্রেপ্তার

(ছবি আছে ছবি নং-১০)

ঢাকা, ৬ মার্চ : 'এমপি মিজানুর' পরিচয়ে বিদেশে লোক পাঠানোর নামে প্রতারণার অভিযোগে দুই সহযোগীসহ এক প্রতারককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত শনিবার জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলাকালে প্রতারক চক্রের তিনজনকে আটক করেন সংসদের নিরাপত্তাকর্মীরা। তারা রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশের হাতে তিন দিনের রিমান্ডে আছে।

ইউরোপের দেশ কসোভো পাঠানোর কথা বলে অন্তত ৪০ জনের কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এই চক্র। ভুয়া এমপি শামীমুর রহমান ওরফে আতিক ওরফে এমপি মিজানুরের এই কাজে সহযোগিতা করেছেন সংসদ সচিবালয়ের মাস্টাররোলে নিয়োগ পাওয়া কম্পিউটার অপারেটর রাহুল হোসেন। তাঁর মাধ্যমে সংসদে প্রবেশের পাস সংগ্রহ করে কথিত এমপি সংসদে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন। পাশাপাশি বিদেশ যেতে ইচ্ছুক অসংখ্য মানুষকে সংসদের গেট পাস দিয়ে ভেতরে প্রবেশের সুযোগ দিয়ে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে।

প্রতারণার শিকার বরগুনার মেহেদী হাসান, নাটোরের নাহিদুল ইসলাম ও হবিগঞ্জের আমিনুল হক বাদী হয়ে শামীমুর রহমান ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেছেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সাব-ইন্সপেক্টর আনোয়ার হোসেন খান বুধবার রাতে সমকালকে জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার আসামিদের তিন দিনের রিমান্ড শেষ হবে। এমপি পরিচয় দেওয়া এবং প্রতারণা করে ১৬ লাখ ৯২ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলা হয়েছে। এ নিয়ে তদন্ত চলছে।

মামলার বাদী মেহেদী হাসান জানান, শামীমুর রহমান ওরফে মিজানুরের বাড়ি কুমিল্লার তিতাস উপজেলার জগৎপুরে। ঢাকায় তিনি মোহাম্মদপুর হাউজিং সোসাইটিতে বাস করেন। প্রতারণায় তিনি স্ত্রী মৌটুসি রহমানকেও জড়িত করেছেন। মিজানুরের অন্যতম সহযোগী হিসেবে ছিলেন সংসদ সচিবালয়ের মাস্টাররোলে নিয়োগ পাওয়া কম্পিউটার অপারেটর রাহুল হোসেন। তার বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইনের কমালপুরে। ঢাকায় তিনি মোহাম্মদপুরের সাতমসজিদ হাউজিংয়ে বাস করেন।

মেহেদী হাসানের অভিযোগ, শামীমুর রহমান নিজেকে এমপি মিজানুর হিসেবে পরিচয় দিয়ে সরকারিভাবে চাকরি দিয়ে কসোভো পাঠাবেন বলে সংসদ ভবনের কম্পিউটার অপারেটর রাহুলের মাধ্যমে পার্লামেন্ট মেম্বারস ক্লাবের কম্পিউটার কক্ষে নিয়ে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেন। মিজানুর বিভিন্ন সময় মেডিকেল ফি বাবদ ৫ লাখ ৯৪ হাজার টাকা নেন। সর্বশেষ ২৯ ফেব্রুয়ারি সংসদ ভবনের ভেতরে পার্লামেন্ট ক্লাবের নিচতলায় ৬৬ হাজার টাকা নেন।

মামলার এজাহারে বলা হয়, মিজানুর ৪০ জনের কাছ থেকে মেডিকেল ফি বাবদ ৬ লাখ ৬০ হাজার টাকা নিয়েছেন এবং ২৩ জনের জরুরি পুলিশ ক্লিয়ারেন্স বাবদ ৯২ হাজার করে টাকা নিয়েছেন। কসোভো দূতাবাস থেকে একটি টিম বিদেশ যেতে আগ্রহীদের সাক্ষাৎকার নিতে আসবে বলে গত শুক্রবার পার্লামেন্ট ক্লাবের দ্বিতীয়তলায় মেটসেফ রেস্টুরেন্টে বসে ১৫ জনের কাছ থেকে ৯ লাখ ৪০ হাজার টাকা নিয়েছেন।

সাক্ষাৎকারের সময় দূতাবাসের কোনো টিম না থাকায় লোকজন মিজানুরকে সন্দেহ করতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে তারা জানতে পারেন, মিজানুর ভুয়া এমপি এবং সাক্ষাৎকার বোর্ডে কসোভো দূতাবাসের প্রতিনিধি পরিচয়ে থাকা নারী তার স্ত্রী মৌটুসি রহমান।

অগ্নিকান্ডে ঝুঁকিতে ৬০ ভাগ ভবন

ঢাকা, ৪ মার্চ : ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ঢাকার ১ হাজার ২০৯টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে ৭২৯টি প্রতিষ্ঠানকে অগ্নিঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এরমধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ৬০২টি ও অতিঝুঁকিপূর্ণ ভবন পেয়েছে ১২৭টি। সংস্থাটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন এই হিসাব ধরলে ঢাকার ৬০ শতাংশ প্রতিষ্ঠান অগ্নিঝুঁকিতে রয়েছে। একইভাবে প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশের ৫ হাজার ৩৭৪টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে ২ হাজার ১১৮টি প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করেছে। এরমধ্যে ১ হাজার ৬৯৪টি প্রতিষ্ঠান ঝুঁকিপূর্ণ ও ৪২৪টি প্রতিষ্ঠান অতি অগ্নিঝুঁকিপূর্ণ। ফায়ার সার্ভিসের এক প্রতিবেদন সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সরকারের এই সংস্থাটি জানিয়েছে, ঢাকা ছাড়া অন্যান্য বিভাগের মধ্যে রাজশাহী বিভাগে ৩৮৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫১টি ঝুঁকিপূর্ণ, অতি ঝুঁকিতে ১১টি। খুলনায় ৮৭৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ ২৯৮টি, অতি ঝুঁকিতে ৬টি। রংপুরে ৬৩২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ ৯৪টি, অতি ঝুঁকিতে ১৯টি। সিলেটে ২৫৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৪টি ঝুঁকিপূর্ণ। ময়মনসিংহে ৯৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ ৪টি, অতি ঝুঁকিতে ৬টি। চট্টগ্রামে এক হাজার ৪৮৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ ৫২৪টি, অতি ঝুঁকিতে ২৪৬টি। বরিশালে ৪৩৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ ৭৭টি, অতি ঝুঁকিতে ৯টি।

ফায়ার সার্ভিসের মার্কেট, সুপার মার্কেট ও শপিং মল ভবনের পরিদর্শনের এক জরিপ থেকে জানা গেছে, সংস্থাটি ৫৮টি মার্কেট পরিদর্শন করে ৯টিকে অতিঝুঁকিপূর্ণ, ১৪টি মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ ও ৩৫টি ভবনকে অগ্নিঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এরমধ্যে ৯টি অতি ঝুঁকিপূর্ণ মার্কেটের মধ্যে রয়েছে, নিউ মার্কেট রোডের গাউছিয়া মার্কেট, গুলিস্তানের ফুলবাড়িয়ার বরিশাল প্লাজা, রাজধানী ও নিউ রাজধানী সুপারমার্কেট, চকবাজারের আলাউদ্দিন মার্কেট, শাকিল আনোয়ার টাওয়ার, শহিদুল্লাহ মার্কেট, সদরঘাটের শরীফ মার্কেট, মায়া কাটারা

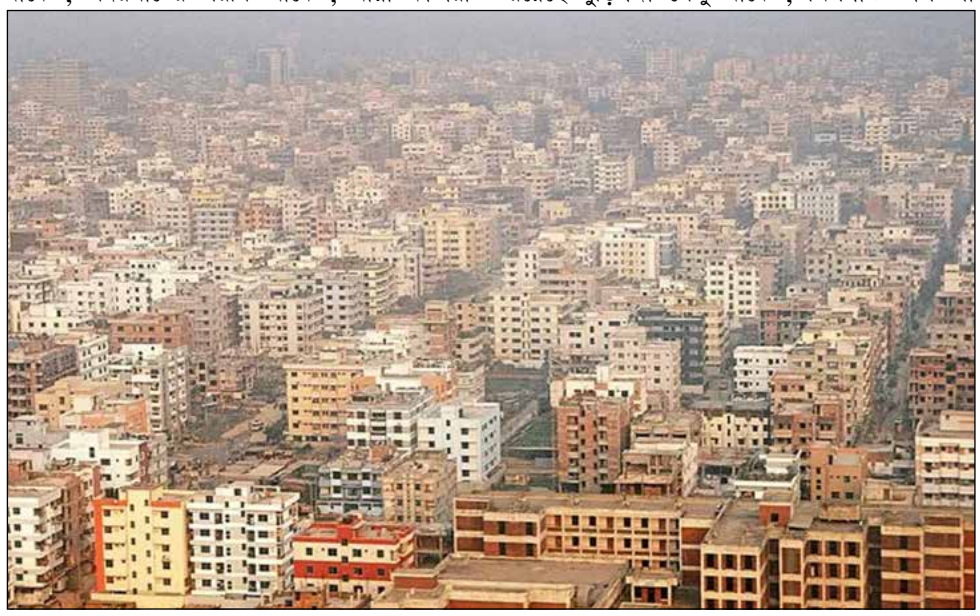

(২২ মার্কেট) ও সিদ্দিকবাজারের রোজনীল ভিস্তা। মাঝারি ধরনের অগ্নিঝুঁকিতে রয়েছে জুরাইনের আলম সুপারমার্কেট, খিলগাঁওয়ের উত্তরা মার্কেট, ডেমরার সালেহা শপিং কমপ্লেক্স, মনু মোল্লা শপিং কমপ্লেক্স, দোহারের জয়পাড়ার লন্ডন প্লাজা শপিংমল, ওয়ারীর র‍্যাংকিন স্ট্রিটের এ কে ফেমাস টাওয়ার, রোজভ্যালি শপিংমল, নিউ মার্কেটের মেহের প্লাজা, মিরপুর রোডের প্রিয়াঙ্গন শপিং সেন্টার, নিউ চিশতিয়া মার্কেট, নেহার ভবন, এলিফ্যান্ট রোডের ইস্টার্ন মল্লিকা শপিং কমপ্লেক্স, ইসমাইল ম্যানশন সুপারমার্কেট, সুবাস্তু এরোমা শপিংমল।

ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোর মধ্যে রয়েছে বুড়িগঙ্গা সেতু মার্কেট, খিলগাঁও তালতলা সিটি করপোরেশন সুপার মার্কেট, খিলগাঁও সিটি করপোরেশন কাঁচাবাজার মার্কেট, তিলপাপাড়া মিনার মসজিদ মার্কেট, ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টারের হাজী হোসেন প্লাজা, ডেমরা সারুলিয়ার ইসলাম প্লাজা, ডেমরা কোনাপাড়ার নিউমার্কেট, ঢাকা দোহারের আয়েশা শপিং কমপ্লেক্স, দোহারের এ হাকিম কমপ্লেক্স, নবাবগঞ্জের শরীফ কমপ্লেক্স, কাফরুলের বাচ্চু মিয়া কমপ্লেক্স, কাফরুলের ড্রিমওয়্যার, মিরপুরের এশিয়ান শপিং কমপ্লেক্স, মিরপুরের মুক্তিযোদ্ধা সুপার মার্কেট, মিরপুরের ফেয়ার প্লাজা, তেজগাঁওয়ের শেপাল এন্টারপ্রাইজ, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার লিমিটেড, নাসা মেইনল্যান্ড, দীন মোহাম্মদ রোডের জাকারিয়া ম্যানশন, লালবাগের হাজী আব্দুল মালেক ম্যানশন, ওয়ারীর ইপিলিয়ন হোল্ডিং লিমিটেড, মিরপুরের গ্লোব শপিং সেন্টার, চন্দ্রিমা সুপার মার্কেট, চাঁদনী চক মার্কেট, নিউ সুপার মার্কেট, নুরজাহান সুপার মার্কেট, হযরত বাকু শাহ হকার্স মার্কেট, ইসলামিয়া বই মার্কেট, ফুলবাড়িয়া সুপার মার্কেট-১, হান্নান ম্যানশন, সিটি প্লাজা ফুলবাড়িয়া সুপার মার্কেট-২, নগর প্লাজা, রোজ মেরিনাস মার্কেট ও দুকু টাওয়ার।

ফায়ার সার্ভিস গত বছরের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, দেশে আগুন লাগার বড় কারণ বৈদ্যুতিক গোলযোগ।

২০২২ সালের অগ্নিদুর্ঘটনার ৩৮ শতাংশই হয়েছে বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে। দ্বিতীয় বড় কারণ বিড়ি ও সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরা। এজন্য ২০২২ সালে ১৬ শতাংশের কিছু বেশি অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রায় ১৪ শতাংশ অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটেছে চুলা থেকে। সেটি বৈদ্যুতিক, গ্যাস বা মাটির চুলা হতে পারে। ৩ শতাংশের কিছু বেশি আগুনের ঘটনা ঘটেছে গ্যাস সরবরাহ লাইন থেকে। বহুতল ভবনের খাবারের দোকানে গ্যাসের চুলা থাকে। সেখানে অরক্ষিতভাবে রাখা হয় বিভিন্ন সিলিন্ডার। সে কারণে পুরো ভবন অরক্ষিত হয়ে যায়। বেশির ভাগ মার্কেট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা থাকে। সংস্থাটি জানায়, ভবন তৈরি করার সময় অবশ্যই বিল্ডিং কোড মানতে হবে। অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। ভবনের সিঁড়ি ও দোকানের সামনে মালপত্র স্তূপ করে রাখা যাবে না। আর মার্কেটের ভেতরে কোনো ধরনের ধূমপান করা যাবে না।

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS

We are registered licence holder in public practice

AAT Magazine Cover Page July-August 2017

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

baRakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।

প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487

baRakah Money Transfer বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

App Store | Google play
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

মাওলানা লুৎফর রহমান আর নেই

ঢাকা, ৪ মার্চ : প্রখ্যাত আলেম বাংলাদেশ মাজলিসুল মুফাসসিরিনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও মুফাসসিরে কোরআন আল্লামা লুৎফর রহমান ইন্তেকাল করেছেন

(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গত ৩ ফেব্রুয়ারি দুপুরে রাজধানীর ইবনে সিনা হাসপাতালে তিনি মারা যান। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তার ছোট ছেলে আবু সালমান মোহাম্মদ আম্মার। তিনি বলেন, গতকাল দুপুরে আমার বাবা ইন্তেকাল করেছেন। এর আগে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি রাতে তার ব্রেনের অপারেশন করা হয়। তারপর থেকে আর জ্ঞান ফিরেনি মাওলানা লুৎফুর রহমানের। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি সকাল পৌনে ১০টায় লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার নিজ বাড়িতে ব্রেনস্ট্রোক করেন মাওলানা লুৎফুর রহমান। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির লোকজন তাকে লক্ষ্মীপুর আধুনিক হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান তিনি ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন। পরে সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আনা হয়।

প্রখ্যাত এ আলেমে আল্লামা লুৎফর রহমান একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী বক্তা। একজন স্বনামধন্য বক্তা হিসেবে দেশে-বিদেশে তার অনেক পরিচিতি রয়েছে। ব্যক্তিজীবনে মাওলানা লুৎফর রহমান ৫ কন্যা ও ২ ছেলের জনক। পরিবারের পক্ষ থেকে আল্লামা লুৎফর রহমানের জন্য দোয়া চেয়েছেন। আল্লামা লুৎফর রহমান কর্মজীবনে রাজখালী আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন-অগ্রগতিতে সর্বদা নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লক্ষ্মীপুর রামগঞ্জ নির্বাচনী এলাকার প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। মরহুমকে সোমবার সকাল সাড়ে ৮টায় রামগঞ্জ উপজেলার নাগেরহাট এলাকায় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।

টিআইবির প্রতিবেদন

হাজার কোটি টাকা চাঁদা ঘুষ বাস ঘিরে রমরমা বাণিজ্য

ঢাকা, ৬ মার্চ : বাস মালিক এবং শ্রমিকরা বছরে প্রায় ১ হাজার ৬০ কোটি টাকা চাঁদা ও ঘুষ দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এর মধ্যে প্রায় ২৫ কোটি টাকা দলীয় পরিচয়ে সড়কে চাঁদাবাজি হয়। এ ছাড়া রাজনৈতিক সমাবেশ, বিভিন্ন দিবস পালন, টার্মিনালের বাইরে (রাস্তায়) পার্কিং এবং সড়কের বিভিন্ন স্থানে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন ও 'টোকেন বাণিজ্যে'র জন্য ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস মালিক ও কর্মী/শ্রমিকরা নিয়মবহির্ভূত চাঁদা ও উৎকোচ দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ হচ্ছে নিবন্ধন ও সনদ গ্রহণ এবং হালনাগাদ বাবদ ঘুষ। বিআরটিএ'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বছরে এজন্য ঘুষ দিতে হয় ৯০০ কোটি টাকার বেশি। গতকাল রাজধানীর ধানমন্ডি মাইডাস সেন্টারে 'ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবস্থায় শুদ্ধাচার' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। প্রতিবেদনে বলা হয়, মোট পাঁচ খাতে বাস মালিক ও শ্রমিকদের ঘুষ ও চাঁদা দিতে হচ্ছে। এ খাতে সর্বোচ্চ বিআরটিএতে বাসের নিবন্ধন সনদ ও হালনাগাদে বছরে সর্বোচ্চ ৯০০ কোটি ৫৯ লাখ টাকা ঘুষ লেনদেন হয়। এরপর ট্রাফিক ও হাইওয়ে পুলিশকে মামলা এড়াতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৮৭ কোটি ৫৭ লাখ টাকা ঘুষ দিতে হয়। এরপর দলীয় পরিচয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীনামে সড়কে বছরে অবৈধ চাঁদাবাজি হয় ২৪ কোটি ৯৭ লাখ টাকা। সড়কে পার্কিংয়ের জন্য পৌরসভা, সিটি করপোরেশন প্রতিনিধি ও রাজনৈতিক কর্মীর নামে ৩৩ কোটি ৪৮ লাখ, টার্মিনালে প্রবেশ ও বেরোবার জন্য মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের পরিমাণ ১২ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। এ গবেষণা আরও বলছে, বেসরকারি মালিকানাধীন

বাণিজ্যিক পরিবহনের রুট পারমিট, ফিটনেস সনদ ইস্যু ও নবায়নে গড়ে ৪৬ শতাংশের বেশি মালিককে ঘুষ দিতে হয়। মোটরযান সনদ ইস্যু ও নবায়নে বাসপ্রতি ১২ হাজার ২৭২, ফিটনেস সনদ নবায়ন ও ইস্যুতে বাসপ্রতি ৭ হাজার ৬৩৫ এবং রুট পারমিট সনদ নবায়ন ও ইস্যুতে বাসপ্রতি ৫ হাজার ৯৯৯ টাকা ঘুষ দিতে হয়।

এ গবেষণাটি পরিচালনা করেন মুহা. নুরুজ্জামান ফরহাদ, ফারহানা রহমান ও মোহাম্মদ নূরে আলম। অনুষ্ঠানে সার্বিক বিষয় নিয়ে কথা বলেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান। গবেষণায় দেখানো হয়, ৩২ জেলার বাস কর্মী/শ্রমিক, মালিক, যাত্রীর ওপর ২০২৩ সালের মে থেকে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ করা হয়। এ ছাড়া জরিপের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় ২০২৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত। চেকলিস্টের মাধ্যমে ৩২ জেলার ৫১ বাস টার্মিনাল পর্যবেক্ষণ করা হয়। এসব জেলার মধ্যে আছে ঢাকার ৬টি, চট্টগ্রামের ৬টি, খুলনার ৫টি, রাজশাহীর ৪টি, রংপুরের ৪টি, বরিশালের ৩টি, সিলেটের ২টি এবং ময়মনসিংহের ২টি। পরিবহন খাত আপদমস্তক দুর্নীতিতে জর্জরিত মন্তব্য করে ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন খাত আপাদমস্তক অনিয়ম-দুর্নীতিতে জর্জরিত। এর পেছনে রয়েছে রাজনীতিসংশ্লিষ্টতায় বলীয়ান মালিক ও শ্রমিকদের আঁতাত। সরকার এখানে তাদের থেকে ক্ষমতাহীন! মালিক-শ্রমিক সংগঠনগুলো ৮০ শতাংশ সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণে। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাবের কারণে পুরো খাতটি জিম্মি হয়ে রয়েছে। এতে কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন যাত্রীরা। তারা নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন।' গবেষণায় দেখা যায়, ১৮ দশমিক ৯ শতাংশ বাসের নিবন্ধন নেই, ২৪ শতাংশের ফিটনেস নেই, ১৮ দশমিক ৫ শতাংশের ট্যাক্স টোকেন নেই, ২২ শতাংশের রুট পারমিট নেই। ৮২ শতাংশ শ্রমিক চুক্তিভিত্তিক হওয়ায় তাদের কোনো নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না। শ্রমিকদের দৈনিক গড়ে ১১ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। সর্বোচ্চ ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত তারা কাজ করেন, তাদের কোনো ওভারটাইম ভাতা দেওয়া হয় না। ৪০ দশমিক ৯ শতাংশ বাস কর্মী ও শ্রমিকের মতে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির এক বা একাধিক বাসের নিবন্ধনসহ কোনো না কোনো সনদের ঘাটতি আছে। ২২ দশমিক ২ শতাংশ কর্মী বা শ্রমিকের মতে মদপান বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে চালক গাড়ি চালান এবং কন্ডাক্টর/হেলপার/সুপারভাইজার বাসে দায়িত্ব পালন করেন। ১৭ দশমিক ৯ শতাংশ বাসমালিকের তথ্যে, তার রুটে চলাচলকারী কিছু কোম্পানি যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মগুলোর (আরজেএসসি) পরিদফতরে নিবন্ধিত না।

অবসরের তিন দিন আগে সরকারি সফরে ফ্রান্সে যাচ্ছেন গণপূর্তসচিব

ঢাকা, ৬ মার্চ : অবসরে যাওয়ার মাত্র তিন দিন আগে সরকারি সফরে ফ্রান্সে যাচ্ছেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন। আজ বুধবার দিবাগত রাত ২টা ৪০ মিনিটে কুয়েত এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে ফ্রান্সের প্যারিসের উদ্দেশে রওনা হবেন তিনি। ওয়াছি উদ্দিনের দেশে ফেরার কথা ১১ মার্চ। তার দুই দিন আগে (৯ মার্চ) তাঁর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। অবসরে যাওয়ার তিন দিন আগে সচিবের বিদেশ সফর নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আজ বুধবার বলেন, 'এই সম্মেলনে উনি না গিয়ে অন্য কেউ যেতে পারতেন। তাহলে তিনি সম্মেলন থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা দেশে ফিরে কাজে লাগাতে পারতেন।'

গণপূর্তসচিব 'বিল্ডিংস অ্যান্ড ক্লাইমেট গ্লোবাল ফোরাম' শীর্ষক একটি সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকা থেকে প্যারিসে যাচ্ছেন। ফ্রান্স সরকার ও জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির (ইউএনইপি) আয়োজনে ৭ ও ৮ মার্চ প্যারিসে এই সম্মেলন হবে। সেখানে কার্বন নিঃসরণ কমানো এবং ভবন, আবাসন ও নির্মাণ খাতের অভিঘাত সহনশীলতা তৈরিতে বৈশ্বিক পরিসরে সহযোগিতার নতুন উদ্যোগ শুরুর লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা সমবেত হবেন। গণপূর্তমন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীর এ সম্মেলনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফ্রান্সে যাওয়ার কথা রয়েছে।

সচিবের বিদেশ সফর নিয়ে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে আলাদা তিনটি আদেশ জারি হয়। একটিতে তাঁর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার প্রসঙ্গে। সেখানে ওয়াছি উদ্দিনের বিদেশে যাতায়াতে বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার ও প্রাপ্য আনুষঙ্গিক সুবিধা দিতে

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালককে নির্দেশ দেওয়া হয়। আরেক আদেশে বলা হয়, সচিবের বিদেশ সফরকালে সচিবের রুটিন দায়িত্ব পালন করবেন একই মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হাফিজুর রহমান। আরেক আদেশে বলা হয়, সচিবকে বিমানবন্দরে বিদায় ও অভ্যর্থনা জানাবেন এ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত যুগ্ম সচিব আ ন ম নাজিম উদ্দিন।

সচিব ওয়াছি উদ্দিনের স্বাভাবিক অবসরে যাওয়ার কথা ছিল গত বছর মার্চে। কিন্তু গত বছর ৯ মার্চ তাঁকে এক বছরের জন্য গণপূর্তসচিব হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয় সরকার। তাঁর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদ আর বাড়ানো হয়নি। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নবীরুল ইসলামকে আজ মঙ্গলবার গণপূর্তসচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সেই হিসেবে ৯ মার্চ শনিবার হবে সচিব ওয়াছি উদ্দিনের শেষ কর্মদিবস।

অবসরে যাওয়ার তিন দিন আগে সরকারি সফর বিষয়ে বক্তব্যের জন্য সচিব ওয়াছি উদ্দিনের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। তবে তাঁকে পাওয়া যায়নি।

চাকরিজীবনের শেষ সময়ে সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিদেশ সফর নিয়ে এর আগেও আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, অবসরে যাওয়ার পর তাঁর সরকারকে আর কিছু দেওয়ার সুযোগ থাকে না। সেখানে সচিব বিদেশ সফরে না গিয়ে অন্য কোনো কর্মকর্তাকে পাঠালে সেটি দেশের জন্য ভালো হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার বলেন, এখানে অনিয়ম হয়েছে। অবসরে যাওয়ার তিন দিন আগে সচিবকে বিদেশ সফরের অনুমতি দেওয়া ঠিক হয়নি। এ সম্মেলনে যোগ দিয়ে তাঁর কোনো উপকারে আসবে না। দেশেরও উপকারে আসবে না। চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি কীভাবে সরকারি কাজে দেশের বাইরে থাকেন?

পিটার হাসের সঙ্গে জি এম কাদেরের বৈঠক

ঢাকা, ৬ মার্চ : ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জি এম) কাদের। বুধবার বিকেলে ঢাকার মার্কিন দূতাবাসে এ বৈঠক হয়েছে।

জাতীয় পার্টির আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা মাশরুর মাওলা এ তথ্য জানিয়েছেন। আজ রাত নয়টার দিকে মুঠোফোনে তিনি বলেন, পিটার হাসের আমন্ত্রণে জাপার চেয়ারম্যান বিকেলে মার্কিন দূতাবাসে যান। বেলা তিনটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে জাপার চেয়ারম্যানের বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে দলের চেয়ারম্যানের সঙ্গে তিনিও ছিলেন।

বৈঠকে কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে, জানতে চাইলে মাশরুর মাওলা বলেন, সংসদে বিরোধী দলের নেতা হিসেবে জি এম কাদের কতটা ভূমিকা রাখতে পারছেন, সে বিষয়ে পিটার হাস জানতে চেয়েছেন। জবাবে জি এম কাদের বলেছেন, তাঁরা বিরোধী দলের ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছেন।

নির্বাচনের পর এই প্রথম জাতীয় পার্টির সঙ্গে বৈঠক করলেন পিটার হাস।

KUSHIARA

Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service

বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

IATA Biman BRITISH AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR KUWAIT Emirates

Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824

We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro

Worldwide Money Transfer
Bureau De Exchange

Cargo Services

আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।

আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।

ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।

Address:
319 Commercial Road,
London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888,
020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877

We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm

For More Information
kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC
SOLICITORS

আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality	ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children	ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury	পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation	লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment	প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness	হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant	ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits	ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery	মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate	উইলস ও প্রবেট
Mediation	মিডিয়েশন
Road Traffic Offence	রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation	ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime	ক্রাইম
Conveyancing	কনভেয়েনসিং

132 Cavell Street
London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির মহাকাব্য : রাষ্ট্রপতি

ঢাকা, ৬ মার্চ : রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালির জন্য পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির মহাকাব্য।

আগামীকাল 'ঐতিহাসিক ৭ মার্চ' উপলক্ষে আজ দেয়া এক বাণীতে তিনি বলেন, '১৯৭১ সালের এই দিনে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বজ্রকণ্ঠে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন।

পুরো বাঙালি জাতি সেদিন মন্ত্রমুগ্ধের মতো অবগাহন করেছিলো রাজনীতির মহাকবি বঙ্গবন্ধুর অমর কবিতা। মাত্র ১৮ মিনিটের এই মহাকাব্যে ধ্বনিত হয়েছিল বাঙালি জাতির মুক্তির মহামন্ত্র। বঙ্গবন্ধুর শাণিত ও প্রদীপ্ত উচ্চারণে কেঁপে উঠেছিল পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের মসনদ। মূলত ৭ মার্চের ভাষণেই নিপীড়িত-নির্যাতিত বাঙালি জাতি খুঁজে পেয়েছিল শোষণমুক্তির কাঙ্ক্ষিত পথ। তাই ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালির জন্য পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির মহাকাব্য।

৭ মার্চ বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি এ উপলক্ষ্যে স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

তিনি বলেন, স্বাধীনতা বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন। তবে তা একদিনে অর্জিত হয়নি। মহান ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ এর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের দীর্ঘ বন্ধুর পথে বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম সাহস, সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সঠিক দিকনির্দেশনা

জাতিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১ মার্চ থেকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, 'অনন্য বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় ভাস্বর ওই ভাষণে বাঙালির আবেগ, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে একসূত্রে গেঁথে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ঐতিহাসিক সেই ভাষণের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্খিত স্বাধীনতা। দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।'

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ পৃথিবীর কালজয়ী ভাষণগুলোর অন্যতম। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে, বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। বাংলার মানুষের সাথে বঙ্গবন্ধুর আত্মার সম্পর্ক ছিল। তাই, তাঁর ভাষণে মূলত মানুষের মনে কথাগুলো ফুটে উঠেছিলো। বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ভাষণ কেবল আমাদের নয় বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্যও প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবে, বলেন রাষ্ট্রপতি।

ড. ইউনূসের আতিথেয়তা করে সম্মানিত পিটার হাস, তাঁর মামলা নিয়ে উদ্বেগ

ঢাকা, ৬ মার্চ : বাংলাদেশের একমাত্র নোবেলজয়ী, অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মাদ ইউনূসের আতিথেয়তা করতে পেরে সম্মানিত বোধ করছেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস। মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজেদের অফিসিয়াল পেইজে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস এ তথ্য নিশ্চিত করে লিখেছেঃ

"ড. ইউনুস এবং মিসেস বেগমের আতিথেয়তা করতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। তাদের কাজ লাখ লাখ মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসার ক্ষমতা দিয়েছে। ড. ইউনুস এবং তার সহকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলাগুলির অগ্রগতি যুক্তরাষ্ট্র ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। এই মামলাগুলো বাংলাদেশের শ্রম আইনের অপব্যবহারের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে বলে আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছি।"

উল্লেখ্য, ড. ইউনূস সোমবার রাতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস আয়োজিত এক নৈশভোজে অংশ নেন। এরপর থেকেই এ নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়। যদিও ইউনূস সেন্টার থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছেঃ বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সহায়তাকারী ও বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান 'অপরচুনিটি ইন্টারন্যাশনাল'-এর প্রধান চিফ টেকনোলজি অফিসার গ্রেগ নেলসনের সঙ্গে ড. ইউনূসের সাক্ষাৎ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রদূত হাস এই বৈঠকের আয়োজন করেন।

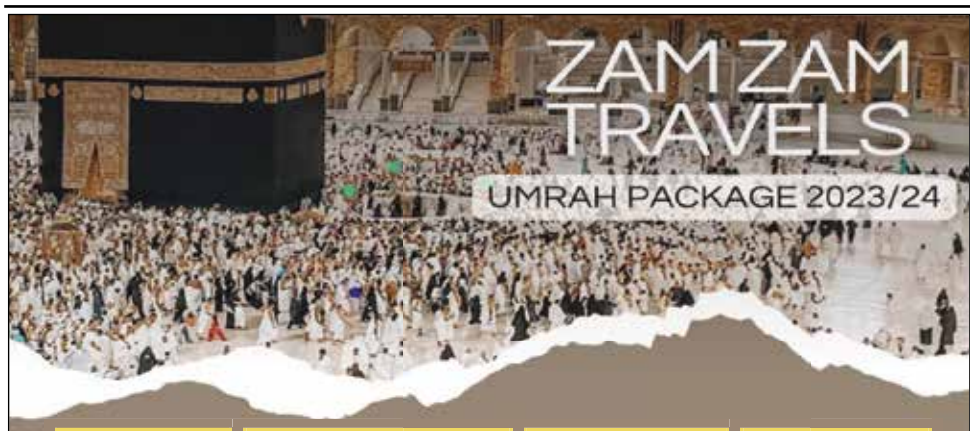

	DATES	HOTEL	ROOM PRICES
OCTOBER	DEPARTURE 18 OCT 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 28 OCT 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,480 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,535 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,640 PER PERSON
DECEMBER	DEPARTURE 21 DEC 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 30 DEC 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ROYAL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,730 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,795 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,940 PER PERSON
FEBUARY	DEPARTURE 8 FEB 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 17 FEB 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,520 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,565 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,685 PER PERSON

THESE PACKAGES INCLUDE: TICKETS, VISA, HOTELS IN MAKKAH & MADINA, FULL TRANSPORT INCLUDING ZIARAH

ZAMZAM TRAVELS
388 GREEN STREET LONDON E13 9AP
TEL: 02084701155 MOB: 07984714885 EMAIL: MAIL@ZAMZAMTRAVELS.COM

Tel: 0207 377 7513
Mob: 07944 244295

SIGNS | PRINTS

Sign Link সাইন লিংক SIGN MAKER
Est. over 25 years

- Shop Signs
- Banners
- Light Boxes
- Menu Boxes
- 3D Signs
- Metal Trays
- Vinyl Graphics
- Takeaway Menu
- In Menu
- Bill Books
- T-Shirts / Bags
- Rubber Stamps
- Leaflet / Poster
- Business Cards

Signs - Banners - Stamps - Printing & Arts

17 Fordham Street, London E1 1HS | Tel: 0207 377 7513 Mob: 07944 244295 | Email: signlink@yahoo.com Web: www.signlinklondon.co.uk

Good News | Islamic & English Nikah Register Office | সুখবর সুখবর কাজী অফিস লন্ডন

মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে চ্যারিটি কমিশনের পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারনের সুবিধার্থে মুসলিম নিকাহ, ম্যারিজ সার্টিফিকেট এবং ডিভোর্স সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে।

Good News: We arrange Nikah, Marriage Certificate and Divorce Certificate for Charity Commission

Charity Commission Authority
Charity No: 1125118

জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা, নয়া লম্বাহাটি, ছাতক
এর পক্ষ থেকে দেশবাসী ও প্রবাসী মুসলমান ভাই ও বোনদের খেদমতে সাহায্যের আবেদন
শিশু শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) পর্যন্ত নরাণী, হিফজ ও আলিমি বিভাগ ৭৫০ ছাত্রী, ২৭ শিক্ষক
নবী করিম (সা.) বলেছেন মৃত্যুর পর মানুষের সকল আমল বন্ধ হয়ে যাবে কেবল তিন ধরনের আমল জারী থাকবে ১. ছদকায়ে জারিয়া ২. উপকারি ইলম ৩. ইমানদার নেক সন্তান । (আল হাদিস)
উক্ত মাদরাসায় আপনাদের লিল্লাহ, সাদাকা, যাকাত, ফিতরা গরিব, ইয়াতিম এবং অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মুক্তহস্তে দান করুন। বিশেষ করে মাহে রমজানে বেশি বেশি করে সাহায্য করুন
Help The Poor & Needy Children Get The Right Islamic Education

Uk Bank Account
Madinatul Uloom Welfare Trust
Natwest Bank
Ac No: 10472649
Sort Code: 60-02-63

Uk Bank Account
Madinatul Uloom Welfare Trust
HSBC BANK
Ac No: 41538829
Sort Code: 40-02-33

আকবরী হজ্জ ও ওমরাহ সার্ভিস
দক্ষ আলিমদের সাথে হজ্জ ও ওমরাহ করার সুবিধা
প্রতি সাপ্তাহ এবং প্রতি মাসে আমাদের গ্রুপ প্যাকেজ রয়েছে

আরবি ও ইসলামিক পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে
দক্ষ ইমামদের দ্বারা বাচ্চাদের পড়ানো হয় কায়েদা, কুরআন, হাদিস, ফিকহ, সিরাহ, দোয়া
কুরআন ও হাদিস দ্বারা ইসলামিক রুকাইয়্যা করার ব্যবস্থা রয়েছে

Printing | Wedding | Catering Services
Office Adreess
7a, Burslem Street, London, E1 2LL
E: shamsul1997@hotmail.co.uk M: 07484639461

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)
চেয়ারম্যান - মদিনাতুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে
খতিব আল আকসা মসজিদ , ডকলেন্ড লন্ডন
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সপাল -
জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা, নয়া লম্বাহাটি, ছাতক

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

রিজার্ভের অর্থ চুরি বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে রায়

নিউইয়র্ক ফেড থেকে বাংলাদেশের ৮ কোটি ৯০ লাখ ডলার চুরির ঘটনায় ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশন আরসিবিসিসহ ব্যাংকটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জড়িত। নিউইয়র্ক স্টেট কোর্ট, ফার্স্ট অ্যাপিলেট ডিপার্টমেন্ট গত ২৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে এমন রায়ই দিয়েছেন। রায়ে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে পরিচালিত বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব থেকে ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরির সঙ্গে আরসিবিসি, আরসিবিসির লরেনজো ট্যান এবং রাউল ভিক্টর বি ট্যান ও কিম অং-এর সংশ্লিষ্টতা সংক্রান্ত স্টেট কোর্টের রায়কে ফার্স্ট কোর্ট নিশ্চিত করেছে। ফার্স্ট কোর্টের রায়ে আরও নিশ্চিত করেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে সংঘটিত অপরাধের জন্য আলোচ্য বিবাদীদের দায়ী করা যায়। রায়ে বলা হয়েছে, প্রতারণার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় আরসিবিসি ও ব্যাংকটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, লরেনজো ট্যান এবং রাউল ভিক্টর বি ট্যান ও কিম অং-কে দায়ী করা যেতে পারে।

বিবাদীরা চুরিকৃত অর্থ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল এবং ওই অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের স্টপ পেমেন্ট অনুরোধ পাওয়া সত্ত্বেও তা বৈদেশিক মুদ্রা ও আরসিবিসির ট্রেজারির মাধ্যমে লন্ডারিং করার সুযোগ করে দিয়েছে। তাই এ বিবাদীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। অধিকন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের স্টপ পেমেন্ট অনুরোধ পাওয়া সত্ত্বেও আরসিবিসির বেনামি ব্যাংক হিসাব থেকে প্রায় ৫ কোটি ৮২ লাখ ডলার স্থানান্তর করা হয়েছে এবং এটি যে বাংলাদেশ ব্যাংকের চুরি যাওয়া অর্থ এ বিষয়ে সন্দেহাতীতভাবে আরসিবিসির সবাই অবহিত ছিলেন।

নিউইয়র্ক স্টেট কোর্টের ফার্স্ট অ্যাপিলেট ডিপার্টমেন্ট বলেছেন, আরসিবিসির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে আদালত প্রভাবিত হয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংক যথোপযুক্তভাবে কিম অং-এর বিরুদ্ধে চুরি ও মানি লন্ডারিংয়ের ষড়যন্ত্রে ফিলিপিনো ব্যাংক ও তাদের কর্মকর্তাদের জড়িত থাকার অভিযোগ এনেছে। অভিযুক্তরা বেনামি হিসাব সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং চুরি যাওয়া অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে ফেরত দানের উদ্যোগ নেননি। এ রায়ের ফলে রিজার্ভের অর্থ চুরিতে বাংলাদেশের যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হলো।

বেইলি রোড আগুনের দোষটা কার

নঈম নিজাম

সবকিছুর দাম বাড়ছে, মানুষের জীবন ছাড়া। বেইলি রোডের ভয়াবহ আগুনে ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুর দায় কার? ভবন মালিক, রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী, ফায়ার সার্ভিস, রাজউক? নাকি আমাদের পুরো সিস্টেমের? কমবেশি সবার অবহেলার নিষ্ঠুর খেসারত দিতে হলো। কোনোভাবে এত মৃত্যু, এত আগুন মেনে নিতে পারছি না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে/ তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।" দোজখের আগুনের বিভীষিকা দুনিয়ার মানুষকে দেখতে হলো। অসহায় নারী ও শিশুর আর্তনাদ শোনার কেউ ছিল না। ফায়ার সার্ভিস উদ্ধার করল ৭৫ জনকে। বেঁচে থাকার আনন্দ দেখেছি তাদের চোখে-মুখে। মৃত্যু ও জীবনকে পাশাপাশি দেখেছে তারা। হয়তো সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করছে, এমন নরক যন্ত্রণা মানুষের জীবনে যেন আর না আসে। শুক্রবার ছুটির দিনে স্বজনহারাদের আহাজারিতে ভারাক্রান্ত ছিল ঢাকা মেডিকেল। জীবিতরা বাকি জীবন বাঁচবে শুধুই অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে। ঘুমের ঘোরে তাদের চোখে ভাসবে আগুনের ভয়াবহ লেলিহান শিখা ছুটে আসছে। সন্তানহারা বাবা-মায়েরা বয়ে বেড়াবেন নিষ্ঠুর স্মৃতি। তাদের চোখের জলের স্রোত কোনো দিন থামবে না। অসহ্য একটা কষ্ট সারা জীবন বয়ে বেড়াবেন। একটি পরিবারের পাঁচ সদস্য খেতে গিয়েছিলেন। আগুনে পুড়ে মারা গেলেন সবাই। ইতালি যাওয়ার কথা ছিল তাদের। পাসপোর্ট পড়ে আছে। তাদের আর যাওয়া হবে না ইতালি। অবুঝ সন্তানের খাওয়ার বায়না মেটাতে দুই সন্তানকে নিয়ে মা গিয়েছিলেন রেস্টুরেন্টে। কেউই আর ফিরলেন না। বুয়েটের দুজন মেধাবী ছাত্রছাত্রী মৃত্যুবরণ করল। তারাও গিয়েছিল অন্য সবার মতো। সাংবাদিকতায় আসা মেয়েটিও আর ফিরবে না সহকর্মীদের মাঝে। স্বপ্নগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বুকভাঙা কষ্ট নিয়ে সন্তান হারানো বাবা-মায়েরা সারা জীবন অপেক্ষা করবেন। তাদের সন্তানরা আর ফিরবে না। কবি রফিক আজাদ লিখেছেন, ... "পাখি উড়ে চলে গেলে পাখির পালক পড়ে থাকে।" একদিন আমরা কেউই থাকব না। চলে যাব এই দুনিয়া থেকে। তারপরও আগুনে পুড়ে এই অস্বাভাবিক মৃত্যু কোনোভাবে মেনে নিতে পারছি না। মেনে নেওয়া যায় না। এভাবে এতগুলো মানুষকে কেন আগুনে পুড়ে চলে যেতে হবে চিরতরে? কোন অনিয়মের ফাঁদে সর্বনাশ হলো অর্ধশত পরিবারের? এই ভয়াবহতার দায় কার?

জনঅরণ্যর ইটপাথরের নিষ্ঠুরতার এই শহরে বারবার ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটছে। আগুনের ভয়াবহ লেলিহান শিখা কেড়ে নিচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবন। তারপরও কেউ কোনো শিক্ষা নেয় না। প্রথম কিছুদিন কথা হয়। হইচই হয় কমবেশি। তারপর সবাই নিয়ম-অনিয়মের বেড়াজালে ভুলে যায় সবকিছু। পুরান ঢাকার বছর বছর আগুন দুর্ঘটনা কাউকে শিক্ষা দেয়নি। দুর্ঘটনা রোধে বাড়েনি মনিটরিং। ভবন মালিক, নির্মাতা প্রতিষ্ঠান, রাজউকের অতি লোভ সব শেষ করে দিচ্ছে। যত্রতত্র বহুতল ভবনের নামে গড়ে উঠছে অগ্নিকূপ। ১০ থেকে ৪৫ তলার অনুমতি মিলছে পরিবেশ বিবেচনা না করেই। নিয়মনীতির বালাই নেই। আগুন নেভানোর ব্যবস্থা নেই। দায়িত্ববানদের অনিয়মে বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে। বেইলি রোডের আগুনে পোড়া ভবনে কোনো ফায়ার এক্সিট ছিল না। ত্রুটি ছিল বিভিন্ন তলায়। মানুষের বেরোনোর পর্যাপ্ত পথ ছিল না। যারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন তারাও বিরানি আর ভাত বিক্রি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। মানুষের জীবন নিয়ে ভাবেননি। নিজেদের রক্ষার কথাও চিন্তা করেননি। হিংসার দুনিয়াতে সবার সবকিছু আছে। শুধু মানুষকে রক্ষার কথা ভাবেন না কেউ। ব্যবসার সঙ্গে নেন না নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। মনিটরিংয়ের দায়িত্বরত সংস্থাগুলোর লোকজন পয়সা পেলেই চলে। কোনো কিছু দেখার প্রয়োজন মনে করে না। পরিবেশের ছাড়পত্র প্রদানকারীরা কোথাও যান না। রাজউকের কোনো ভালো কাজের সুনাম নেই। নির্মাণাধীন ভবনে তারা যান তোলা তুলতে। মানুষকে হয়রানি করতে। ভবন মালিকরাও থাকেন জোড়াতালিতে। অস্বস্তিকর পরিবেশ কেউ দূর করে না। দায় সবাইকে নিতে হবে। অনুমতি প্রদানকারী সিটি করপোরেশনকেও।

বেইলি রোডের ঘটনার রেশ ধরে সংশ্লিষ্ট সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। জানি দুই দিন পর সবাই সব ভুলে যাবে। তদন্ত কমিটি লোকদেখানো একটা রিপোর্ট দেবে। ভবন মালিক কমবেশি দায়ী হবে। রাজউক, পরিবেশ অধিদফতর, সিটি করপোরেশন আড়াল হবে। রেস্টুরেন্টের অনুমতি প্রদানকারীদের ব্যর্থতা, অনিয়মে জড়িত থাকার রিপোর্টও হারিয়ে যাবে। অতীত ভীষণ নিষ্ঠুর। বঙ্গবাজার, চুড়িহাট্টা, নিমতলীর বিভীষিকার রেশ এখনো কাটেনি। পুরান ঢাকার বাসাবাড়ি থেকে কেমিক্যাল গোডাউন এখনো পুরোপুরি উচ্ছেদ হয়নি। ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে। মনিটর করার কেউ নেই। আর নেই বলেই ঢাকাজুড়ে বাণিজ্যিক ভবন আর পুরাতন মার্কেটগুলোর বেহাল দশা। সবাই ভবন গড়েন, ব্যবসা-বাণিজ্যর জন্য ভাড়া দেন, নিয়ম মানেন না। সিটি করপোরেশন কোনো কিছুর খবর রাখে না। রেস্টুরেন্ট অনুমতি দেওয়ার দায়িত্ব ছিল তাদের। পরিবেশ অধিদফতর দিয়েছিল ছাড়পত্র। কী করে সবাই অনুমতি দিলেন? তাজরীন গার্মেন্টি, রানা প্লাজা বড় শিক্ষা দিয়েছিল। তারপরও কেউই ঠিক হননি। সেই দিন একজন বললেন, মিডিয়ার বহর নিয়ে সিটি করপোরেশন খাল উদ্ধার অভিযানে নামে। দাবি করে খাল উদ্ধার করেছি। কিছুদিন পর দেখা যায় সেই খাল আবার দখল হয়ে গেছে। কেন এমন হয়? খাল উদ্ধারের পর সিটি করপোরেশন একটা হাঁটাপথ অথবা যান চলাচলের মতো সড়ক তৈরি করলে চিরতরে বন্ধ হয় দখল। এ কাজটি তারা করতে পারে না। বছর বছর লোকদেখানো উদ্ধার অভিযান করে সাময়িক বাহবা নেয়। তারপর সব আগের মতো হয়ে যায়।

বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। এগিয়ে যাবে। উন্নয়নের ঝড়োগতি দেশকে নতুন মাত্রা দিয়েছে বিশ্বে। এখন প্রতিষ্ঠানের পেছনের মানুষগুলোর পরিবর্তন জরুরি। মুখে শেখ ফরিদ, বগলে ইট থাকলে চলবে না। মানুষকে রক্ষা করতে হবে। শহরকে বাঁচাতে হবে। যেখানে-সেখানে বহুতল ভবন নির্মাণের অনুমতি দেওয়া যাবে না। আশপাশের পরিবেশ, আগুন নেভানোর ব্যবস্থা বিবেচনায় আনতে হবে। বড় দুর্ঘটনার পর জানতে পারি সেই গাড়ির ফিটনেস ছিল না। ভুল চিকিৎসায় মৃত্যুর পর প্রকাশ পায় সেই হাসপাতাল এতদিন চলেছিল অনুমোদন ছাড়া। ভয়াবহ আগুনে মৃত্যুর মিছিলের পর খবর বের হয় ভবনের নকশার ত্রুটি ছিল। আগুন নেভানোর ব্যবস্থা ছিল না। দুর্ঘটনার আগে কোনো কিছু বের হয় না। জানি আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীর দেশ। তারপরও নিয়ম বাস্তবায়ন কঠিন কিছু নয়। দূষণমুক্ত শহর গড়া অসম্ভব নয়। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নেওয়া মানুষ দরকার। যা আমাদের এখন কম রয়েছে।

নিয়ম সঠিকভাবে তৈরি হলে সবাই মানবে। বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো হলে চলবে না। বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিমানবন্দরের একটি দুবাই। ২৪ ঘণ্টা মানুষের ঢল লেগেই থাকে। দুবাই থেকে সারা দুনিয়াতে যাওয়া যায়। অথচ সেই বিমানবন্দরের বাথরুমগুলো সব সময় ঝকঝকে তকতকে থাকে। কী করে সম্ভব? কোনো রহস্য নেই এখানে। শুধু রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা সারাক্ষণ কাজ করছেন নীরবে। কোনো ঝামেলা নেই। উচ্চবাচ্য নেই। যার যার কাজ করে বাড়ি ফিরছেন। কেউ কাউকে দোষারোপ করছেন না। শাহজালালের সাধারণ বাথরুমগুলোতে যাওয়ার পরিবেশ নেই। সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর কথা না-ই বললাম। এখানেও রক্ষণাবেক্ষণে লোক আছে। তারা তাদের কাজ করে না ঠিকভাবে। অথচ এ মানুষগুলো বিদেশ গিয়ে একই কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করছে। বাংলাদেশে মনিটরিং নেই বলেই সমস্যা হচ্ছে। অন্য কিছু নয়। সঠিকভাবে সবকিছুর মনিটরিং হলে মানুষের মনভাবনায় পরিবর্তন আসবে।

মানসিকতার পরিবর্তন না আনলে সমস্যা থেকেই যাবে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর দেশে সমস্যার অভাব নেই। নিয়ম না মানলে সমাধান আসবে না। সেবা খাতগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। সারা দুনিয়াতে বড়দিন, ঈদ, পূজা-পার্বণে জিনিসপত্রের দাম কমে। ছাড় দেন ব্যবসায়ীরা। লাভ করেন কম। আমাদের ব্যবসায়ীরা হাঁটেন আরেক পথে। ধর্মীয় উৎসবে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেন। রমজান এলে লম্বা টুপি লাগিয়ে মুনাফা লুটেন। বুট, খেজুর, চিনি, তেল, লবণের দাম হুট করে বেড়ে যায়। এভাবে মানুষকে জিম্মি করা ব্যবসায়ীরা ভাবেন না এই ভন্ডামির কারণে ইহকাল পরকাল সব যাবে। দুনিয়া আখেরাত বরবাদ হবে। তারা ভুলে যান সৃষ্টিকর্তা ওপর থেকে সব দেখছেন। পবিত্র কোরআনে বলা আছে, তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনেবুঝে সত্যকে গোপন করো না (সুরা আল বাকারা, আয়াত ৪২)। শরীরের সব খানে ক্ষত থাকলে মলম কত স্থানে লাগাবেন? এই দেশের হাসপাতালে চিকিৎসক ইউটিউব দেখে খতনা করান। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কিছু মানুষ কাজ করার সুযোগ পেলে মগের মুল্লুক বানিয়ে ফেলেন। ব্যাংকের রক্ষক হয়ে ওঠেন ভক্ষক। ঠিকাদার কাজ পেয়ে বাজে নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করেন। মনিটরিংয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলী কমিশন নিয়ে লিখে দেন সব ঠিক আছে। মানুষের জীবন নিয়ে কাজ করা হাসপাতালগুলো এখন ব্যবসার আখড়া। সরকারি হাসপাতালের কেনাকাটার পুরোটাই ফাঁকি। বেসরকারি হাসপাতালে হয় শুধুই ব্যবসা। নিজেদের মানসিকতার পরিবর্তন না হলে আল্লাহর ফেরেশতা কাউকে সোজা করতে পারবে না।

উন্নত সমৃদ্ধির পথে হাঁটা এই বাংলাদেশকে ঠিকভাবে ধরে রাখতে মেশিনের পেছনের মানুষগুলোকে ঠিক হতে হবে। সৃষ্টিকর্তা দুনিয়াটা গড়েছেন সুন্দর ও স্বাভাবিকতার জন্য। যুদ্ধবাজ, হিংসুটে মানুষ দুনিয়াটাকে অস্বাভাবিক করে রেখেছে। ১৮ কোটি মানুষের দেশ এমনিতে শত সমস্যায় জর্জরিত। নাগরিক ও ব্যক্তি সচেতনতা না বাড়লে রাষ্ট্রযন্ত্র হবে আরও অসহায়। চারপাশের সমস্যা দেখলে আমরা ভেঙে পড়ি। ভাবনায় আসে কোনো দিন কিছু স্বাভাবিক হবে না। শত সংকটেও বাঁচতে হয় আশার আলো নিয়ে। বাস্তবতায় থাকতে হবে। লোভকে বিসর্জন দিতে হবে। আলোর পথ খুঁজে নিতে হবে। সামাজিক সংকটগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বচ্ছতা তৈরি করতে হবে। সেবা খাতগুলোকে আনতে হবে শৃঙ্খলায়। সেবা খাতে সমস্যা থাকলে ঝামেলার অবসান হবে না। অনিয়মে বারবার ঘটবে দুর্ঘটনা। মানুষের জীবন যাবে। প্রাণহানি বাড়বে। তাজরীন গার্মেন্টি ও নিমতলী, চুড়িহাট্টা, সজিব ফ্যাক্টরি, বনানীর মতো দুর্ঘটনা আলোড়ন তুলবে। কোনো কিছুর স্থায়ী সমাধান আসবে না। মালিকরা বীমা পাবেন। নিরীহ শ্রমিকরা প্রাণ হারাবেন। পরিবার নিঃস্ব হবে। অতি লাভ, অতি লোভ আর নয়। সচেতনতা, সতর্কতা বাড়াতে হবে।

সবকিছু এক দিনে ঠিক হবে বলছি না। সময় লাগবে। নেতিবাচক অবস্থান থেকে বেরিয়ে আলোর পথ খুঁজতে হবে। নেলসন ম্যান্ডেলার আত্মজীবনীতে লেখা একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আফ্রিকান ঝোসা সম্প্রদায়ের বিখ্যাত কবি স্যামুয়েল এমখাওয়ারি একবার সংসারবিবাগি হলেন। তিনি ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন দূরে কোথাও। বাউন্ডুলে এই কবি এক বছর পর বাড়ি ফিরলেন। দেখলেন তার স্ত্রী কন্যাসন্তান জন্ম দিয়েছেন। বাড়ি ত্যাগের সময় স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন বলে তার মনে পড়ছিল না। তাই সন্তানের খবর শুনে বিস্মিত হলেন। শুধু বিস্ময় নয়, ক্ষুব্ধও হলেন। তীব্র ক্ষোভ থেকে সিদ্ধান্ত নিলেন শিশু ও তার মাকে খুন করবেন। সবকিছু শেষ করে দেবেন চিরতরে। ভোজালি হাতে প্রবেশ করলেন বেডরুমে। চোখে-মুখে আগুনের ফুলকি। শিশুর দিকে তাকালেন খুনির চোখে। দেখলেন ফুটফুটে শিশুটি তার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে। কবি খেয়াল করলেন শিশুটি হুবহু তার চেহারা পেয়েছে। নিজের ছায়া দেখে চমকে উঠলেন। তারপর শিশুটির দিকে তাকালেন অপার বিস্ময়ে। বললেন, ও জিনজিলে! তুমি ভালোভাবে এ পৃথিবীতে এসেছো? স্যামুয়েল এমখাওয়ারি শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। কোলে নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন। কবিতার ছন্দে শিশুটির নাম রাখলেন জিনজিশওয়া। অন্ধকার থেকে আলোর পথে আসা এক মানব শিশু।

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বও মানবাধিকার সুরক্ষার দাবিতে লন্ডনে বিক্ষোভ সমাবেশ

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বও মানবাধিকার সুরক্ষার দাবিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট চত্বরে এক বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে মানবাধিকার সংগঠন ফাইট ফর রাইটস ইন্টারন্যাশনাল (এফআরআই) । গত ৪ মার্চ সোমবার ফাইট ফর রাইটস ইন্টারন্যাশনাল এর সভাপতি মোঃ রায়হান উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক বুরহান উদ্দিন চৌধুরীর পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক।

প্রধান বক্তা ছিলেন আমারদেশ ইউকের নির্বাহী সম্পাদক ওলিউল্লাহ নোমান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ-প্রচার সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ মোঃ মঈনুল ইসলাম, এফআরআই এর সাংগঠনিক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন মৃধা ও জাস্টিজ ফর ভিক্টিমস ইউকের সভাপতি মোঃ জহিরুল ইসলাম ও নিউজ লাইফ টোয়েনটিফোর এডিটর মোঃ অহিদুজ্জামান।

সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন ফাইট ফর রাইটস ইন্টারন্যাশনাল এর সহ সভাপতি করিম মিয়া, আলী আহমদ, মির্জা আবুল আহমদ, সহ সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমিনুল ইসলাম সফর, সিরাজুম মনির, শেরওয়ান আলী, মারুফ আহমদ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মো: আশরাফুল আলম, মোহাম্মদ বদরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মোঃ ফান্টু, আইন বিষয়ক সম্পাদিকা এডভোকেট রোকশানা আক্তার, সহকারি অফিস সম্পাদক তোফায়েল আহমদ, সহকারি ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক হাফিজ লিয়াকত আলী, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ইকবাল হোসেন, সহকারি ট্রেণিং বিষয়ক সম্পাদক আবুল হোসেন, সহকারি আইটি বিষয়ক সম্পাদক এম এম ইয়াজদিন, সহকারি সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সম্পাদক রুমেল মিয়া, অনলাইন বিষয়ক সম্পাদক পারভেজ মিয়া সুজা, নির্বাহি সম্পাদক পীরজাদী তাছনীয়া হোসাইন তমা, সায়েক আহমদ, জাকারিয়া হোসাইন, মোঃ তোফায়েল ও তজমুল আলী।

প্রধান অতিথি এম এ মালিক তার বক্তব্যে বলেন, সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে নামতে হবে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে না পারলে শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে সিকিমের মতো ভারতের হাতে তুলে দিবে। তিনি হাজার হাজার কোটি টাকা নিজ সন্তানের মাধ্যমে বিদেশে পাচার করেছেন। দেশের জনগণ একদিন তার বিচার করবেন। প্রধান বক্তা ওলিউল্লাহ নোমান বলেন, আমাদের রাজনৈতিক কোনও পরিচয় নেই, আমাদের একটাই পরিচয় আমরা বাংলাদেশি। সকল দেশপ্রেমিক নাগরিককে ঐক্যবদ্ধ করে দেশকে নতুন করে স্বাধীন করতে হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

অধ্যাপক মিছবাহ উদ্দিন আহমদের সাথে প্রাক্তণ শিক্ষার্থীদের মতবিনিময়

যুক্তরাজ্যে সফররত ঢাকা দক্ষিণ সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যাপক, ঢাকাদক্ষিণ ক্রীড়াচক্রের আজীবন দাতা সদস্য মিছবাহ উদ্দিন আহমদের সাথে যুক্তরাজ্যে ঢাকাদক্ষিণ সরকারি কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং শুভানুধ্যায়ীদের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৬ নভেম্বর সোমবার সন্ধায় পুর্ব লন্ডনের চিলড্রেন এডুকেশন সেন্টার হলে এই সভা হয়।

এতে বিপুল সংখ্যাক কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, ঢাকাদক্ষিণ সরকারি কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং ঢাকা দক্ষিণবাসীর উপস্থিতিতে মিছবাহ উদ্দিন আহমদকে ফুল দিয়ে বরণ ও ক্রেস্ট দিয়ে সম্মান জানানো হয়। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা দক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের উপদেষ্টা আতাউর রহমান আঙ্গুর মিয়া এবং সভা পরিচালনা করেন গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের জেনারেল সেক্রেটারি আব্দুল বাছির।

সভায় অংশগ্রহণ করেন তছউর আলী, আবজল হোসেন, আব্দুল আহাদ চৌধুরী, আহবাব হোসেন, আব্দুল কাদির, খালেদ আজিম উদ্দিন জামাল, আলাউদ্দিন আহমদ, নেজাম উদ্দিন নজরু, দেলওয়ার হোসেন লেবু, আমিনুর খান, আব্দুল লতিফ নিজাম, রুহুল আমিন সেলিম, মামুনুর রশীদ খান, ইকবাল আহমদ চৌধুরী, মাহমুদুর রহমান শানুর, লতিফ আহমদ, মো: তাজুল ইসলাম, ইয়ামীম দিদার, তমিজুর রহমান রঞ্জু, আনোয়ার শাহজাহান, সামসুল ইসলাম, আনফর আলী, হেলাল আহমদ, জামাল খান, শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলাল, রায়হান উদ্দিন, মোহাম্মদ শামীম আহমদ, বিলাল মোহাম্মদ ফাহিম, মারুফ আহমদ, সেবুল আহমদ, সাদেক আহমদ, সাবলু আহমদ, সালেহ আহমদ, জাহেদ আহমদ, জাকির হোসেন, শাহআলম কাসেম, নকুল চক্রবর্তী, সোহেল আহমদ, আব্দুল মান্নান, জাবেদ আহমদ, আকরাম হোসেন দারা, কামরুল ইসলাম, গুলজার হোসেন, জসিম হায়দার, জয়নুল ইসলাম, তায়্যিবা শাহজাহান প্রমুখ। পরে ঢাকাদক্ষিণ সরকারি কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং এলাকাবাসীর পক্ষে থেকে মিছবাহ উদ্দিন আহমদকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন হাফিজ মৌলানা আব্দুল মুহাইমিন সুন্নাহ। সভা শেষে মরহুম মজির উদ্দিন টুনু মিয়া ও ঢাকাদক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল রফিক আহমদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং দোয়া করা হয়। মোনাজাত করেন হাফিজ মৌলানা জাকারিয়া। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

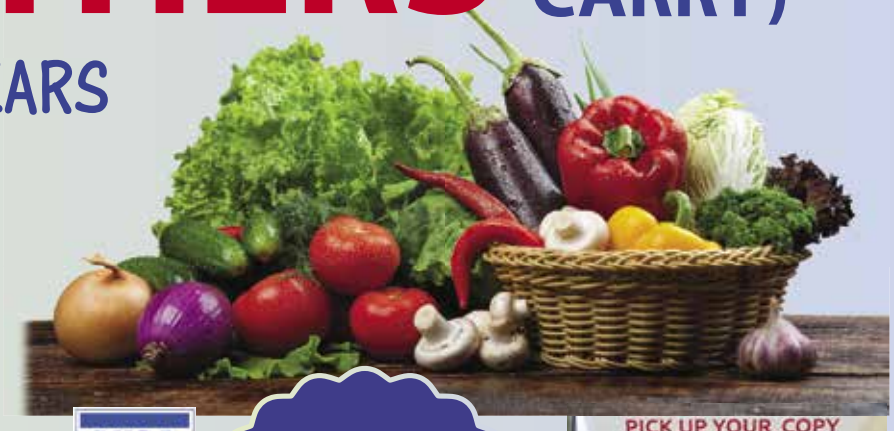

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

২৮ মার্চ উদযাপন পরিষদ-এর সংবাদ সম্মেলন

ইতিহাস বিকৃতির কবল থেকে বার্মিংহামের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ সময়ের দাবি

'মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বার্মিংহামবাসীর ঐতিহাসিক ভূমিকার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আদায় এবং ইতিহাস বিকৃতি বিষয়ে' ২৮ মার্চ উদযাপন পরিষদ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের প্রবাসী সংগঠক এবং ২৮ মার্চ ১৯৭১ সালে বার্মিংহামে প্রথম পতাকা উত্তোলনের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দ্রুত প্রদানের দাবি জানিয়ে অনাহুত এ বিলম্বের জন্য ক্রমশ ইতিহাস বিকৃতি ঘটছে উল্লেখ করে তারা প্রশ্ন তুলেছেন ইতিহাস বিকৃতির এ দায় কে নেবে।

গত ৪ মার্চ সোমবার, স্থানীয় এক রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত এ সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সহ সভাপতি বশির মিয়া কাদির।

লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড মসুদ আহমেদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- সাংবাদিক কাজী জাওয়াদ, সৈয়দ লুৎফুর রহমান, সয়ফুল আলম, এনামুল হক খান নেপা, এরশাদ আলী, জুনেদুর রহমান জুনেদ, তাজুল ইসলাম, রহমত আলী প্রমুখ।

সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে ২৮ মার্চ উদযাপন পরিষদকে অকার্যকর সংগঠন বলা এবং সংগঠক না হয়েও সংগঠক দাবির মিথ্যাচারের প্রতিবাদ জানাতে এই সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয় বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

লিখিত বক্তব্যে ২০১০ সালের ২৮ মার্চ উদযাপন পরিষদ গঠনের প্রসঙ্গে 'স্বাধীনতর ৪০ বছর পর এই সংগঠন যুক্তরাজ্যে বিশেষ করে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বার্মিংহামবাসীর অবদানগুলো তুলে ধরার প্রয়াসের সূচনা' বলে উল্লেখ করে তারা আরো বলেন 'বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বার্মিংহামের প্রবাসীদের ভূমিকা বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই দীর্ঘ ১৪ বছরে প্রতি বছর ২৮ মার্চ যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করেছে এই সংগঠন।'

সংবাদ সম্মেলন আয়োজনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে

গিয়ে তারা বলেন,'২৮ মার্চ উদযাপন পরিষদ নিয়ে সম্প্রতি কিছু অপপ্রচার ও ইতিহাস বিকৃতির স্বার্থান্বেষী অপপ্রয়াস এবং ২৮ মার্চ উদযাপন পরিষদ বিষয়ক এক প্রশ্নের উত্তরে এই সংগঠনকে অকার্যকর হিসেবে উল্লেখ করার মত অযাচিত-অনাকাংখিত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আজ আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি।'

অকার্যকর সংগঠন হিসেবে আখ্যায়িত করার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে তারা বলেন,'আমরা হীনস্বার্থ-ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে কাউকে ছোট কিংবা কাউকে বড় করে ইতিহাস বিকৃতির অংশ হতে চাই না। তাই দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই আমরা আমাদের মূল দায়িত্ব তথা ২৮ মার্চ এবং প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে মূল স্রোতে ভূমিকা পালনকারীদের স্বীকৃতি আদায়ে অত্যন্ত সচেতন ও বলিষ্ঠভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছি।'

লিখিত বক্তব্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে নানা কর্মতৎপরতার কথা সবিস্তারে তুলে ধরে তারা বলেন, 'প্রবাসে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের রাষ্ট্রিয় স্বীকৃতি আদায়ে ২৮ মার্চ উদযাপন পরিষদ অত্যন্ত সক্রিয়। এ সংগঠন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই খুবই সচেতন ও পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের স্বীকৃতি আদায়ে কাজ করে আসছে। আমরা আত্মপ্রচার বা কোনো ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারে কোনো উদ্যোগ বা তৎপরতা চালাই না।'

নতুন করে সংগঠকের দাবি প্রসঙ্গে তারা বলেন, '২৮ মার্চ ১৯৭১ সালের সমাবেশে যোগ দেয়া এবং সমাবেশ আয়োজন, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে পুরো ৯ মাসব্যাপী নানা কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মুল স্রোতে ভূমিকা রাখা ভিন্ন বিষয়। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় সংগঠক দাবিদার অনেকেরই সেই সময় মুল স্রোতে জড়িত থাকার কোন প্রমাণ যেমন নেই তেমনি একটি পাউন্ডও দান করেছেন এমন রেকর্ডও নেই।'

উল্লেখ্য, ২০১১ সালের চ্যানেল আইয়ের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে সেই সময়কার বেঁচে থাকা প্রায় সকল সংগঠক এবং মরণোত্তর অনেককে মূল্যায়ন করা হয়েছে। তখন আজকের সংগঠক দাবিদার এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন নি, এমনকি বেঁচে থাকা কোন কোন সংগঠক তাঁর ব্যাপারে নেতিবাচক উত্তরই প্রদান করেছেন।'

স্বীকৃতি আদায় নিয়ে লিখিত বক্তব্যে তারা বলেন, 'বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মহান নেতা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের বর্তমান সরকার প্রধান। তাই আমরা পূর্ণ বিশ্বাসী প্রবাসী মুক্তিযুদ্ধের স্বীকৃতি এ সরকারের সময়েই বাস্তবায়ন করা সম্ভব। তাই আমরা বিষয়টি বর্তমান সরকারের নজরে নিয়ে আসতে নানামাত্রিক উদ্যোগ-তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছি অব্যাহতভাবে।'

প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের স্বীকৃতি আদায়ের মূল উদ্দেশ্য সাধন করতে অতীতের মত সংবাদকর্মীদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করে তারা বলেন,'ইতিহাস বিকৃতির কবল থেকে বার্মিংহামের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ এখন সময়ের দাবি। 'অন্যথায়মূল দাবি আদায় ব্যাহত হবে বলে তারা সংশয় প্রকাশ করেন।

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট
£14.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Community Development Initiative
Advancing to the next level
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development
Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক
FISH
RICE
MEAT
CHICKEN
রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিধা
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

ভাষা শহীদদের প্রতি লন্ডন বাংলা স্কুলের শ্রদ্ধা

মহান একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে লন্ডনের আলতাব আলী পার্কের শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়েছে লন্ডন বাংলা স্কুলের ম্যানেজমেন্ট, শিক্ষক এবং

শিক্ষার্থীরা। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় যুক্তরাজ্য একুশের প্রভাত ফেরী পরিষদের উদ্যোগে স্কুলের ম্যানেজমেন্ট, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আলতাব আলী পার্কে শহীদ মিনারে এসে হাজির হন। তারা সেখানে এক মিনিটের নীরবতা পালন করেন।

লন্ডন বাংলা স্কুলের চেয়ারম্যান, লেখক সাংবাদিক আনোয়ার শাহজাহান বাংলা স্কুলের শিক্ষার্থীদের কাছে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, আজ আমরা বাংলায় নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি শুধুমাত্র ভাষা শহীদদের ত্যাগের বিনিময়ে। তিনি ভাষা শহীদ ও ভাষা সৈনিকের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান।

বাংলা স্কুলের শিক্ষক প্রফেসর মিছবা কামাল বলেন, একুশের চেতনায় উজ্জীবিত হোক বাঙালির হৃদয়। সর্বস্ব দিয়ে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে বাঙালি জাতি পিছপা হয়নি কখনো। ৫২-র ভাষা আন্দোলনেও এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি।

বাংলা স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য এবং গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের ট্রেজারার সাইফুল ইসলাম বলেন, 'যে ভাষার জন্য এতো রক্তপাত, যে ভাষা আমাদের করেছে মহান, সে সকল ভাষা শহীদদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।'

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের উদ্যোগে পুর্ব লন্ডনে বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

স্পেন বাংলা প্রেস ক্লাবের নতুন কমিটি গঠন

স্পেনে বাংলা গণমাধ্যমে প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন 'স্পেন বাংলা প্রেস ক্লাব-এর নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। যমুনা টিভি ও চ্যানেল এস-এর স্পেন প্রতিনিধি আফাজ জনিকে সভাপতি এবং বাংলা টিভি'র স্পেন প্রতিনিধি লোকমান হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৬ সদস্যের (২০২৪-২০২৬) এ কমিটির ঘোষণা করা হয়।

গত ২১ ফেব্রুয়ারি স্পেনের বার্সেলোনার পেদ্রো চতুরের একুশে মেলার মঞ্চে আয়োজিত সভায় নতুন কমিটি ঘোষণা করেন প্রেস ক্লাবের উপদেষ্টা ও তিন সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচক কমিটির প্রধান নুরুল ওয়াহিদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নির্বাচক সাহাদুল সুহেদ ও মিরন নাজমুল।

কমিটির সদস্যরা হলেন সভাপতি-আফাজ জনি, সিনিয়র সহ সভাপতিবনি হায়দার মান্না, সহ সভাপতি কবির আল মাহমুদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল আমিন, কোষাধ্যক্ষ ফয়জুল হক, সহ-কোষাধ্যক্ষ লায়েবুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক (বার্সেলোনা) ছালাহ উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক (মাদ্রিদ) মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, গণমাধ্যম এবং তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক মোহাম্মদ মুবিন খান, ক্রীড়া সম্পাদক তৌফিকুর রহমান, সহ ক্রীড়া সম্পাদক মোস্তাক আলী, প্রকাশনা সম্পাদক ছাদিয়ান আহমদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক নিগার হোসাইন,

মহিলা সম্পাদক তারিনা জামান খান কাকন, দপ্তর সম্পাদক তারেক সিদ্দিকী, আন্তর্জাতিক সম্পাদক সালেহ আহমদ, সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক জামিলা করিম, কার্যনির্বাহী সদস্য সাহাদুল সুহেদ, মিরন নাজমুল, ওবায়েদুর রহমান সাদা, ফরহাদ হোসেন সুমন, এখলাছ মিয়া, মোঃ সুমন মিয়া, তুতিউর রহমান, সহযোগী সদস্য কামরুল মোহামেদ, জাফার হোসাইন, একে আজাদ আলী, মামুন রহমান, এসএম ইমরান ইবনে ফারুক আহমেদ।

এক প্রতিক্রিয়ায় প্রেস ক্লাবের নতুন কমিটির সভাপতি আফাজ জনি ও সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন জানান, প্রেস ক্লাবের সাংগঠনিক উন্নয়নকে আরও গতিশীল করার পাশাপাশি সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে স্পেনের বাংলাদেশি কমিউনিটির উন্নয়নে ভূমিকা রাখবেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

লন্ডন বাংলা স্কুলের আয়োজনে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

লন্ডন বাংলা স্কুলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি, শনিবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে এই প্রতিযোগিতায় বিলেতবাসী বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

লন্ডন বাংলা স্কুলের চেয়ারম্যান আনোয়ার শাহজাহানের সভাপতিত্বে এবং জেনারেল সেক্রেটারি তারেক রহমান ছানুর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন সোশ্যাল ট্রাস্টের মেম্বারশিপ সেক্রেটারি আমির হোসেন।

এ সময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর জাহেদ চৌধুরী, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডিপুটি মেয়র ও কেবিনেট মেম্বার ফর এডুকেশন কাউন্সিলর মায়ুম তালুকদার, নিউহ্যাম কাউন্সিলের চেয়ার কাউন্সিলর রহিমা রহমান, বার্কিং ও ডেগেনহাম কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলর ডোনা লুমসডেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন লন্ডন বাংলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক তছউর আলী, রেডব্রিজ কাউন্সিলের কাউন্সিলর ফয়জুর রহমান, বাংলা স্কুলের শিক্ষক প্রফেসর মিছবা কামাল, গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও বোর্ড মেম্বার রুহুল আমিন রুহেল, গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের জেনারেল সেক্রেটারি আব্দুল বাছির, চিলড্রেন এডুকেশন সেন্টারের চেয়ারম্যান জামালুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে লন্ডন বাংলা স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির পক্ষে বক্তব্য রাখেন ভাইস চেয়ারম্যান সালেহ আহমদ, সোশ্যাল ট্রাস্টের ট্রেজারার সাইফুল ইসলাম, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি হাবিবুর রহমান, এডুকেশন সেক্রেটারি আব্দুল বাছিত, স্পোর্টস সেক্রেটারি কবির আহমদ, বোর্ড মেম্বার মাহমুদুর রহমান শানুর, ইসি মেম্বার নজরুল ইসলাম, ইসি মেম্বার মুহিবুল হক, বোর্ড মেম্বার মোস্তাক আহমদ হেলাল, ইসি মেম্বার মোহাম্মদ শামীম আহমদ, বাংলা স্কুলের শিক্ষক নুসরাত আহমেদ, রুজি বেগম প্রমুখ।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর জাহেদ চৌধুরী বলেন, লন্ডন বাংলা স্কুল আমাদের মতো প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য গর্বের একটি প্রতিষ্ঠান। আমি এর প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তাদের প্রতি

কৃতজ্ঞতা জানাই।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মায়ুম তালুকদার বলেন,প্রবাসে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম প্রিয় মাতৃভাষা বাংলা যাতে চর্চা করতে পারে, সে জন্য লন্ডন বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী একটি উদ্যোগ। আমি আশা করব, আপনাদের সবার সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্য অর্জনে সফলতার সাথে এগিয়ে যাবে।

নিউহ্যাম কাউন্সিলের চেয়ার কাউন্সিলর রহিমা রহমান বলেন, মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের তরুণেরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এ দিনেই আমাদের একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের ভিত্তি রচিত হয়েছিল। লন্ডন বাংলা স্কুলের উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সব শিশু এবং তাদের অভিভাকদের জানাই শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।

বার্কিং ও ডেগেনহাম কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলর ডোনা লুমসডেন বলেন, প্রবাসে মাতৃভাষাচর্চাকে আরও সুদৃঢ় করতে এবং মাতৃভূমির সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের সেতুবন্ধ তৈরি করতে নিজের ভাষাশিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি লন্ডন বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্টের নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানান।

লন্ডন বাংলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক তছউর আলী শহিদ দিবসের প্রেক্ষাপটে উপস্থিত সবার প্রতি স্বাধীনতার মর্ম উপলব্ধি এবং সমাজের সমস্ত ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা মুছে শহিদদের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার শপথ নেয়ার আহ্বান জানান।

প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান আনোয়ার শাহজাহান বলেন, লন্ডনে বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে। আমরা সর্বোতভাবে চেষ্টা করছি বিদেশি ভাষা ও সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা আমাদের নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষাশিক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়ার।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক হাসান হাফিজুর রহমান, সাংবাদিক এনাম চৌধুরী, সাংবাদিক নুরুন্নবী আলী, কবি লুৎফুন নাহার, কবি আমির খসরু, কমিউনিটি সংগঠক সুয়েজ মিয়া প্রমুখ।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ৫ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত 'এ গ্রুপ' এবং ১১ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত 'বি গ্রুপে' মোট ৪৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এতে এ গ্রুপে প্রথম তায়িবা চৌধুরী, দ্বিতীয় আনাহিতা রাইদা এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে জুবায়েদ জাহির। বি গ্রুপে প্রথম আজহার হোসেন, দ্বিতীয় আয়মানেত রাহা এবং তৃতীয় হয়েছে তায়্যিবা শাহজাহান।

অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করে লন্ডন বাংলা স্কুলের শিক্ষার্থী হৃদ্য রহমান ও হৃষিত রহমান। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে আয়োজিত আবৃত্তি, হাতের সুন্দর লেখা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা চাঁন মিয়া পাইনাপেল গার্ডেন, ঢাকাদক্ষিণ এর সৌজন্যে অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদি বিজ্ঞপ্তি

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

WHITE HORSE
SOLICITORS & NOTARY PUBLIC
Tel: 020 7118 1778
Mob: 07919 485 316
96 White Horse Lane
London E1 4LR
Web: www.whitehorselaw.com
Fax: 020 7681 3223
Our services:
Immigration
• Family visit Visa
• Spouse visa, fiancée,
• British nationality
• Deportation and Removal matters
• Bail applications
• Asylum
• Human Rights
• Appeal & Judicial Review
• Application for regularising status &
• All EU Immigration matters.
• Plus most areas of law including Housing Disrepair
Specialist in Immigration Law
MD LIAQUAT SARKER (LLB Hons)
Email: liaquat.sarker@whitehorselaw.com

Principal
Solicitor: Muhammad Karim
Authorised & Regulated by the Solicitors Regulation Authority.

এমসিএ'র আয়োজনে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

লন্ডনে মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ) এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো এক মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। ইস্ট লন্ডনের এলএমসি প্রাঙ্গনে সময়ের আগেই জড়ো হতে থাকেন নবীন-প্রবীণ শিল্পী ও সংগীত প্রেমিরা। মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ) আয়োজিত কালচারাল কন্‌ফারেন্সে যোগ দিয়ে ছিলেন ১১ সংগঠনের বিপুল সংখ্যক সাংস্কৃতিক কর্মী। গত শুক্রবার (১ মার্চ) এই সংগীতসন্ধ্যা উপভোগ করেছেন বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ। শিল্পীদের কণ্ঠ লহরিতে মুগ্ধ-আপ্লুত হয়েছেন তারা। তরঙ্গায়িত হয়েছেন বাংলা ভাষার এমন সৃষ্টি সৌকর্যে।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রধান অতিথি ব্যারিষ্টার হামিদ আজাদ একঝাক বাছাই করা শিল্পী নিয়ে কালজয়ী শিল্পী মতিউর রহমান মল্লিকের গানে কণ্ঠ দিলেন। তিনি যে এমন ভালো গাইতে পারেন তা অনেকের জানা ছিল না। প্রাণ খুলে গাইলেন দারুণ মিষ্টি কণ্ঠে। সবার মন ছুঁয়ে গেল।

"পাখির গানে গানে হাওয়ার তানে তানে ঐ নামেরই পাই মহিমা হলে আপনহারা" পংক্তিটি এমন হৃদয় দিয়ে গেয়েছেন, মনটা যেন মুচড় দিয়েছে। আর তখনই উপস্থিত সকলে শিল্পীদের সাথে সুর ধরলেন "ফুলের ঘ্রাণে ঘ্রাণে অলির গুঞ্জরণে ঐ নামেরই গান শুনে মন দেয় যে নীরব সাড়া"। "আকাশ নীলে নীলে মুখর ঝিলে ঝিলে ঐ নামেরই ঝর্ণাধারা আকুল ব্যাকুল পারা"। পুরো গানটাই যেন সকলের মুখস্ত।

এরপর প্রাণবন্ত আসরে চলেছে একের পর এক গান, কবিতা আবৃত্তি, নাটিকা ও মূকাভিনয়। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করে ম্যাসেজ কালচারাল গ্রুপ, ওয়াননেস কালচারাল গ্রুপ, ভিশন কালচারাল গ্রুপ, রেনেসাঁ কালচারাল গ্রুপ, প্রেরণা কালচারাল গ্রুপ, সাইট এন্ড সাউন্ড কালচারাল গ্রুপ, প্রয়াস কালচারাল গ্রুপ, আল হেরা কালচারাল গ্রুপ, থেম্‌স কালচারাল গ্রুপ, ফ্লাওয়ার বাড ও তারান্নুম কালচারাল গ্রুপের শিল্পীবৃন্দ।

তবে সুরের স্রোতে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি কল্পলোকে। জাগিয়েছে চেতনা ও প্রেরণা। কেবল নাটক আর গান নয়, আলোচনাও ছিল শিক্ষনীয়। মুগ্ধতায় ভরপুর। মনের ক্যানভাসে যেন আঁকিয়ে দেয়া সত্য সুন্দরের ছবি।

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ) আয়োজিত কালচারাল কন্‌ফারেন্সে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট ব্যারিষ্টার হামিদ হোসাইন আজাদ বলেছেন, আমাদের সংস্কৃতি হবে প্রশান্তিময় গতিশীল সমাজ গঠনের সংস্কৃতি। এটি বেহায়াপনার উদ্দাম চর্চা নয়, অনৈতিকতার সুড়সুড়ি মাখা গানের চর্চা নয়, স্বার্থপরতার পদলেহী নাটকের মঞ্চায়ন নয়, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতায় পূর্ণ কাব্য গাথা নয়, দানবিকতার উন্মেষ ঘটানোর নগ্ন হাতিয়ার নয়, ইতিহাস বিকৃতির গাল্পিক প্রতিযোগীতাও নয়। বরং আমাদের সংস্কৃতি আত্মিক ও মানবিক মূল্যবোধের উজ্জীবন ঘটানোর সংস্কৃতি, আমাদের সংস্কৃতি সুন্দর ও সাবলীল সমাজ বিনির্মানের সংস্কৃতি, আমাদের সংস্কৃতি সামাজিক ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার সংস্কৃতি, আমাদের সংস্কৃতি ন্যায় ও নৈতিকতার বিকাশ সাধনের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির নৈকট্য প্রতিষ্ঠার সংস্কৃতি।

ব্যারিষ্টার হামিদ দৃঢ়তার সাথে বললেন, আমাদের সংস্কৃতি হবে ফিলিস্তিন ও মিয়ানমার সহ বিশ্বময় নিস্পেষিত মজলুমের পক্ষে উদ্দীপনা সৃষ্টির গান, আমাদের সংস্কৃতি হবে হতাশাগ্রস্থ অসহায় মানুষের মনের আকাশে আশার ধ্রুবজ্যোতি জালানোর গান। পাহাড় বনানী, সাগর নদী আর পাখ পাখালির সুরের তানে আমাদের সংস্কৃতি হবে বিশ্ব জাহানের মালিকের শ্রেষ্টত্বের গান। মহান রবের একত্বের গান।

অনুষ্ঠানটি লাইভ সম্প্রচার করেছে ব্রিটেনের জনপ্রিয় টেলিভিশন ইসলাম চ্যানেল। এছাড়া অনলাইনে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেখেছেন বহু সংখ্যক সঙ্গীতপ্রেমী মানুষ।

এমসিএ'র কালচারাল ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর মনোয়ার হোসেন ও মাহদী হাসান ভূঁইয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল মতিন চৌধুরী। উপস্থিত সকল অতিথি এবং দেশ-বিদেশে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহনকারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অনুষ্ঠানের পরিচালক।

এমসিএ'র কালচারাল কন্‌ফারেন্সে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন লেখক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ। প্রধান অতিথির সাথে প্রতিধ্বনি করে তারাও বলেছেন-এমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমাদের মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাবে। যেটি আলোকিত পৃথিবী গড়ার কথা বাতলাবে। বলবে মানবতার কথা, সামাজিক ঐক্যের কথা, জালিমের বিরূদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদী হওয়ার কথা। বলবে স্বাধীনতার কথা, কোরআনের কথা। চারদিকে ছড়িয়ে দেবে প্রিয়নবীর আদর্শ জীবনের আলোকচ্ছটা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে নিরাপদ বাংলাদেশ চাই ইউকের মানববন্ধন

লন্ডনে নিরাপদ বাংলাদেশ চাই ইউকের আয়োজনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শেখ হাসিনার কবল থেকে বাংলাদেশের গণতন্ত্র রক্ষার দাবিতে গত ৪ মার্চ সোমবার বিকেলে ইস্ট লন্ডনের ঐতিহাসিক আলতাব আলী পার্কে এই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মুসলিম খান। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তলাওয়ালা করে কাওছারুর আম্বিয়া। মানববন্ধন পরিচালনা করেন যৌথভাবে সেক্রেটারী তাহমিদ হোসেন খান ও সহকারী সেক্রেটারী রায়হান আহমদ।

মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ইউরোপের মুখপাত্র বিশিষ্ট গবেষক ব্যারিষ্টার আবু বকর মোল্লা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ছাতক উপজেলার উত্তর খুরমা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারান সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির নেতা নিজাম উদ্দীন, ছাতক উপজেলার সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রাশেদা বেগম ন্যান্সি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আব্দুল আজিজ, সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপি নেতা গোলাম হোসেন শাকিল ও সংগঠনের উপদেষ্টা শামিমুল হক।

মানববন্ধনে আর বক্তব্য রাখেন নিরাপদ বাংলাদেশ চাই ইউকের সহ-সভাপতি মোঃ আসয়াদুল হক, করিম মিয়া, জুবায়ের আহমদ, সহকারী সেক্রেটারী আরিফ আহমদ, সহকারী সেক্রেটারী মোঃ শাহাব উদ্দীন, মোঃ ইকবাল হুসেন, মোঃ হাসনাত আল হাবিব, মোঃ আলম আহমদ, ওলিউর রহমান, মোঃ হেলাল উদ্দীন, মোঃ সাইফ উদ্দীন, জিয়াউল ইসলাম রিফাত, রফিক আহমদ, মোঃ ফরহাদ আলী, কিবরিয়া আহমদ চৌধুরী, আব্দুল ওয়ালি শামীম, মাহফুজুর রহমান খান, মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, মাহবুব সালেহ, কামরুল হাসান নাসিম, মাহফুজুর রহমান, মোহাম্মদ মাজেদ হোসেন, খলিলুর রহমান, মোঃ মঈন উদ্দীন, সুফিয়া পারভীন, ফয়জুল হক, রফি চৌধুরী, সুলতান আহমদ, আবুল কালাম আজাদ, মোঃ মিফতা উদ্দীন, রেজাউল ইসলাম খান, আব্দুল কুদ্দুস, মোঃ ফজল আহমদ, শরিফ আহমদ মোর্শেদ প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa

*Competitive fees
*Excellent service

MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.

37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

EC
STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)

দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে

M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে অনলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

গোলাপগঞ্জ স্যোশাল এন্ড কালচারাল ট্রাস্ট ইউকে'র নির্বাচন সম্পন্ন

গোলাপগঞ্জ স্যোশাল এন্ড কালচারাল ট্রাস্ট ইউকে'র দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা নির্বাচন ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩ মার্চ রবিবার পূর্ব লন্ডনের একটি হলে এই দুই নির্বাচনের পূর্বে অনুষ্ঠিত হয় দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা।

এতে সংগঠনের সহ সভাপতি আব্দুন নূর এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মিছবাহুল হক মাছুম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ মাসুদ আহমেদ। সভায় কয়েকটি প্রস্তাবনার উপর বিপুল সংখ্যক সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অত্যন্ত প্রাণবন্ত একটি সভা শেষে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রস্তাব সর্বসম্মতি?ক্রমে গৃহীত হয়।

২য় পর্বে অনুষ্ঠিত নির্বাচন ও ফলাফল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আলতাফ হোসেন বাইছ। নির্বাচন কমিশনার আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারলের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পপলার লাইমহাউজ আসনের এম পি আফসানা বেগম।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনার আসাদ উদ্দিন, গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাষ্ট ইউকে'র সভাপতি ইসবাহ উদ্দিন, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক সেলিম আহমেদ খান, সাংবাদিক মুসলেহ উদ্দিন, গোলাপগঞ্জ স্যোশাল এন্ড কালচারাল ট্রাস্ট ইউকে'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোহাম্মদ শওকত আলী, গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে'র সাবেক সভাপতি তমিজুর রহমান রঞ্জু, সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্টাতা সদস্য আজিজুস সামাদ, সোনার বাংলা ট্রাভেলস এর স্বত্বাধিকারী লুৎফুর রহমান সায়াদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন ইউকে'র সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক জিলু, গোলাপগঞ্জ স্যোশাল এন্ড কালচারাল ট্রাস্ট ইউকে'র সহ সভাপতি ইকবাল আহমেদ চৌধুরী, সাবেক কাউন্সিলর সাদ চৌধুরী, তারিক খান, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব দিলওয়ার হোসেন লেবু, সংগঠনের উপদেষ্টা আব্দুল বারী নাছির, কামাল উদ্দিন, সালাহ উদ্দিন, শফি রউফ, সালেহ আহমদ, সুয়েজ আহমেদ, মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ, হুমায়ূন

কবির চৌধুরী একলিম, মোঃ সালেহ আহমেদ, রফি আহমদ চৌধুরী শিবা, দিদার আহমদ চৌধুরী, সালেহ আহমদ, মকছুছ আহমেদ জোয়ারদার প্রমুখ।

প্রধান অতিথি আফসানা বেগম এমপি বলেন, গোলাপগঞ্জ স্যোশাল এন্ড কালচারাল ট্রাস্ট ইউকে'র সাথে আমি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, এই সংগঠনটি ভালো কাজ করে যাচ্ছে। ব্রিটেনে ঐতিহ্যবাহী গোলাপগঞ্জ উপজেলার প্রতিনিধিত্ব করতেছে। তিনি বলেন, সংগঠনের প্রত্যেক ট্রাস্টি অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ। আফসানা বেগম এমপি নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দকে ফুল দিয়ে বরণ করে আশা ব্যক্ত করেন ব্রিটিশ বাঙালিদের অধিকার আদায়ে সংগঠনটি জোরালো ভূমিকা পালন করবে।

সভার শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আলতাফ হোসেন বাইছ আগামী ২০২৪/২৫ সালের নতুন কার্যকরী কমিটি ফলাফল ঘোষণা করেন। নতুন কমিটির সভাপতি মোঃ দিলওয়ার হোসেন, সহ সভাপতি মোহাম্মদ শওকত আলী, সহ সভাপতি হেলান উদ্দিন, সহ সভাপতি ইকবাল আহমদ চৌধুরী, সহ সভাপতি মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ, সহ সভাপতি হুমায়ুন কবির চৌধুরী একলিম, সহ সভাপতি ফখরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ আহমেদ জোয়ার্দার, যুগ্ম সম্পাদক তৌফিক আহমেদ টিটু, সহ সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হুদা খান, কোষাধ্যক্ষ কাওসার আহমেদ জগলু, সহকারী কোষাধ্যক্ষ কামরুজ্জামান চাকলাদার, সাংগঠনিক সম্পাদক মকসুদ চৌধুরী, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি কামাল উদ্দিন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো: আলম চৌধুরী, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নাজমিন বেগম, প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি জয়নাল খান, চ্যারিটির সেক্রেটারি সাজারুল ইসলাম সাজন, ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, ক্রীড়া সম্পাদক কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য তমিজুর রহমান রঞ্জু, মোহাম্মদ আজিজুস সামাদ, খন্দকার মহিউদ্দিন খোকন, শাহীন আহমেদ, আব্দুল আহাদ কয়েছ, মকসুস আহমেদ, মিছবাহুল হক মাছুম, বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস মোহাম্মদ আব্দুস শুকুর, আব্দুল কাদির, রফি আহমেদ চৌধুরী শিবা, মোহাম্মদ আখালাকুল আম্বিয়া, সালেহ আহমদ (ঢাকাদক্ষিণ), দিদার আহমেদ চৌধুরী, সালেহ আহমদ(ভাদেশ্বর), রহিম উদ্দিন, মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম বেলাল, সুলেমান হোসেন, দুলাল আহমেদ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের আলোচনা সভা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইউকের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি সেন্টারে এক

সভার আয়োজন করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল মুকিতের সভাপতিত্বে ও ট্রেজারার খান জামাল নুরুল ইসলামের পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা ও কাউন্সিলার আবু তালহা চৌধুরী। বাংলা ভাষার চর্চা ও ব্যবহার শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সাঈদ চৌধুরী।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠণের প্রধান উপদেষ্টা কে এম আবু তাহের চৌধুরী ,সাংবাদিক খালেদ মাসুদ রনি ,ডাঃ গিয়াস উদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক আব্দুল হাই, এ কে এম হান্নান, হাজী আব্দুর রহিম বেগ, আফসার উদ্দিন, আনোয়ার হোসেন শাওন, ফয়সল আহমদ, মইজুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় বক্তারা- ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরে বিদেশে বাংলা ভাষার চর্চা বৃদ্ধির ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন। বক্তারা নতুন প্রজন্মের সন্তানদের সাথে বাংলায় কথা বলা ও বাংলা শিখানোর উপর জোর দেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ছাতক উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের নতুন কমিটি গঠিত

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে ইষ্ট লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল রোডের একটি রেস্টুরেন্টে ছাতক উপজেলা এডুকেশন চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ইউকে'র আহ্বায়ক জামাল উদ্দীন মকদ্দুছ-এর সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম আহ্বায়ক মনছব আলী জেপি, ছানাওর আলী কয়েছ ও ব্যারিস্টার শাহ মিছবাহুর রহমানের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সাধারন সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। এতে সভাপতি নির্বাচিত হন জামাল উদ্দীন মকদ্দুছ, সহ-সভাপতি আহবাব মিয়া (অবসরপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর অব পুলিশ) সহ-সভাপতি আছদ্দর আলী, সহ-সভাপতি নূরুজজামান জামাল, সাধারন সম্পাদক জনাব মনচব আলী জেপি, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক মোঃ ছানাওর আলী কয়েছ ও ব্যারিস্টার শাহ মিছবাহুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ এডভোকেট আমীর উদ্দিন, সহকারী কোষাধ্যক্ষ মোঃ মোশাহিদ আলী,সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ছয়ফুল আলম সুফিয়ান সহ সদস্য হিসেবে জনাব আবদুল মালিক কুঠি,মোঃমজির উদ্দীন, জরীফ উল্লাহ, এমদাদুল হক, মিঠু চৌধুরী, খসরু খান, সরোয়ার হোসেন সূজন, তাহিংরল ইসলাম (আবু তাহের) সবুজ মিয়া, জাহির আলী, আবদুল হান্নান , মোহাম্মদ এমদাদুর রহমান (মুহিদ মিয়া) আবদুল মালিক, বশীর আহমদ, ফাক আহমদ, ফারুক মিয়া, মকসুদ আহমদ, দিলবর আলী, তফজ্জুল আলী, সৈয়দ কমর আলী, মোঃ নজির উদ্দীন, মোঃ আমীর হোসেন, আলা উদ্দীন ,জুবের আহমদ(ফখর), মাহমদ আলী, ডাঃআবদুল হাসিম, শাহ আবদুল গনি (সাবেক চেয়ারম্যান), মাজহার আলী (গয়াছ,) মোঃ নূর উদ্দিন, আবদুল করিম নানু, আনোয়ার আলী, মোংআনছার আলী, মোংছানা মিয়া (জাহাংগীর), মো: আবুল বশর, কামরুল ইসলাম, ময়না মিয়া, আয়েশা খানম, মোঃ মহিব উদ্দীন কে নিয়ে ৪৯ সদস্য বিশিষ্ট ২০২৪-২০২৬ কমিটি গঠন করা হয় ।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওত করেন জরীফ উল্লাহ। উপস্থিত ট্রাস্টিদের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহন করেন জামাল উদ্দীন মকদ্দুছ, মনচব আলী জেপি, আহবাব মিয়া, আছদ্দর আলী, মোঃ ছানাওর আলী কয়েছ, ব্যারিষটার শাহ মিছবাহুর রহমান, এডভোকেট আমীর উদ্দীন, আব্দুর রাজজাক, আবদুল মালিক কুঠি, মোশাহিদ আলী, জরীফ উল্লাহ, নুরুজ্জামান জামাল, ছয়ফুল আলম সুফিয়ান, আব্দুর রাজ্জাক, ফারুক মিয়া, ফারুক আহমদ, দিলবর আলী, সবুজ মিয়া ও তফাজ্জুল আলী সহ অনেকেই।

সভায় ট্রাস্টের পূর্ববর্তী ঘোষনা মোতাবেক ছাতকের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত যুব সমাজের মেধার বিকাশ ও বেকারত্ব দূরীকরনে অতিশীঘ্রই কারিগরী এডুকেশনাল ভকেশনাল ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কার্যক্রম শুরুর মাধ্যমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং সভার পক্ষ থেকে যুক্তরাজ্যে এবং বাংলাদেশে এ প্রকল্প বাচ্চবায়নে সবার সহযোগিতা ও ট্রাস্টের সমৃদ্ধি কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ

জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্টসহ ১০ জনকে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

দেশ ডেস্ক, ৮ মার্চ : দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট এমারসন মানাঙ্গাগওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রতিরক্ষামন্ত্রীসহ অন্যান্য নেতার ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। মানাঙ্গাগওয়ারের কর্মকাণ্ডের কারণে নিষেধাজ্ঞা থেকে বাদ যায়নি তার স্ত্রীও।

এই নিষেধাজ্ঞার ফলে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা তাদের সম্পদ আটকে যাবে এবং সেখানে বেসরকারি উদ্যোগে বা ব্যক্তিগতভাবে ভ্রমণ করতে পারবেন না তারা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট এমারসন মানাঙ্গাগওয়ার পাশাপাশি জিম্বাবুয়ের আরও ১০ জন ব্যক্তি এবং তিনটি ব্যবসার বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। নতুন এই নিষেধাজ্ঞাগুলো একটি বিস্তৃত প্রোগ্রামের স্থালাভিষিক্ত হবে যা দুই দশক আগে চালু হয়েছিল।

হোয়াইট হাউস এক বিবৃতিতে বলেছে, 'আমরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন প্রত্যক্ষ করছি।'

যুক্তরাষ্ট্র প্রথম ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে জিম্বাবুয়ের ওপর অর্থনৈতিক এবং ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রবার্ট মুগাবে এবং অন্যান্য উচ্চ-পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে সেসময় এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। মূলত তাদেরকে দেশে গণতন্ত্রকে দুর্বল করার জন্য অভিযুক্ত করেছিল ওয়াশিংটন। এছাড়া যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যসহ বিভিন্ন দেশ জিম্বাবুয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

এদিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিংকেন ইতোমধ্যেই জিম্বাবুয়েতে 'বহু অপহরণ, শারীরিক নির্যাতন এবং বেআইনি হত্যার ঘটনা' উল্লেখ করেছেন যা মানুষকে 'চরম শঙ্কার' মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে।

পাকিস্তানের ২৪তম প্রধানমন্ত্রী হলেন শেহবাজ শরীফ

দেশ ডেস্ক, ৮ মার্চ : পাকিস্তানের ২৪তম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন পিএমএল-এন দলের শেহবাজ শরীফ। পার্লামেন্টে ২০১ ভোট পেয়েছেন তিনি। অপরদিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী সুন্নি ইত্তেহাদ কাউন্সিলের (এসআইসি) ওমর আইয়ুব পেয়েছেন ৯২ ভোট। এরপর স্পিকার শেহবাজ শরীফকে প্রধানমন্ত্রীর আসন গ্রহণ করার আহ্বান জানান। সেখানে গিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন শেহবাজ।

জিও টিভি জানিয়েছে, শেহবাজ ভাষণ শুরু করার পর পার্লামেন্টের মধ্যে হৈচৈ শুরু করেন এসআইসি আইনপ্রণেতারা। প্রধানমন্ত্রী হতে শেহবাজ পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি), মুত্তাহিদা কওমি মুভমেন্ট-পাকিস্তান (এমকিউএম-পি), পাকিস্তান মুসলিম লীগ-কায়েদ (পিএমএল-কিউ), বেলুচিস্তান আওয়ামী পার্টি (বিএপি), পাকিস্তান মুসলিম লীগ-জিয়া (পিএমএল- জেড), ইস্তেহাকাম-ই-পাকিস্তান পার্টি (আইপিপি) এবং ন্যাশনাল পার্টির (এনপি) সমর্থন পেয়েছেন।

ভোটের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমিয়ত উলেমা-ই-ইসলাম-ফজল (জেইউআই-এফ) দলের সদস্যরা পার্লামেন্ট থেকে ওয়াক আউট করেন। অপরদিকে বেলুচিস্তান ন্যাশনাল পার্টির সরদার আখতার মেঙ্গল তার ভোট না দিয়ে ভোট প্রক্রিয়া চলাকালীন তার আসনে বসে থাকেন।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিজের ভাষণের শুরুতে পিএমএল-এন সুপ্রিমো নওয়াজ শরীফকে ধন্যবাদ জানান। তাকে প্রধানমন্ত্রী হতে সমর্থন দেয়ায় তিনি পিপিপি ও এমকিউএম-পি সহ তার সহযোগী দলগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার ইতিহাস তুলে ধরেন এবং পিপিপি দলের প্রতিষ্ঠাতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর 'বিচারিক

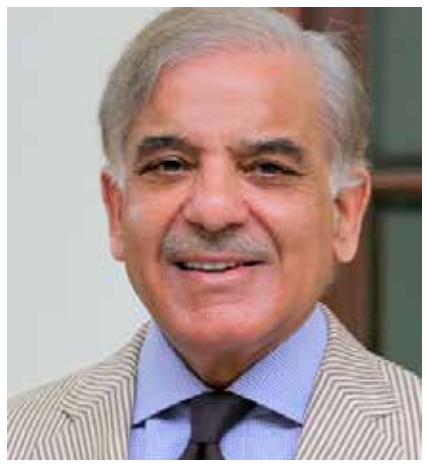

হত্যার' জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। এরপর গণতন্ত্রের জন্য চূড়ান্ত মূল্য দেয়ার জন্য তার কন্যা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তিনি।

কোনো নাম না নিয়েই শেহবাজ পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের ক্ষমতাকালীন সময়ের সমালোচনা করেন।

বিরাজমান সংকট থেকে দেশকে বের করে আনার জন্য তার সরকারের পরিকল্পনার বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন শেহবাজ। তিনি বলেন, দেশের ভাগ্য পরিবর্তন করতে এবং চ্যালেঞ্জগুলো কাটিয়ে উঠতে সর্বস্তরের মানুষকে একত্রিত হতে হবে। দেশ অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি জানিয়ে পিএমএল-এন নেতা বলেন, দেশে যে ১২ হাজার ৩০০ বিলিয়ন রুপি আয় হয়, তারমধ্যে ৭ হাজার ৩০০ বিলিয়ন রুপি জাতীয় অর্থ কমিশন প্রদেশগুলোকে দিয়ে দেয়। এরপর আছে ৮ হাজার বিলিয়ন রুপির বিশাল সার্ভিস চার্জ। সরকার এতেই সাত হাজার বিলিয়ন রুপির ঘাটতিতে চলছে। তাহলে উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে টাকা আসবে কোথা থেকে? সশস্ত্র বাহিনী ও সরকারি কর্মচারীদের বেতন হবে কোথা থেকে? এতদিন বছরের পর বছর ধরে ঋণের মাধ্যমে এসব ব্যয় বহন করা হয়েছে। এটি আজ দেশের সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ।

কৃষি খাতকে অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে অভিহিত করে শেহবাজ বলেন, তার সরকার কৃষকদের ভর্তুকি দেবে এবং তাদের জন্য একটি সোলার টিউব কর্মসূচি চালু করবে। তিনি ঘোষণা করেন, গত ৯ই মে'র দাঙ্গার অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা হবে। তবে যারা ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল না, তাদের বিরক্ত করা হবে না। ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে উদ্দীপিত করার জন্য সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেন, সরকার কঠোর, অপ্রচলিত আইন ও প্রবিধানগুলো বাতিল করবে। রপ্তানি বৃদ্ধিতে এক্সপোর্ট জোনগুলোর মধ্যে একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলোর সঙ্গে কাজ করবেন তিনি।

জনপ্রিয়তা জরিপে বাইডেনের চেয়ে এগিয়ে ডোনালড ট্রাম্প

দেশ ডেস্ক, ৮ মার্চ : নিউইয়র্ক টাইমস/সিয়েনা কলেজ জরিপের তথ্য অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের চেয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা বেড়েছে ৪ শতাংশ। গত শনিবার প্রকাশিত এ জরিপ রিপোর্ট

অনুযায়ী এক্ষুনি যদি নির্বাচন হয়, তাহলে ৪৮ শতাংশ ভোটার ট্রাম্পকে ভোট দেবেন।

জরিপ অনুযায়ী, জো বাইডেনের পক্ষে ভোট প্রদানের কথা জানিয়েছেন ৪৪ শতাংশ আমেরিকান। নির্বাচনের ৯ মাস আগে পরিচালিত এই জরিপে বাইডেনের জনপ্রিয়তা হ্রাসের যুক্তি হিসেবে বলা হচ্ছে, হামাস-ইসরায়েলের যুদ্ধ পরিস্থিতি সামলাতে তিনি চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছেন। ইমিগ্রেশন ইস্যুতেও সঠিক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হননি। বয়সের ব্যাপারটিও রয়েছে।

উল্লেখ্য, এই জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৪৭ শতাংশ বাইডেনের নেতৃত্বে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। এর আগে নিউইয়র্ক টাইমস-সিয়েনা কলেজ পরিচালিত আর কোনো জরিপেই প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রতি এত বেশি আমেরিকানের বিরূপ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেনি। এ জরিপ ফলাফল প্রসঙ্গে বাইডেনের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যোগাযোগ বিষয়ক পরিচালক মাইকেল টেইলার বলেছেন, জরিপ পরিচালনাকারীরা সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে অতিরিক্ত মূল্যায়ন করেছেন। বাইডেনকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। এটা জরিপের সত্যিকারের প্রতিফলন নয়। সে জন্য আমরা এই জরিপ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না।

প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন অবৈধ: পিটিআই

দেশ ডেস্ক, ৮ মার্চ : পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনকে 'অবৈধ' ঘোষণা করেছেন পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) দলের প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী ওমর আইয়ুব খান। রোববার দেশটির জাতীয় পরিষদের অধিবেশন চলাকালীন এমন মন্তব্য করেন তিনি। খবর দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন।

এদিনই পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন। নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জয়লাভ করেন পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএলএম-এন) দলের সভাপতি শাহবাজ শরিফ।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে নবগঠিত জোট সরকারের তীব্র সমালোচনা

করেছেন ওমর আইয়ুব খান। এই সরকারকে একটি 'ফ্যাসিবাদী' শাসন হিসেবে বর্ণনা করেছেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, এটি ছিল একটি 'অন্যায্য নির্বাচনি অনুশীলন'। আমাদের যে আসন পাওয়া উচিত ছিল তা আমরা পাইনি। আর তাই স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার এবং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন অবৈধ হয়ে গেছে।'

জোট সরকারের সদস্যদের ফরম-৪৭ এর 'সুবিধাভোগী' হিসেবে বর্ণনা করেছেন ওমর আইয়ুব খান। বলেছেন, 'ফরম -৪৫ অনুযায়ী ফল ঘোষণা করা হলে পিটিআই জাতীয় পরিষদে ১৮০টি আসন লাভ করতো।'

জাতীয় পরিষদের অধিবেসনে ওমর আইয়ুব খান নওয়াজ শরিফের দলকে ইঙ্গিত করে আরও বলেন, 'আপনি আমাদের কাছ থেকে আমাদের নির্বাচনি প্রতীক ছিনিয়ে নিয়েছেন। আপনি ফরম-৪৫ এর ফল ছিনিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আমরা টিকে আছি। এবং ইমরান খান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ না নেওয়া পর্যন্ত আমরা টিকে থাকব।'

পশ্চিম আফ্রিকার বুরকিনায় হামলায় নিহত কমপক্ষে ১৭০

দেশ ডেস্ক, ৮ মার্চ : পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোতে হামলায় অন্তত ১৭০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। নিহতদের মধ্যে বহুসংখ্যক নারী ও শিশু রয়েছে।

সহিংসতায় বিধ্বস্ত আফ্রিকার এই দেশটির তিনটি গ্রামে হামলা চালানো হলে এ ঘটনা ঘটে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে। তবে হামলার পেছনে কোন গোষ্ঠী জড়িত তা জানা যায়নি।

দেশটির একজন পাবলিক প্রসিকিউটরের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বুরকিনা ফাসোর তিনটি গ্রামে হামলা চালিয়ে নারী ও শিশুসহ প্রায় ১৭০ জনকে হত্যা করা হয়েছে। কমসিলগা, নর্ডিন এবং সোরো নামে তিনটি গ্রামে হামলা চালিয়ে এই হত্যাকাণ্ড ঘটনানো হয়।

এই ঘটনায় আক্রমণকারীদের খুঁজে বের করতে সাহায্য করার জন্য সাক্ষীদের এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছেন অ্যালি বেঞ্জামিন কুলিবালি নামের ওই প্রসিকিউটর।

দেশটির সেনাবাহিনী ২০২২ সালে ক্ষমতা দখল করে। তবে বুরকিনা ফাসোর এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি এলাকা বিদ্রোহীরা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কুলিবালি বলেছেন, তিনি গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ইয়াতেঙ্গা প্রদেশে গ্রামে হামলার ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছেন। সম্প্রতি দেশটির একটি গির্জার পাশাপাশি একটি মসজিদ এবং সেনা ঘাঁটিতে হামলার ঘটনা ঘটে। এর আগে শুক্রবার দেশটির সেনাপ্রধান 'জঙ্গি'দের আত্মঘাতী হামলার ঝুঁকি বাড়ার কারণে সৈন্যদের সতর্ক থাকার জন্য বলেছিলেন।

আগামী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী বাছাই

‘বৃদ্ধ’ বাইডেন বাদ, পছন্দের প্রার্থী মিশেল ওবামা!

দেশ ডেস্ক, ৮ মার্চ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ফার্স্ট লেডি মিশেল ওবামা, আমেরিকার আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী হিসেবে বেশিভাগের পছন্দ বলে জানা গেছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে বেশিভাগই চাইছেন যাতে আসন্ন নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বদলে মিশেল ওবামা প্রার্থী হন।

অর্ধেকের বেশি ডেমোক্র্যাট, যারা রাসমুসেন রিপোর্টের সমীক্ষায় ভোট দিয়েছেন, তারা মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়াই করার জন্য বাইডেন ছাড়া অন্য কাউকে তাদের পছন্দ হিসেবে জানিয়েছেন।

সমীক্ষা করা প্রায় ৪৮ শতাংশ ডেমোক্র্যাট বলেছেন যে তারা ‘নভেম্বরে নির্বাচনের আগে জো বাইডেনের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য অন্য প্রার্থী খোঁজার’ বিষয়ে অনুমোদন করেছেন। অন্যদিকে ৩৮ শতাংশ বিষয়ে অন্য কথা বলেছেন।

মাত্র ৩৩ শতাংশ ডেমোক্র্যাট বিশ্বাস করেন যে ব্যালট পরিবর্তন হবে।

৮১ বছর বয়সী জো বাইডেনকে প্রতিস্থাপন করতে বিভিন্ন নামের মধ্যে মিশেল ওবামা প্রায় ২০ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। অন্য প্রার্থীরা ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস, সাবেক সেক্রেটারি অফ স্টেট হিলারি ক্লিনটন, ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গেভিন নিউজম এবং মিশিগানের গভর্নর গ্রেচেন হুইটমার।

কমলা হ্যারিস প্রায় ১৫ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। যেখানে ১২ শতাংশ হিলারি ক্লিনটন এবং ডোনালড ট্রাম্পের মধ্যে পুনরায় ম্যাচের পক্ষে রয়েছেন।

মিশেল ওবামাকে অনুরোধ করা হয়েছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা বিবেচনা করার জন্য।

২০২৪ সালের মার্কিন নির্বাচনে জো বাইডেন এবং ডোনালড ট্রাম্পের মধ্যে ফের একটি হতে চলেছে তা প্রায় নিশ্চিত।

বাইডেন জোর দিয়ে বলেছেন যে তিনিই সেরা এবং যোগ্য প্রার্থী। যদিও বিভিন্ন সমীক্ষাগুলো ইঙ্গিত করছে যে তার বয়শের কারণে ভোটারদের কাছে তার জনপ্রিয়তা কমছে।

চীনে ‘রাবার স্ট্যাম্প’ পার্লামেন্ট শুরু

দেশ ডেস্ক, ৮ মার্চ : চীনের বার্ষিক ‘রাবার স্ট্যাম্প’ অধিবেশন বেইজিংয়ে শুরু হয়েছে। সোমবার বিকাল ৩টায় (স্থানীয় সময়) গ্রেট হলে চীনা পিপলস পলিটিক্যাল কনসালটেটিভ কনফারেন্সের (সিপিপিসিসি) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। দেশটির প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং দলের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন। ১০ মার্চ পর্যন্ত চলবে অধিবেশন। অর্থনৈতিক সংকট ও উচ্চ যুব বেকারত্ব এই বছরের ‘দুই অধিবেশন’র মূল পটভূমি হিসাবে কাজ করবে।

চীনের সংসদ-সদস্য এবং রাজনৈতিক উপদেষ্টারা প্রতি বছরের মার্চে বেইজিংয়ে দুটি সমান্তরাল বৈঠকের জন্য জড়ো হন। যাকে লিয়াংহুই অথবা ‘দুই অধিবেশন’ বলা হয়। চীনের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় সংস্থা জাতীয় গণকংগ্রেস (এনপিসি) ও সিপিপিসিসির জাতীয় কমিটির বার্ষিক অধিবেশন একত্রে ডাকা হয়। তবে প্রতি বছর সিপিপিসিসির অধিবেশন আগে শুরু হয়। এর দু-একদিন বাদে শুরু হয় এনপিসির অধিবেশন। এবারও একই নিয়ম। সিপিপিসিসির অধিবেশন শুরু হয়েছে সোমবার। এনপিসির অধিবেশন শুরু হবে মঙ্গলবার। সিপিপিসিসির অধিবেশন শেষও হয় এনপিসির অধিবেশনের আগেই। গ্রেট হলে সপ্তাহব্যাপী চলতে থাকে অধিবেশনগুলো। এনপিসি এবং সিপিপিসিসির নেতারা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের নেতৃত্বাধীন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সেখানে যোগ দেন। শির প্রস্তাবিত কোনো বিল অথবা সিদ্ধান্ত সংসদে প্রত্যাখ্যান করা হয় না। যুক্তি উপস্থাপন ছাড়াই পরিকল্পনাগুলোকে মেনে নেওয়া হয়। যে কারণে এটিকে রাবার-স্ট্যাম্প পার্লামেন্ট হিসাবে অভিহিত করা হয়।

এ অধিবেশনে চীনের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। চীনের রাজনৈতিক অভিজাতদের পাশাপাশি ব্যবসা, প্রযুক্তি, মিডিয়া এবং শিল্পকলার নেতাদেরও একত্রিত করে। এ বছরের ইভেন্টটিতে চীনের পিছিয়ে থাকা অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা করার বিষয়গুলো গুরুত্ব দেওয়া হবে।

বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চলমান ধারা বজায় রাখতে এবারের দুই অধিবেশনে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা পাওয়া যাবে। সান আন্তোনিওর ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসের ড. জন টেলর বলেছেন, শি প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের বিকাশ ও বাণিজ্যিকীকরণ, ডিজিটাইজেশন, এবং উচ্চপর্যায়ের উৎপাদনকে কেন্দ্র করে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ওপর জোর দেওয়ার কথাও উল্লেখ করবেন।

ক্রিমিয়া হামলার পেছনে জার্মানি গোপন আলোচনা ফাঁস, ক্ষেপেছে রাশিয়া

দেশ ডেস্ক, ৮ মার্চ : ক্রিমিয়া হামলার পেছনে রয়েছে জার্মানি। ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাধর এ বন্ধুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এবার এই বিস্ফোরক অভিযোগ আনল রাশিয়া। শুধু অভিযোগই নয়, জার্মানির বিমানবাহিনীর কর্মকর্তাদের মধ্যে গোপন আলোচনার অডিও ফাঁস করে এবার সে কথাই প্রমাণ করল রাশিয়া। গত কয়েক দিন ধরেই এ নিয়েই প্রবল বিতর্ক চলছে দেশ দুটিতে। সে আগুনে এবার ঘি ঢালল মস্কো।

শুক্রবার রাশিয়ার সোশ্যাল মিডিয়ায় জার্মান অফিসারদের আলোচনার ৩৮ মিনিটের একটি রেকর্ডিং পোস্ট ভাইরাল হয়েছে। যেখানে উচ্চপদস্থ জার্মান সামরিক কর্মকর্তারা টরাস ক্ষেপণাস্ত্র (৫০০ কিলোমিটার দূরে পৌঁছাতে পারে) দিয়ে রুশ অধিকৃত ক্রিমিয়ার সেতুতে হামলার পরিকল্পনা করার জন্য যুক্তরাজ্যের সাহায্য চাওয়ার বিষয়ে আলোচনা করতে শোনা যায়।

অডিওতে আরও শোনা যায়, জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টোরিয়াস ইউক্রেনে দূরপাল্লার টরাস ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। কিভাবে এই ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে রাশিয়ার কার্চ সেতুতে (ক্রিমিয়া সেতু) আঘাত হানা যায় সে বিষয়েও আলোচনা করছেন তারা। কর্মকর্তারা (এয়ার ফোর্স কমান্ডের অপারেশনস অ্যান্ড এক্সারসাইজ ডিপার্টমেন্টের প্রধান ফ্রাঙ্ক গ্রেফ, এয়ার ফোর্স ইনস্পেকটর ইঙ্গো গেরহার্টজ এবং স্পেস কমান্ডের এয়ার অপারেশন সেন্টারের দুই কর্মী) বলেছেন, ১০০টি এই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র দুটি ধাপে স্থানান্তর করা যেতে পারে।

ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন, রেকর্ডিং থেকে পরিষ্কারভাবে এটাই প্রমাণিত হয় যে রাশিয়ার ভূখণ্ডে হামলার পরিকল্পনা নিয়ে বিশেষ আলোচনা চলছে। রাশিয়ার রাজনীতিবিদরা বলেছেন, এই অডিও প্রমাণ করে তাদের দেশের সব থেকে বড় শত্রু আগে থেকেই এই হামলার পরিকল্পনা করছিল। রাশিয়ার নিরাপত্তা পরিষদের ডেপুটি হেড দিমিত্রি মেদভেদেভ বলেছেন, আমাদের বহু পুরোনো শত্রু নতুন করে আবারও আমাদের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। তার টেলিগ্রাম চ্যানেলে নাৎসি জার্মানির প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে এ কথা বলেন।

তবে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ শুরুতে এ বিষটি অস্বীকার করলেও শনিবার বলেছেন, এটি খুবই গুরুতর একটি বিষয়। এ কারণে এই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ গোটা ঘটনার তদন্ত করছে বলেও জানিয়েছেন ওলাফ। যে কথোপকথন ফাঁস করা হয়েছে, তার মধ্যেও চালাকি করে কোনো পরিবর্তন আনা হয়েছে কিনা, সেই প্রশ্নও উঠছে দেশটিতে।

এদিকে জার্মানির এমন ষড়যন্ত্রের বিষয়টি প্রকাশ্যে চলে আসায় এ নিয়ে দেশটির কাছে যথাযথ ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছেন রাশিয়া। রাশিয়ান সংবাদ সংস্থাগুলো জানিয়েছে, অডিও ফাঁসের পর সোমবার জার্মান রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা। ইতোমধ্যেই জার্মান রাষ্ট্রদূত রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছেছেন বলে জানিয়েছে রাশিয়ার রাষ্ট্রচালিত সংস্থা আরআইএ নভোস্তি।

২০১৪ সালে ক্রিমিয়া দখলে নেয় রাশিয়া। এরপর এ অঞ্চলের উন্নয়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে আজভ সাগরের ওপর দিয়ে তৈরি করে কার্চ সেতু। ২০২২ সালের আগে এ সেতুটিই ছিল ক্রিমিয়ার সঙ্গে রাশিয়ায় বাকি অংশের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম।

ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের শুরুর দিকে এই সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রথম দিকে রাশিয়া তার বিশাল সেনাবাহিনীকে ইউক্রেনে পাঠাতে এই সেতু ব্যবহার করেছে। পরে ক্রিমিয়ার সঙ্গে ল্যান্ড করিডোর স্থাপিত হওয়ার পর থেকে সেনা মোতায়েনের জন্য এককভাবে আর এই সেতুর ওপর নির্ভর করতে হয়নি।

রমজানের প্রস্তুতির এই তো সময়

মুহাম্মদ মনজুর হোসেন খান

দরজায় কড়া নাড়ছে পবিত্র রমজান মাস। আর মাত্র কয়েকদিন পেরোলেই শুরু হবে রমজান। এখনই রমজানের প্রস্তুতিতে বিশেষ কিছু আমলের বাস্তবায়ন খুবই জরুরি। মুমিনদের মনে রাখতে হবে, রমজান ভোগ, পণ্য মজুত বা বাড়তি মুনাফায় ব্যবসা-বাণিজ্যের মাস নয়, বরং রমজান হলো কুরআন নাজিলের মাস, সংযমের মাস এবং ত্যাগের মাস। এ মাস ইবাদত-বন্দেগির মাস। আল্লাহর রহমত বরকত মাগফিরাত নাজাত ও যাবতীয় কল্যাণ লাভের মাস। তাই এ মাসের আগমনের আগে মুমিন মুসলমানের বিশেষ কিছু করণীয় রয়েছে। সেজন্য এখন থেকে প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি। হজরত মুয়াল্লা ইবনে ফজল (রহ.) নামে এক বিখ্যাত তাবেয়ি বলেন, 'সালাফে সালেহিনরা রমজানের ৬ মাস আগে থেকে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন-'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের রমজান পর্যন্ত হায়াত দান করুন। আর রমজান শেষে তারা বাকি ৬ মাস দোয়া করতেন-হে আল্লাহ! রমজানে যা আমল করেছি; তা আপনি কবুল করে নিন।' নিম্নে মুমিনের রমজানের প্রস্তুতির একটি ছোট তালিকা পেশ করা হলো-

তাওবা-ইসতেগফার

রমজানের আগের সব গোনাহ থেকে তাওবা ইসতেগফার করতে হবে। কোনো অন্যায়কারী যদি ভাবে যে, রমজান চলে এসেছে, আর আমার সব গোনাহ এমনিতেই ক্ষমা হয়ে যাবে। বাস্তবে বিষয়টি এমন নয় বরং আগে থেকে তাওবা-ইসতেগফার করে রমজানের যাবতীয় কল্যাণ লাভে নিজেকে প্রস্তুত করা খুবই জরুরি। আর তাতে আল্লাহতায়ালা ওই বান্দার আগের সব গোনাহ মাফ করে দিয়ে রমজানের যাবতীয় কল্যাণ দিয়ে জীবন সুন্দর করে দেবেন। এ জন্য বান্দা বেশি বেশি পড়বে : আল্লাহুম্মাগফিরলি, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন।

রমজানের কল্যাণের স্মরণ

বরকতময় মাস রমজান সম্পর্কে কুরআন-সুন্নায় যেসব ফজিলত মর্যাদা ও উপকারিতার বর্ণনা রয়েছে, রমজান শুরু হওয়ার আগেই সেসব সম্পর্কে জেনে নেওয়া। সেসব উপকার পেতে কুরআন-সুন্নাহর দিকনির্দেশনাগুলো মেনে চলার প্রস্তুতি নেওয়া। রমজান আসছে, মানসিকভাবে বারবার এ কথার স্মরণ ও নেক আমলের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে এ দোয়াটি বেশি বেশি করা-আল্লাহুম্মা বাল্লিগনা রামাদান। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের রমজান পর্যন্ত পৌঁছে দিন। অর্থাৎ রমজান পর্যন্ত হায়াত দান করুন।'

মানসিক প্রস্তুতি

রমজান মাসে পরিপূর্ণ সাওয়াব ও ক্ষমা পেতে মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। জীবনভর যত গোনাহ করেছি এ রমজানে সেসব গোনাহ বা অন্যায় থেকে পরিপূর্ণ ক্ষমা পেতে হবে। সবচেয়ে বেশি সাওয়াব পেতে হবে। রমজান শুরু হওয়ার আগে এ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা জরুরি।

আফসোসের বিষয়! অনেক সময় পূর্বপ্রস্তুতি না থাকার কারণে রমজান পেয়েও মুমিন মুসলমান পরিপূর্ণ সাওয়াব ও ক্ষমা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। প্রতিজ্ঞা এমনভাবে করা যে, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা নিজের কাজ যেমনই হোক, আমি আমার বিগত জীবনের সবে গোনাহ থেকে নিজেকে মাফ করিয়ে নেব। আমার প্রতি আল্লাহকে রাজি-খুশি করিয়েই ছাড়ব ইনশাআল্লাহ।

কাজা রোজা আদায় করা

রমজান শুরু হওয়ার আগে বিগত জীবনে অসুস্থ হওয়ার কারণে বা সফরের কারণে রমজানের ফরজ রোজা কাজা হয়ে থাকলে তা যথাযথভাবে আদায় করে নেওয়া। বিশেষ করে মা-বোনদের ভাংতি রোজা রাখতে পারে। তাই রমজানের আগে শাবান মাসের এ সময়ে কাজা রোজা আদায় করে নেওয়া। এতে দুটি ভালো আমল বাস্তবায়িত হবে-প্রথমটি : রমজানের ফরজ আমলের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। বিগত জীবনের কাজা রোজা আদায় হবে। রমজানের রোজা পালনের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। দ্বিতীয়টি : সুন্নাতের অনুসরণ হবে। রমজানের আগের মাস শাবানে প্রিয় নবি (সা.) বেশি বেশি নফল রোজা রাখতেন। রমজানের প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। কাজা রোজা আদায় করার মাধ্যমে সুন্নাতের অনুসরণও হয়ে যাবে।

শিরক থেকে মুক্ত থাকা

আল্লাহতায়ালা রমজান মাসে অনেক মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। তবে এ সাধারণ ক্ষমা সবার ভাগ্যে জোটে না। কেননা এ ক্ষমা পেতে হলে দুটি কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। তা হলো শিরক থেকে মুক্ত থাকা। আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শিরক না করা। কেউ ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছায়, ছোট বা বড় শিরক করে থাকলে রমজান আসার আগেই তা থেকে তাওবা-ইসতেগফারের মাধ্যমে ফিরে আসা। কারও প্রতি কোনো বিষয়ে হিংসা না করা। কারণ হিংসা মানুষের সব নেক আমলকে সেভাবে জালিয়ে দেয়; যেভাবে আগুন কাঠকে জালিয়ে দেয়। তাই হিংসা পরিহার করে মনকে ক্ষমা লাভে স্বচ্ছ রাখা।

রোজার নিয়ম-কানুন জানা

রমজান মাস আসার আগে রোজা পালনের মাসআলা-মাসায়েল তথা নিয়ম-কানুনগুলো ভালোভাবে জেনে নেওয়া জরুরি। আর তাতে রমজানের রোজা নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচা যাবে। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।

২৪ ঘণ্টার রুটিন করা

রমজানজুড়ে যে কাজেই থাকুক না কেন, পুরো সময়টি কোন কোন কাজে কীভাবে ব্যয় হবে তার একটি সম্ভাব্য রুটিন তৈরি করে নেওয়া। আগাম রুটিন থাকলে রমজানে চরম ব্যস্ততার মাঝেও নেক আমলসহ অন্য কাজগুলোও ইবাদতের মধ্যেই কেটে যাবে। এক কথায় সব কাজের তালিকা করে নেওয়া।

রমজানের চাঁদের অনুসন্ধান

শাবান মাসের ২৯ তারিখ সন্ধ্যায় চাঁদের অনুসন্ধান করা সুন্নাত। মুছে যাওয়ার পথে থাকা এ সুন্নাতটিকে আবারও জীবিত করার পূর্বপরিকল্পনা গ্রহণ করা। বর্তমান সময়ে চাঁদ দেখা (হেলাল) কমিটির দিকে তাকিয়ে থাকা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। আবার অনেকে মোবাইল বা রেডিও টিভির সংবাদের অপেক্ষা করেন। এতে চাঁদ দেখা এবং দোয়া পড়ার সুন্নাতটি থেকে বঞ্চিত হয় মুমিন মুসলমান। তা থেকে বেরিয়ে এসে চাঁদ অনুসন্ধান করার সুন্নাতটি জীবিত করার সর্বাত্মক পূর্বপ্রস্তুতি রাখা।

যারা রহমতের মাস রমজানের নতুন চাঁদ দেখবে তারা বিশ্বনবি (সা.)-এর পড়া সেই দোয়াটিও পড়বে। যেখানে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রার্থনা রয়েছে। হাদিসে এসেছে-হজরত তালহা ইবনু ওবায়দুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন বলতেন-আল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ইমানি ওয়াস্সালামাতি ওয়াল ইসলামি ওয়াত্তাওফিকি লিমা তুহিব্বু ওয়া তারদা রাব্বুনা ওয়া রাব্বুকাল্লাহ। আল্লাহ মহান, হে আল্লাহ! এ নতুন চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা, ইমান, শান্তি ও ইসলামের সঙ্গে উদয় কর। আর তুমি যা ভালোবাস এবং যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও, সেটাই আমাদের তাওফিক দাও। আল্লাহ তোমাদের এবং আমাদের প্রতিপালক।' (তিরমিজি, মিশকাত)।

রমজানের চাঁদ দেখলে কিংবা দেখার খবর শুনলেই হৃদয়ের গভীর থেকে আল্লাহর কাছে মুমিনের আকুতিভরা প্রার্থনা হবে এমন-আল্লাহুম্মা সাল্লিমনি লি রমাদান, ওয়া সাল্লিম রামাদানা লি, ওয়া তাসলিমাহু মিন্নি মুতাক্বাব্বিলা।' (তাবারানি)।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে শান্তিময় রমজান দান করুন। রমজানকে আমার জন্য শান্তিময় করুন। আমার জন্য রমজানকে শান্তিময় করে দিন। রমজানের শান্তিও আমার জন্য কবুল করুন।

বেশি বেশি দোয়া

রমজানের আগে আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা করা। হে আল্লাহ! আমি যতই চেষ্টা করি, তোমার তাওফিক বা ইচ্ছা না থাকলে আমি যেমন রমজান পাব না। আবার রমজান পেলেও বরকত লাভে সক্ষম হব না। সুতরাং রমজান ও রমজানের নেক আমল করার ক্ষমতা তোমার কাছে চাই। হে আল্লাহ! রমজানে যত মানুষ সৌভাগ্যবানদের কাতারে নাম লেখাবে, তাদের কাতারে আমাকেও শামিল কর; হে রাব্বুল আলামিন।

রাসূল (সাঃ) শাবান মাসে যেভাবে রমজানের প্রস্তুতি নিতেন

মুফতি ইবরাহীম আল খলীল

হিজরি চান্দ্রবর্ষের অষ্টম মাস হলো শাবান মাস। আরবি এ মাসের পূর্ণ নাম হলো 'আশ শাবানুল মুআজজম' অর্থাৎ মহান শাবান মাস। এ মাস বিশেষ মর্যাদা ও ফজিলতপূর্ণ। তাতে করণীয় আমল রয়েছে অনেক। আমাদের জন্য মর্যাদা ও করণীয় তা-ই হবে যা রাসূলুল্লাহ সা: করে দেখিয়ে গেছেন। আমাদের জীবনে অনুসরণীয় তা-ই হবে যা রাসূল, সাহাবি ও পূর্ববর্তী সালফে সালেহিন করে গেছেন। রাসূলুল্লাহ সা: শাবান মাসের দিনগুলো কিভাবে কাটাতেন? রমজানের প্রস্তুতি কিভাবে গ্রহণ করতেন?

হাদিসের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা দেখতে পাই, নবী করিম সা: শাবান মাসের গুরুত্ব, মাহাত্ম্য ও তাৎপর্যের বিবেচনায় এ মাসে অধিক হারে নফল ইবাদত-বন্দেগি করতেন। রমজানুল মুবারকের মর্যাদা রক্ষা ও হক আদায়ের অনুশীলনের জন্য রাসূলুল্লাহ সা: শাবান মাসে বেশি বেশি রোজা পালন করতেন। এ সম্পর্কে হজরত আনাস রা: বলেছেন, নবী করিম সা:-কে জিজ্ঞেস করা হলো- 'আপনার কাছে মাহে রমজানের পর কোন মাসের রোজা উত্তম, তিনি বললেন, রমজান মাসের সম্মান প্রদর্শনের জন্য শাবানের রোজা উত্তম।' (তিরমিজি)

রাসূলুল্লাহ সা: রজব ও শাবান মাসব্যাপী এ দোয়া বেশি বেশি পড়তেন- 'আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজবা ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান।' অর্থ- হে আল্লাহ রজব ও শাবান মাসে আমাদেরকে বরকত দান করুন এবং (হায়াত বৃদ্ধি করে) আমাদেরকে রমজান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিন। (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ-২/১৬৫)

রজব মাসে ইবাদতের মাধ্যমে মনের ভূমি চাষ করা। শাবান মাসে আরো বেশি ইবাদতের মাধ্যমে মনের জমিতে বীজ বপন করা। আর রমজান মাসে সর্বাধিক ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে সফলতার ফসল ঘরে তোলা। সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, রাসূলুল্লাহ সা: প্রায় পুরো শাবান মাসই রোজা রাখতেন। রমজানের পর এই একটি মাসেই তিনি সবচেয়ে বেশি রোজা রাখতেন। উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা:-কে শাবান মাসের মতো এত বেশি নফল রোজা রাখতে আর কোনো মাসে দেখিনি। তিনি প্রায় পুরো শাবানেই রোজা রাখতেন।' (বুখারি-১/২৬৪)

অন্য এক হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা: বছরের কোনো মাসে শাবানের চেয়ে বেশি (নফল) রোজা রাখতেন না। মুসলিম-১/৩৬৫) উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে সালামা রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা:-কে একাধারে দুই মাস রোজা রাখতে কেবল শাবান ও রমজানেই দেখেছি। (জামে তিরমিজি-১/১৫৫)

শাবান মাসে রাসূলুল্লাহ সা: কেন এত গুরুত্বের সাথে রোজা রাখতেন? হাদিস শরিফে তিনি নিজেই এর কারণ বর্ণনা করেছেন। হজরত উসামা ইবনে জায়েদ রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সা:-এর কাছে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! শাবান মাসে আপনাকে যে পরিমাণ নফল রোজা রাখতে দেখি অন্য কোনো মাসে তো সে পরিমাণ রোজা রাখতে দেখি না। (এর কারণ কী?) উত্তরে তিনি বললেন, 'রজব ও রমজানের মধ্যবর্তী এ মাসটিকে মানুষ অবহেলায় নষ্ট করে ফেলে, অথচ এটি এমন এক মাস যে মাসে মানুষের আমলগুলো আল্লাহ তায়ালার দরবারে পেশ করা হয়। এ জন্য আমি চাই আমার আমল আল্লাহ তায়ালার কাছে এ অবস্থায় পেশ করা হোক যে, আমি তখন রোজাদার।' (সুনানে নাসায়ি-১/২৫১, মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা-৬/৩৩৭)

তবে অন্যান্য হাদিসে শাবানের শেষ ক'দিন বিশেষত ২৮ থেকে ৩০ শাবান রোজা রাখতে রাসূলুল্লাহ সা: নিজেই বারণ করেছেন। ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন রমজানের দু-এক দিন আগে রোজা না রাখে। কারণ এতে রমজানের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। তা ছাড়া রমজানের আগে শাবানের শেষের দু-তিন দিন রোজার বিরতি দিলে রমজানের জন্য পূর্ণ স্বস্তির সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রস্তুতি নেয়া যায়।' (বুখারি-১/২৬৫)

রমজান মাসের আমলগুলো ঠিকভাবে পালন করতে শাবান মাসে চারটি আমল বেশি বেশি করা খুবই জরুরি। শাবান মাসে এ আমলগুলো যথাযথভাবে আদায় করতে পারলেই রমজানের ইবাদতগুলো করা সহজ হবে। পরিপূর্ণ ফজিলত ও বরকত লাভ সম্ভব হবে। তা হলো- ১. বেশি বেশি রোজা রাখা; ২. বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা; ৩. বেশি বেশি সাদাকাহ (দান-সহযোগিতা) করা; ৪ . বেশি বেশি তাওবাহ-ইস্তিগফার করা।

লেখক : শিক্ষক, মাদরাসা আশরাফুল মাদারিস, তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	০৮	৪:৫০	৬:২৭	১২:১৬	৪:০০	৫:৫৭	৭:২০
শনিবার	০৯	৪:৪৭	৬:২৪	১২:১৬	৪:০১	৫:৫৯	৭:২১
রবিবার	১০	৪:৪৫	৬:২২	১২:১৬	৪:০৩	৬:০০	৭:২২
সোমবার	১১	৪:৪৩	৬:২০	১২:১৬	৪:০৪	৬:০২	৭:২৪
মঙ্গলবার	১২	৪:৪১	৬:১৮	১২:১৫	৪:০৬	৬:০৪	৭:২৬
বুধবার	১৩	৪:৩৮	৬:১৫	১২:১৫	৪:০৭	৬:০৬	৭:২৭
বৃহস্পতিবার	১৪	৪:৩৬	৬:১৩	১২:১৫	৪:০৯	৬:০৭	৭:২৮

গাজা গণহত্যার প্রতিবাদ

অ্যারন বুশনেলের আত্মাহুতি বৃথা যাবে না

ক্রিস হেজেস

অ্যারন বুশনেল যখন লাইভস্ট্রিমে যাওয়ার জন্য তাঁর মোবাইল ফোনটি মাটিতে রেখেছিলেন এবং ওয়াশিংটনে ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে মৃত্যুবরণ করলেন, তখন তিনি আসলে চরমপন্থি শয়তানের বিরুদ্ধে ঐশ্বরিক এক সহিংসতার নজির স্থাপন করেছেন। তিনি গাজায় চলমান গণহত্যা পরিচালনাকারীদের অন্যতম মার্কিন বিমানবাহিনীর একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এ বাহিনী নৈতিক দিক থেকে নাৎসি বাহিনীর ইহুদি নিধনযজ্ঞে যারা (জার্মান সৈনিক, প্রযুক্তিবিদ, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, আমলা) সহযোগিতা করেছিলেন, তাদের চেয়ে কম দোষী নয়। দূতাবাসের গেটের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় ভিডিও বার্তায় তিনি শান্তভাবে বলেছিলেন, 'আমি আর এক মুহূর্তও গণহত্যায় জড়িত থাকব না। আমি প্রতিরোধের চরম একটি পথ বেছে নিতে যাচ্ছি। কিন্তু ঔপনিবেশিক দখলদারের হাতে ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন, তার তুলনায় এই প্রতিবাদ মোটেও চরম কিছু নয়। আমাদের শাসকগোষ্ঠী এ পরিস্থিতিকেই স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করেছে।'

তরুণরা অসংখ্য কারণে সামরিক বাহিনীতে যুক্ত হন। কিন্তু কাউকে অনাহারে রাখা, বোমা মারা এবং নারী ও শিশুদের হত্যার উদ্দেশ্যে কেউই এ কাজে যোগ দেন না। একটি ন্যায়ভিত্তিক বিশ্বে খাদ্য, আশ্রয় ও ওষুধ পৌঁছে দিতে মার্কিন নৌবহরের গাজায় ইসরায়েলি অবরোধ ভেঙে দেওয়া এবং গাজা থেকে ইসরায়েলি সৈন্য তুলে নিতে দেশটিকে চূড়ান্তভাবে জানিয়ে উচিত নয় কি? বোমাবর্ষণ থামিয়ে দিতে মার্কিন যুদ্ধবিমানের গাজায় নো ফ্লাই জোন জারি করা উচিত নয় কি? ইসরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহসহ বিলিয়ন অর্থের সামরিক ও গোয়েন্দা সহযোগিতা দেওয়া বন্ধ করা উচিত নয় কি? গণহত্যায় জড়িত ও তার সমর্থকদের জবাবদিহির মুখোমুখি করা উচিত নয় কি?

বুশনেলের মৃত্যু আমাদের এসব প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আত্মাহুতি দেওয়ার আগমুহূর্তে তিনি এ কথাই পোস্ট করেছিলেন, "দাস যুগে বেঁচে থাকলে আমি কী করতাম? অথবা 'জিম ক্রো সাউথ' কিংবা বর্ণবৈষম্যকালে আমার ভূমিকাই বা কী হতো? অথবা আমার দেশ গণহত্যা চালালে আমার কী করা উচিত? উত্তর হলো: আপনি এই মুহূর্তে এটাই করছেন।"

১৯৯১ সালে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের পর মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট বাহিনী কুর্দিদের রক্ষা করতে ইরাকের উত্তরাংশে হস্তক্ষেপ করেছিল। কুর্দিরা নিদারুণ ভোগান্তিতে ছিল, কিন্তু গাজার গণহত্যার তুলনায় তা নিতান্তই কম। সে সময় ইরাকি বিমানবাহিনীর ওপর নো ফ্লাই জোন আরোপ করা হয়। গণহত্যা তখনই নারকীয়, যখন তা আমাদের শত্রুদের দ্বারা সংঘটিত হয়। আর মিত্রদের বেলায় আমরা তাদের পক্ষ নিই এবং তা টিকিয়েও রাখা হয়।

জার্মান দার্শনিক ওয়াইলডার বেনজামিনের বন্ধু ফ্রিটজে হেইনলে ও রিকা সেলিগসন ১৯১৪ সালে জার্মান সমরবাদ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিবাদে আত্মহত্যা করেছিলেন। বেনজামিন তাঁর 'ক্রিটিক অব ভায়োলেন্স বা সহিংসতার পর্যালোচনা' প্রবন্ধে র‍্যাডিকেল বা চরমপন্থি শয়তানদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিবাদ নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। চরমপন্থি শয়তানের যে কোনো বিরুদ্ধাচরণকে তা ন্যায়বিচারের নামে আইন ভঙ্গ বলে ঘোষণা দেয়। তবে এ প্রতিবাদ ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদাকে নিশ্চিত করে। এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক সহিংসতার নিন্দা জানানো হয়। পদক্ষেপটি প্রতিবাদকারীকে মৃত্যুমুখে ধাবিত করে। বেনজামিন প্রতিরোধের এই চরম অবস্থাকে 'ঐশ্বরিক সহিংসতা' বলেছেন। বেনজামিন লিখেছেন, 'কেবল আশাহতদের আশা দিতেই আমরা এর আশ্রয় নিই।'

সামাজিক যোগাযোগামাধ্যমের পাশাপাশি মূলধারার সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার শিকার বুশনেলের আত্মাহুতি এমনই একটি প্রতিবাদ। এর মানে হলো, ঘটনাটি এখনও জানা যায়নি। বুশনেল নিজের জীবনপ্রদীপ এমনভাবে নিভিয়ে দিয়েছেন, যেভাবে হাজার হাজার ফিলিস্তিনির জীবন নিভে যাচ্ছে; যেখানে শিশুরাও বাদ যায়নি। আমরা তাঁকে আগুনে জ্বলে মরতে দেখেছি। ঠিক একই ঘটনা আমাদের কারণে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গেও ঘটছে।

বুশনেলের আত্মাহুতি ১৯৬৩ সালে ভিয়েতনামের বৌদ্ধভিক্ষু থিক কুয়াং ডুক কিংবা ২০১০ সালে তিউনিসিয়ার তরুণ ফল বিক্রেতার ঘটনার মতোই। এতে রাজনৈতিক বার্তা রয়েছে এবং দর্শকদের ঝিমুনি কেটে দেয়। এ ঘটনা দর্শকদের মনগড়া ধারণাকে প্রশ্ন করতে এবং সক্রিয় হতে বাধ্য করে।

যেদিন করপোরেট ও বর্ণবাদী ইসরায়েলি রাষ্ট্র ধ্বংস হবে, সেদিন যে রাস্তায় বুশনেল নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন, সেখানে তাঁর নাম লেখা হবে। জান পালাছের মতো তিনিও নৈতিক সাহসের জন্য সম্মানিত হবেন। অধিকাংশ বিশ্ববাসীর প্রতারণার শিকার ফিলিস্তিনিরা বুশনেলকে বীর হিসেবে দেখছেন। তাঁর কারণেই আমাদের দানবে পরিণত করা যাবে না।

ঐশ্বরিক সহিংসতা দুর্নীতিগ্রস্ত ও প্রতারক শাসক শ্রেণিকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। এটি তাদের নৈতিক স্খলনকে উদোম করে দেয় এবং এ বার্তা দেয়- সবাই ভয়ে স্থবির হয়ে পড়েনি। এর মধ্যে চরমপন্থি শয়তানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আহ্বান শোনা যায়। বুশনেল এটাই চেয়েছিলেন। তাঁর আত্মত্যাগ আমাদের কল্যাণেরই কথা বলে।

ক্রিস হেজেস: পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত মার্কিন সাংবাদিক; দ্য ক্রিস হেজেস রিপোর্ট থেকে অনুবাদ করেছেন ইফতেখারুল ইসলাম

১ম ও শেষ পৃষ্ঠার পর ...

রুশনারা আলীর বিরুদ্ধে লড়তে যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ের উদ্যোগ

এলাকার মানুষের মতামতকে প্রধান্য দেবেন। পার্লামেন্টে গিয়ে নিজের ও দলের স্বার্থ চরিতার্থ করতে এলাকাবাসীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না।

গত ৫ মার্চ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি কোয়ালিশন-এর পক্ষে বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি নেতা আব্দুশ শুকুর খালিসদার, সিরাজুল হক সিরাজ, আব্দুর রহমান ইসা, হাসান হক, হাফিজ মোশতাক আহমেদ, রুহুল তরফদার, হাফিজ মাওলানা শামসুল হক, ব্যারিস্টার আতাউর রহমান ও সালমাল ফার্সি।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ইসরাইলের অব্যাহত বোমা হামলায় এ পর্যন্ত গাজায় ৩০ হাজারেরও বেশি নারী, শিশু ও পুরুষ নিহত হয়েছেন। এই গণহত্যার ঘটনায় টাওয়ার হ্যামলেটসের মানুষ আশা করেছিলো, তাদের জনপ্রতিনিধি পার্লামেন্টে সোচ্চার ভুমিকা পালন করবেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমান এমপি রুশনারা আলী গাজায় যুদ্ধ বিরতি বন্ধের পক্ষে ভোট প্রদান থেকে বিরত থেকেছেন। তাঁর এই নীরব ভুমিকা কমিউনিটির মানুষকে চরমভাবে ব্যথিত করেছে।

লিখিত বক্তব্যে আরো বলা হয়- এটা একেবারেই পরিস্কার যে, যুক্তরাজ্যের রাজনীতি ভেঙে পড়েছে এবং ম্যান্ডেট অনুযায়ী জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারছে না। স্থানীয় ও জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা, জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি, ব্রেক্সিটসহ নানা কারণে আমরা স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে মারাত্মক হুমকির মধ্যে রয়েছি। এর স্পষ্ট প্রমাণ, ব্রিটেনের মূলধারার দলগুলির রাজনীতি যেমন আমাদের ব্যর্থ করছে তেমনি আমাদের প্রেরিত প্রতিনিধি শুধু কমিউনিটির মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে ব্যর্থই হননি, ন্যুনতম মানবিকতা প্রদর্শনেও খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ।

টাওয়ার হ্যামলেটের জনগণ বিগত কয়েক দশক ধরে সক্রিয়ভাবে রাজনীতির অগ্রভাগে রয়েছে। কমিউনিটিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। এবার সময় এসেছে পরিবর্তনের। ওয়েস্টমিনস্টারের করিডোরগুলিতে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক এবং লেবার লীডার স্যার কেয়ার স্টারমার, যারা বর্তমানে যুক্তরাজ্যের রাজনীতিকে একটি কার্টেলের মতো পরিচালনা করছেন, তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যেসব রাজনৈতিক নেতাকে সমাজের উন্নয়নে মানুষের পাশে পাওয়া যায় না, টাওয়ার হ্যামলেটসের মানুষের এমন রাজনীতিবিদদের সরিয়ে দেওয়ার ইতিহাস রয়েছে।

২০০৩ সালে ইরাক যুদ্ধে ১০ লাখেরও বেশি মানুষ নিহত হোন। এই যুদ্ধকে সমর্থন করেছিলেন বেথনাল গ্রিন অ্যান্ড বো আসনের তৎকালিন এমপি ওনা কিং। ২০০৫ সালের জাতীয় নির্বাচনে বেথনাল গ্রীন ও বো আসনের মানুষ ওনা কিং এমপিকে ক্ষমতাচ্যুত করে সমুচিত জবাব দিয়েছিলো।

ঠিক একইভাবে ২০১০ সালে লেবার পার্টি অন্যায়ভাবে তৎকালিন মেয়র প্রার্থী লুৎফুর রহমানের মনোনয়ন কেড়ে নিয়েছিলো। তখন লুৎফুর রহমান স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। টাওয়ার হ্যামলেটসের মানুষ লুৎফুর রহমানকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করে সেই অন্যায়ের জবাব দিয়েছিলো। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালের মেয়র নির্বাচনে তিনি লেবার পার্টির প্রার্থীকে ধরাশায়ী করে আবারও স্বতন্ত্র মেয়র নির্বাচিত হোন।

সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন, আগামী সংসদ নির্বাচনে যারা বেথনাল গ্রীন ও বো আসনে প্রার্থী হতে আগ্রহী তাদেরকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করার আহবান জানাই। আমরা কমিউনিটির শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি মনোনয়ন প্যানেল তৈরি করবো। ওই প্যানেল এমন একজন প্রার্থী বাছাই করবে যিনি কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের সাথে কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করবেন এবং জনগণের জন্য কাজ করতে দলীয় রাজনীতি এবং বহিরাগত লবিংয়ের প্রভাব থেকে বিরত থাকবেন ।

সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে যারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন তাদের নিয়ে প্রথমে মননোয়ন প্যানেল একটি লম্বা তালিকা তৈরি করবে। ওই তালিকা থেকে যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই করে একটি ছোট তালিকা প্রকাশ করা হবে। তারপর ছোট তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের মধ্যে হাস্টিং হবে। হাস্টিংয়ে যে প্রার্থী যোগ্যতার প্রমাণ দিবেন তাঁকে আগামী নির্বাচনে টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি কোয়ালিশন' -এর প্রার্থী ঘোষণা করে তাকে বিজয়ী করতে কাজ করা হবে। যারা প্রার্থী হতে আগ্রহী কিংবা কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে মনোনীত করতে চান তাহলে ইমেইলে যোগাযোগ করতে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি।

'ঢাকা দক্ষিণ স্মারকগ্রন্থ'র আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন

সভাপতিত্বে এবং স্মারকগ্রন্থের সম্পাদক মাহমুদুর রহমান শানুরের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের জয়েন্ট সেক্রেটারি রায়হান উদ্দিন। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এবং সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক তাইসির মাহমুদ।

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য এবং স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনার গুরুত্ব তুলে ধরেন প্রধান সম্পাদক আনোয়ার শাহজাহান। তিনি বলেন, একটি আমাদের সূচনা। আমরা ঢাকাদক্ষিণ এলাকার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করতে চাই। আমাদের এ কাজে সকলের সহযোগিতা ও পরামর্শ চাই।

সভায় বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, লেখক-গবেষক ফারুক আহমদ, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী আব্দুর রাজ্জাক, রাজনীতিবিদ ও কমিউনিটি সংগঠক গয়াছুর রহমান, রাজনীতিবিদ মুজিবুল হক মনি, বাংলাদেশ সেন্টারের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান, ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার কার্যকরী সদস্য মামুনুর রশীদ খান টেনু, কথাসাহিত্যিক রুহুল আমিন রুহেল, ঢাকাদক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক এবং সাবেক কাউন্সিলর আমিনুর খান, সাংবাদিক ও কমিউনিটি সংগঠক আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যান্ডস ইউকের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক মো: তাজুল ইসলাম, গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের জেনারেল সেক্রেটারি আব্দুল বাছির, গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যান্ডস ইউকের সাবেক সভাপতি তমিজুর রহমান রঞ্জু, কমিউনিটি সংগঠক আবিদ হোসেন, ঢাকাদক্ষিণ স্মারকগ্রন্থের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সোহেল আহমদ চৌধুরী, বাংলাভাষী সম্পাদক অলিউর রহমান খান, গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের ইসি মেম্বার মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার সাবেক ট্রেজারার সেলিম আহমেদ, হাওয়া টিভির সিইও রোমান আনাম, কমিউনিটি সংগঠক আসাদ উদ্দিন, রেদওয়ান হোসেন রেজা, বারকোট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের সাধারণ সম্পাদক মো মুকিতুর রহমান মুকিত প্রমুখ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের সাবেক সাধারণ সম্পাদক উপদেষ্টা দেলওয়ার হোসেন লেবু, ইসি মেম্বার ইকবাল আহমেদ চৌধুরী, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের এসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি রেজাউল করিম মৃধা, আইওন টিভির চীফ রিপোর্টার আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, সাংবাদিক শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলাল, কমিউনিটি সংগঠক হেলাল আহমদ, ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের ট্রেজারার মোহাম্মদ শামীম আহমদ, কমিউনিটি সংগঠক শামীম আহমদ, আব্দুল কাদির, রাজনীতিবিদ ফরহাদ আলম, রেদোয়ান খান, আজিজুর রহমান, কামাল উদ্দিন, রোকসানা পারভীন জোসনা, রোহেলা বেগম, হাওয়া টিভির প্রতিষ্ঠাতা কিশোয়ার আনাম লিটন প্রমুখ।

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি-সবদিক দিয়েই গোলাপগঞ্জের ঢাকাদক্ষিণ বাংলাদেশের অন্যতম সমৃদ্ধ একটি জনপদ। আজকের স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সারা দেশের মতো ঢাকাদক্ষিণ এলাকার সূর্যসন্তানদের অবদানও অনস্বীকার্য। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এই এলাকার সূর্যসন্তানদের আত্মত্যাগ ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বক্তারা আরও বলেন, 'ঢাকা দক্ষিণ স্মারকগ্রন্থ'-এর মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী ঢাকা দক্ষিণের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্যসহ এলাকার অনেক কিছু জানতে পারবে বর্তমান প্রজন্ম।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এবং সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক তাইসির মাহমুদ বলেন, সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকা দক্ষিণ স্বনামধন্য একটি এলাকা। এই এলাকার ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরতে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ একটি সাহসী উদ্যোগ। এ জন্য আমি স্মারকগ্রন্থের সম্পাদক মাহমুদুর রহমান শানুরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। তিনি বলেন, এই প্রকাশনার মাধ্যমে ঢাকাদক্ষিণ এলাকার অতীত ও বর্তমান ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে নতুন প্রজন্ম অনেক কিছুই জানতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন বলেন, ঢাকাদক্ষিণ এলাকার সমৃদ্ধ একটি ইতিহাস রয়েছে। এই এলাকার গুণীজনেরা বাংলাদেশে শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন এবং এখনো রেখে চলেছেন।

লেখক ও গবেষক ফারুক আহমদ বলেন, ঢাকাদক্ষিণ অত্যন্ত প্রাচীন একটি জনপদ। ইতিহাস থেকে জানা যায়, অতীতে ঢাকাদক্ষিণ পরগনা বলতে পুরো গোলাপগঞ্জকেই বোঝাত। ঢাকাদক্ষিণকে নিয়ে লিখলে কয়েক হাজার পৃষ্ঠার একটি বই লেখা যাবে। তিনি গোলাপগঞ্জ উপজেলার প্রথম লিখিত ইতিহাসগ্রন্থ 'গোলাপগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য'র লেখক আনোয়ার শাহজাহান এবং হাওয়া টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহমুদুর রহমানকে ঢাকাদক্ষিণ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে অন্যান্য ইউনিয়নবাসীকে 'ঢাকাদক্ষিণ স্মারকগ্রন্থ'টি অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করেন।

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের সভাপতি তছউর আলী বলেন, ঢাকাদক্ষিণ এলাকার ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে প্রকাশিত ম্যাগাজিন 'ঢাকাদক্ষিণ স্মারকগ্রন্থ' প্রকাশের মাধ্যমে এলাকার ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরা হচ্ছে। একটি জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা যত বেশি হবে, সেই জাতির রুচি, মন ও মননের উন্নতি তত বেশি অগ্রসর হবে।

স্মারকগ্রন্থের সম্পাদক ও প্রকাশক মাহমুদুর রহমান শানুর উপস্থিত সবাইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে এটি প্রকাশের সাথে যাঁরা সম্পৃক্ত, তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ একটি ইতিহাসগ্রন্থ প্রকাশে সকলের সহযোগিতা ও পরামর্শ কামনা করেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

‘গাজায় দুর্ভিক্ষ অনিবার্য’

প্রাণঘাতী হামলা শুরু হলে প্রাণ বাঁচাতে উত্তর গাজা ছেড়ে দক্ষিণে যাওয়া শরণার্থী পরিবারটির তা জোগান দেওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। মারা যাওয়ার আগের ছবি ও ভিডিওতে হাসপাতালের বিছানায় কঙ্কালসার ইয়াযানকে শুয়ে থাকতে দেখা যায়। অথচ যুদ্ধ শুরুর আগে শিশুটি বেশ স্বাস্থ্যবান ছিল। ছেলের সুস্থ সময়কার ভিডিও দেখিয়ে ইয়াযানের বাবা বলেন, ‘আজ খাবারের অভাবে আমার ছেলেকে হারাতে হলো।’

বিশ্ববাসীর প্রতি অনুরোধ রেখে ইয়াযানের মা বলেন, ‘গাজার শিশুদের দিকে তাকান।

দেখুন কিভাবে তাদের জীবন বদলে গেছে।’

খাদ্যসংকটে মারা যাচ্ছে শিশুরা : জাতিসংঘ

জাতিসংঘের অধীন প্রতিষ্ঠান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডাব্লিউএইচও) প্রধান টেড্রোস আধানম গেব্রিয়েসাস নিজে উত্তর গাজায় ১০টি শিশুর মৃত্যুর কথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, গত সপ্তাহান্তে ডাব্লিউএইচওর একটি দল উত্তর গাজার আল-আওয়াদা ও কামাল আদওয়ান হাসপাতালে গিয়ে সেখানে ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখেছে। গত বছরের অক্টোবরের গোড়ায় গাজায় সংঘাত শুরুর পর প্রথমবারের মতো সেখানে যাওয়ার সুযোগ পান জাতিসংঘের সংস্থাটির প্রতিনিধিরা।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে ডাব্লিউএইচও প্রধান টেড্রোস আধানম গেব্রিয়েসাস উত্তর গাজার ‘ভয়াবহ পরিস্থিতি’ নিয়ে সরব হয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘খাদ্যসংকটে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছে ১০ শিশু। দেখা দিয়েছে তীব্র মাত্রায় অপুষ্টি। পাশাপাশি ধ্বংস করা হয়েছে হাসপাতালের ভবনগুলো।’

হামাসের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গত রবিবার জানায়, কামাল আদওয়ান হাসপাতালে অন্তত ১৫টি শিশু অপুষ্টি ও পানিশূন্যতায় মারা গেছে। ওই দিনই দক্ষিণ গাজার রাফাহ শহরে আরেক শিশুর মৃত্যু হয় বলে ফিলিস্তিনের সরকারি সংবাদ সংস্থা ওয়াফা সোমবার এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে।

গেব্রিয়েসাস জানান, উত্তর গাজায় তীব্র মাত্রায় অপুষ্টি দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি জ্বালানি, খাদ্য ও চিকিৎসা সরঞ্জামের ভয়াবহ সংকট দেখা দিয়েছে। হাসপাতালের ভবন ধ্বংস হয়ে গেছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। উত্তর গাজায় রয়ে যাওয়া আনুমানিক তিন লাখ মানুষ সামান্য খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি দিয়ে কোনো রকমে দিন কাটাচ্ছে।

ডাব্লিউএইচওর প্রধান লিখেছেন, ‘ইসরায়েলি হামলা শুরুর পর থেকেই উত্তর গাজায় নিয়মিত প্রবেশের অনুমতির জন্য অব্যাহতভাবে চেষ্টা করছিল ডাব্লিউএইচও। এত দিনে প্রথমবারের মতো সেখানে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছে ইসরায়েল।’

‘পুরোই এড়ানো সম্ভব ছিল এসব মৃত্যু’

গাজায় দুর্ভিক্ষ ‘প্রায় অনিবার্য’ বলে গত সপ্তাহেই সতর্ক করে দিয়েছিল জাতিসংঘ। বিশ্ব সংস্থার একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সতর্ক করে বলেন, গাজা উপত্যকার কমপক্ষে পাঁচ লাখ ৭৬ হাজার মানুষ (মোট জনসংখ্যার এক- চতুর্থাংশ) বিপর্যয়কর মাত্রার খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মুখে। উত্তর গাজার দুই বছরের কম বয়সী প্রতি ছয়টি শিশুর মধ্যে একটি তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে বলেও সতর্ক করেন তিনি।

জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের আঞ্চলিক পরিচালক অ্যাডেল খোডর গত রবিবার এক বিবৃতিতে বলেন, ‘শিশুমৃত্যুর যে ভয়টা আমরা পেয়েছিলাম, সেটাই ঘটছে। অপুষ্টির কারণেও গাজা উপত্যকায় ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়েছে। এই মর্মান্তিক ও করুণ মৃত্যুগুলো মানবসৃষ্ট, অনুমানযোগ্য এবং পুরোপুরি প্রতিরোধযোগ্য।’

ইসরায়েলি বাধার মুখে ত্রাণ সরবরাহ

হামাসকে দমনের নামে বছরের পর বছর ধরে ইসরায়েল ও মিসর ফিলিস্তিনি অধ্যুষিত জনপদটির ওপর অবরোধ বজায় রেখেছে। এ কারণে ইসরায়েলি বাহিনীর এবারের সামরিক অভিযানের আগেও অবরুদ্ধ জনপদ গাজার জনগণ বেঁচে থাকার জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল ছিল। সেখানকার অন্তত ৬৩ শতাংশ বাসিন্দার কাছে খাবারসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা সরবরাহ করত আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলো। গাজার প্রায় অর্ধেক মানুষই বেকার। অর্ধেকের বেশি মানুষ দরিদ্র। হামাসের ইসরায়েলের ভেতরে ঢুকে চালানো হামলার প্রতিশোধ নিতে দেশটির বাহিনী ৭ অক্টোবর থেকেই হামলা শুরু করে। তাত্ক্ষণিকভাবে পানি, বিদ্যুৎ, খাদ্য ও জ্বালানি তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। গাজার বাসিন্দাদের ওপর অবর্ণনীয় দুর্ভোগ নেমে আসে। এর কিছুদিন পর অতি সীমিত মাত্রায় ত্রাণ সরবরাহ যেতে দেওয়া হয়। তবে উত্তর গাজায় এক মাসেরও বেশি সময় ধরে কোনো সহায়তা সংস্থা ত্রাণ সরবরাহ করতে পারেনি বলে জাতিসংঘ জানিয়েছে। ইসরায়েলি বাহিনী সেখানে সহায়তা নিয়ে প্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছে।

বিমান থেকে কিছু সহায়তা

গাজায় সংঘাত শুরুর পর গত শনিবার প্রথমবারের মতো বিমান থেকে ত্রাণসামগ্রী ফেলেছে যুক্তরাষ্ট্র। এর আগে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, মিসর ও জর্দানও এভাবে সহায়তা ফেলে। তবে এসব সহায়তা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল বলে জানিয়েছে সহায়তা সংস্থাগুলো। বলা হচ্ছে এভাবে সহায়তা দেওয়া হলে তা ঠিকমতো পৌঁছে না। বিষয়টি অনেক ব্যয়বহুলও। বিমান দিয়ে ত্রাণ সহায়তা বিতরণকে পরিস্থিতির ভয়াবহতার একটি সূচক হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

ত্রাণ সহায়তা ক্ষুধার্ত গাজাবাসীর জন্য করুণ পরিণতিও বয়ে এনেছে। গত সপ্তাহেই ত্রাণ নিতে আসা ক্ষুধার্ত মানুষের ওপর ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে ও পদদলিত হয়ে শতাধিক ক্ষুধার্ত ফিলিস্তিনি নিহত হয়। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ একে ‘নির্বিচার গণহত্যা’ আখ্যা দিয়েছে। ইসরায়েলের দাবি, একদল লোক চেক পয়েন্টের সেনাদের দিকে এগিয়ে যাওয়ায় তারা নিজেদের সুরক্ষার জন্য গুলি করে।

গাজায় ত্রাণ দিতে গিয়ে সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার কথা জানিয়েছে কয়েকটি সাহায্য সংস্থা। গাজা উপত্যকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা ইউএনআরডাব্লিউএর প্রধান ফিলিপ লাজারিনি গত সোমবার অভিযোগ করেন, ইসরায়েলি সরকার গাজায় তাদের উপস্থিতি ‘মুছে ফেলার’ চেষ্টা করছে।

থামছে না হত্যাযজ্ঞ

এদিকে গত মঙ্গলবার স্থানীয় সময় দুপুর পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় গাজায় আরো ৯৭ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে বলে হামাসের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। এ নিয়ে টানা ইসরায়েলি হামলায় ৩০ হাজার ৬৩১ ফিলিস্তিনি নিহত ও ৭২ হাজার ৪৩ জন আহত হয়েছে।

ফিলিস্তিনের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ব্যুরোর দেওয়া তথ্যানুসারে, গাজায় ২২ লাখের বেশি মানুষের বাস। জাতিসংঘ জানিয়েছে, যুদ্ধের প্রভাবে জনপদটির ৮৫ শতাংশ মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ছিটমহলটির ৬০ শতাংশ অবকাঠামোই ধ্বংস হয়ে গেছে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে প্রতিদিনই

রাখে তা প্রকাশ্যে আনলেন স্ত্রী অক্ষতা মূর্তি!

গত মঙ্গলবার (৫ মার্চ) দ্য টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নিজেও স্বীকার করেছেন-দৈনন্দিন রাষ্ট্রীয় কাজ থেকে কিছুটা বিরতি নিয়ে তাঁকে প্রায় প্রতিদিনই ডাউনিং স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে গিয়ে বিছানা গোছগাছ করতে হয়। কারণ বিছানা এলোমেলো করে রাখা তাঁর স্ত্রীর একটি বদভ্যাস। সম্প্রতি গ্র্যাজিয়া ম্যাগাজিনের মুখোমুখি হয়েছিলেন ঋষি সুনাক ও অক্ষতা মূর্তি দম্পতি। সেখানেই আলাপচারিতায় সাংসারিক নানা খুঁটিনাটি উঠে আসে। সাক্ষাৎকারে সুনাক জানান, সকাল বেলায় বিছানা এলোমেলো দেখলে তাঁর খুব ‘বিরক্ত’ লাগে। আর স্ত্রী অক্ষতা স্বীকার করেছেন, প্রতিদিন নিয়ম করে সকালে ঘুম থেকে ওঠা কিংবা সাংসারিক দায়-দায়িত্ব সামলানোর মতো মানুষ তিনি নন।

এ সম্পর্কিত আলোচনার একপর্যায়ে উপস্থাপকের উদ্দেশে সুনাক বলেন, ‘রোজ রোজ বিছানা গোছানো আপনার ভালো লাগবে না। বলতে চাইছি, এটা আমাকে পীড়া দেয়। তাই আমি মাঝে মাঝে বিছানা গোছানোর জন্য অফিস থেকে ফ্ল্যাটে ফিরে আসি। বিছানা এলোমেলো দেখলে বিরক্ত লাগে।’

এ বিষয়ে অক্ষতা মূর্তি বলেন, শোবার ঘরটি ‘সুন্দর এবং পরিপাটি’ করে রাখা তাঁর স্বামীর ‘বিশেষ দক্ষতাগুলোর’ মধ্যে একটি।

অক্ষতা বলেন, ‘আমরা যখন পড়াশোনা করতাম, তখন আমি আসলে বিছানার ওপর বসেই খেতাম। আমার সেই কক্ষে ঋষিও আসত। তিনি এসে প্রায় সময়ই আমার বিছানার ওপর প্লেট দেখতেন।’ এ সময় সুনাক বলে ওঠেন, ‘এটা জঘন্য! আর নয়।’

আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে হাই-প্রোফাইল দম্পতির সাক্ষাৎকারটি নিয়েছে গ্র্যাজিয়া। কীভাবে নিজেদের কাজগুলোকে ভাগাভাগি করে নেন-সাক্ষাৎকারে এমন এক প্রশ্নের সূত্র ধরেই অন্দরের চিত্র বেরিয়ে এসেছে সুনাক দম্পতির।

মজার বিষয় হলো-সাক্ষাৎকারে নিজেদের দুই কন্যার জন্য রান্নার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে অক্ষতা জানান, এ বিষয়ে তিনি খুব উৎসাহ বোধ করেন। কিন্তু এই বিভাগেও তাঁর স্বামীর আরও ভালো প্রতিভা রয়েছে।

সুনাক অবশ্য জানিয়েছেন, এই রান্নার বিষয়টি তিনি শুধু শনিবারই দেখেন। ফেটানো ডিম রান্না করার জন্য গর্ডন রামসের (সেলিব্রিটি শেফ) কৌশলের একজন ভক্ত তিনি। তবে তিনি এর সঙ্গে ক্রিম এবং চাইভ (পেঁয়াজ পাতার মতো মসলা) যোগ করেন।

বিভিন্ন খাতে ট্যাক্স কমেছে

হাজার পাউন্ড আয় করেন এমন ব্যক্তি প্রায় ৪৫০ পাউন্ড সেভ করতে পারবেন।

চাইলড বেনিফিটঃ

বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী একটি পরিবারের যেকোনো একজন অভিভাবকের আয় বার্ষিক ৫০ হাজার পাউন্ডের বেশি হলে তাকে বছরশেষে চাইলড বেনিফিট থেকে প্রাপ্ত অর্থ ফেরত দিয়ে দিতে হয়। নতুন নিয়ম অনুযায়ী একটি পরিবারে অভিভাবকদের (স্বামী-স্ত্রী) যৌথ আয়ের ওপর নির্ভর করে চাইলড বেনিফিট প্রদান করা হবে অথবা তা ফেরত নিবে সরকার। আগের নিয়মে এককভাবে কোনো অভিভাবকের আয়সীমা ৫০ হাজার পাউন্ড হলে বেনিফিট চার্জ ধরা হতো এবং ৬০ হাজার হলে সম্পূর্ণ বেনিফিট ফেরত দিতে হতো। বর্তমানে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ আয় ৬০ হাজার পাউন্ড হলে চাইলড বেনিফিট চার্জের সম্মুখীন হবেন এবং ক্রমান্বয়ে প্রাপ্ত অর্থ ফেরত দিতে হবে।

ভিএটিঃ

ভিএটি রেজিস্ট্রেশনের আয় সীমা ৮৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৯০ হাজারে উন্নীত করা হয়েছে। জেরেমি হান্ট দাবি করেন এতে করে হাজার হাজার ক্ষুদ্র ব্যবসা লাভবান হবে।

নন-ডোম ট্যাক্সঃ নন-ডমিসাইল ট্যাক্স স্ট্যাটাস বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং এপ্রিল ২০২৫ থেকে এটি একটি “আধুনিক, সহজতর এবং ন্যায্য” ট্যাক্স ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। নন-ডমিসাইল ট্যাক্স স্ট্যাটাস মূলত যাদের বাবা যুক্তরাজ্যের বাইরে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যে সকল ট্যাক্স পেয়ার বর্তমানে যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন এবং বিদেশে ইনকাম সোর্স রয়েছে তারা এই আওতায় পড়েন। নতুন নিয়মে চার বছর পর্যন্ত বিদেশের আয়ের ওপর তাদেরকে কোনো ধরনের ট্যাক্স দিতে হবে না।

প্রোপার্টি ট্যাক্সঃ

যে সকল ট্যাক্স দাতা উচ্চমূল্যে ট্যাক্স পরিশোধ করেন তারা রেসিডেন্সিয়াল প্রোপার্টি বিক্রি করলে বর্তমানে ২৮ পার্সেন্ট হারে টেক্স পরিশোধ করে থাকেন। আগামী অর্থবছর থেকে এই রেট কমিয়ে ২৪ শতাংশে আনা হচ্ছে। এছাড়াও, একাধিক প্রোপার্টি ক্রয়কারীদের জন্য স্ট্যাম্প ডিউটি মওকুফের ঘোষণাও করেছেন জেরেমি হান্ট।

বুকিংডটকম কিংবা এয়ারবিএনবি :

ফার্নিস্টি হলিডে হোম ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে যেসব সুযোগ সুবিধা ছিলো তা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগে ফার্নিস্টি হলিডে হোম থেকে প্রাপ্ত ভাড়ার ওপর ট্যাক্স রিলিফ ছিলো। তাই দীর্ঘ মেয়াদের জন্য ভাড়া না দিয়ে কম সময়ের জন্য হলিডেমেকারদের ভাড়া দেওয়া বেশি লাভজনক ছিলো। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে অনেকেই নিজেদের বাসা-বাড়ি বুকিংডটকম কিংবা এয়ারবিএনবি’র মাধ্যমে শর্ট টাইম অথবা আবাসিক হোটেলের মতো ভাড়া দিয়ে মোটা অংকের অর্থ আয় করে আসছিলেন। এখন তাদেরকেও ট্যাক্স পরিশোধ করতে হবে।

সরকার ইতিমধ্যে সকল অনলাইন প্লাটফর্মকে তাদের কাস্টমারদের তথ্যাদি সংগ্রহ করে চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এইচএমআরসিকে প্রদান করতে নির্দেশ দিয়েছে।

ভেপিং ট্যাক্সঃ

জেরেমি হান্ট ভেপিং এর ওপর ট্যাক্স আরোপ করার পরিকল্পনা নিয়েছেন এই বাজেটে। এটি ২০২৬ সালের অক্টোবরে থেকে কার্যকর করা হবে।

জ্বালানি শুল্কঃ মুদ্রাস্ফিতির বিষয়টি মাথায় রেখে জ্বালানি তেলের ওপর কোনো ধরনের ট্যাক্স বাড়ানো হয়নি। জ্বালানি তেলে ২০২২ সাল থেকে প্রচলিত ৫ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট বা কাট দিয়ে আসছে সরকার। সেই ডিসকাউন্ট এই মাসে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও জেরেমি হান্ট তা বাড়িয়ে আগামী অর্থ বছর পর্যন্ত চলু রাখবেন বলে জানিয়েছেন।

সঞ্চয়ঃ চ্যাঞ্চেলর নাগরিকদের সঞ্চয়মুখী করতে তিনি ট্যাক্সফ্রী ‘আইসা’তে সীমা বাড়িয়ে পাঁচ হাজার পাউন্ডে উন্নীত করেছেন। অর্থাৎ এ ধরনের সঞ্চয় থেকে ৫ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত মুনাফা পেলে সেই মুনাফাতে কোনও ধরনের ট্যাক্স দিতে হবে না।

এছাড়া হাউজহোলড সাপোর্ট ফান্ড আরও ছয় মাসের জন্য বর্ধিত করা হয়েছে। এয়ার প্যাসেঞ্জার ট্যাক্স ১০ পার্সেন্ট বাড়ানো হচ্ছে। আর্ট এবং ফিল্মের ক্ষেত্রে কিছু প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে এবং নর্থ সি অয়েল অ্যান্ড গ্যাস কোম্পানিগুলোর ওপর উইন্ডফল ট্যাক্স আরোপ করা হয়েছে।

রচডেল উপনির্বাচনে জর্জ গ্যালোওয়ের বিশাল জয়

উত্তরাঞ্চলের রচডেল শহরের আসন থেকে নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছেন তিনি।

আল জাজিরার প্রতিবেদন অনুসারে, উপনির্বাচনে ভোট পড়েছে ৩৯ দশমিক ৭ শতাংশ। এর মধ্যে গ্যালোওয়ে ১২ হাজার ৩৩৫টি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র দলের ডেভিড টালি পেয়েছেন ৬ হাজার ৬৩৮টি ভোট।

লেবার পার্টির নেতা আজহার আলী ভোটের দিক থেকে তিনি চতুর্থ অবস্থানে আছেন। ইসরায়েল নিয়ে ষড়যন্ত্রতত্ত্ব প্রচারের অভিযোগ ওঠায় দলের সমর্থন হারান তিনি।

লেবার পার্টি ও কনজারভেটিভ পার্টির বিরুদ্ধে ইসরায়েলকে সমর্থনের অভিযোগ করেন ব্রিটেনের ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিনিধিত্বকারী গ্যালোওয়ে। ভোটারদের বড় অংশ মুসলিম এমন নির্বাচনী এলাকায় ফিলিস্তিনপন্থী প্রচারণা চালিয়েছেন তিনি।

গত ১ মার্চ শুক্রবার জয়ী হওয়ার পর গ্যালোওয়ে আল জাজিরাকে বলেন, ‘আমার বিশ্বাস, আমি ব্রিটেনের ওই লাখ লাখ মানুষের হয়ে কথা বলছি, যাদের হৃদয় গাজা হত্যাকাণ্ড দেখে ভেঙে গেছে, কলিজা মুচড়ে গেছে এবং ব্রিটিশ মিডিয়ায় তাদের এতই কম প্রতিনিধিত্ব করা হয় যে তারা অদৃশ্য প্রায়।’

তিনি বলেন, ‘আজ সন্ধ্যায়ও ব্রিটেনের রাজনৈতিক দল কনজারভেটিভ ও লেবার আমার জয় নিয়ে আতঙ্কে আছে। কারণ তারা জানে যে তারা ভুল করেছে।’

গত শুক্রবার (১ মার্চ) ইসরায়েল যুদ্ধের সমর্থক ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বলেন, সংসদীয় আসনে গালোওয়ের নির্বাচন ‘উদ্বেগজনক’। এমনকি সুনাক তাঁর বিরুদ্ধে গত ৭ অক্টোবরের হামলা খারিজ করে দেওয়ার অভিযোগও তোলেন।

আল জাজিরাকে গ্যালোওয়ে বলেন, ‘রাজনীতি ও গণমাধ্যমের বিষাক্ত বলয়ের মানুষ গাজাবাসীর বিরুদ্ধে গণহত্যাকে সমর্থন করে।’

তিনি বলেন, ‘কিন্তু যখন আপনি সেই বলয় থেকে বের হয়ে আসবেন, তখন আপনি দেখতে পাবেন বেশির ভাগ মানুষের সহানুভূতি ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষে থাকে, অপরাধীদের পক্ষে নয়।’

পাকিস্তানের নির্বাচন: কারচুপি ও অনুশোচনা

মোঃ হারুন-অর-রশিদ

আজকের বাংলাদেশ-ভারত-ও পাকিস্তান তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের আগ পর্যন্ত এই তিন রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ড ব্রিটিশ-ভারত হিসেবে পরিচিত ছিল। মুঘল ও নবাবি শাসনের অবসান ঘটিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আধিপত্য গেড়ে বসেছিল এই ভূ-খণ্ডে। ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসন-শোষণের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত এই বিরাট ভূ-খণ্ড ইতিহাসের নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামের দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম নেয়। প্রায় এক হাজার ২০০ মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত দু'টি অঞ্চল, আজকের বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সমন্বয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি গঠিত হয়েছিল। যার বাংলাদেশ অংশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান ও পাকিস্তান অংশের নাম ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক সঙ্কট পাকিস্তানের দুই অংশকে আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরে। মূলত রাজনৈতিক সঙ্কট থেকেই বাকি সমস্যাগুলো প্রকট আকার ধারণ করেছিল। এসব সঙ্কটকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে তিক্ততার সূত্রপাত হয়েছিল এবং এই তিক্ততার সূত্র ধরেই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়। দীর্ঘ ৯ মাস পর যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে, পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে আলাদা হয়ে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মের মধ্য দিয়ে। ১৯৪৭ সালের পর থেকেই পাকিস্তানের রাজনৈতিক সঙ্কট এতটা প্রকট যে, সেখানে কোনো নির্বাচিত সরকার তার পূর্ণ মেয়াদ শেষ করতে পারেনি। বারবার সেনাবাহিনী হয় ক্ষমতা দখল করেছে নতুবা তাদের কারণে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। সেদেশে সেনাবাহিনী রাজনৈতিক অঙ্গনে অনেক শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। তাই পাকিস্তানের রাজনৈতিক সঙ্কট আগের মতোই আছে। তেমনি পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশেরও প্রায় শুরু থেকেই রাজনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। পাকিস্তানে সেনাবাহিনী সর্বশেষ ইমরান খানের সরকারকেও মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করেছে। ইমরান খান যিনি ক্রিকেটার থেকে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং ২০১৮ সালে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী হন। ক্রিকেটার থেকে রাজনৈতিক বনে গিয়ে সর্বোচ্চ চূড়ায় যেতে তাকে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত হজম করতে হয়েছে। কিন্তু তার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আরোহণপর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে সমালোচনার উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। বিশেষ করে পাকিস্তানের মুসলিম লীগ ও পিপলস পার্টি তার উত্থানকে সামরিক শাসকদের প্রভাব বৃদ্ধিরই অংশ হিসেবে দেখেছিল। আবার তার ক্ষমতাচ্যুতির পেছনেও সেনাবাহিনীর সাথে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককেই দায়ী করা হয়। যার খেসারত হিসেবে তার রাজনৈতিক দলের প্রতীক কেড়ে নেয়া হয়েছে এবং ইমরান খানকে বিভিন্ন মামলায় সাজা দিয়ে জেলবন্দী রাখা হয়েছে। এমনকি তাকে পাঁচ বছরের জন্য পাকিস্তানের রাজনীতিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইমরান খানকে জেলে বন্দী রেখে, তার দলকে নির্বাচনের বাইরে রেখে, মুসলিম লীগ এবং পিপলস পার্টি নির্বাচনে যে সুবিধা নিতে চেয়েছিল তা বুমেরাং হয়ে গেছে। বহু রকম কারচুপি সত্ত্বেও পিটিআই দলের নেতারা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করে বেশি সংখ্যক আসনে বিজয়ী হয়েছেন। অর্থাৎ জনগণ সেনাবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ ও পিপিপিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দিয়েছে। যদিও এই দুই দল মিলে ঐক্য করেই সরকার গঠন করছে। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট, পাকিস্তানের শক্তিশালী সেনাবাহিনীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর ক্ষমতায় বসা ও ক্ষমতা ছেড়ে যাওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে। যার কারণে বলাই যায়, পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর যে সম্পর্ক, তা দেশটির রাজনীতির গতিপ্রকৃতির ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৭ সালের দেশ স্বাধীনের পর থেকেই দেশটির রাজনীতিতে সামরিক বাহিনী এ ধরনের প্রভাব বিস্তার করে আসছে। আজকের দিনের বাস্তবতায় পাকিস্তানের অর্থনীতি চরমভাবে পর্যুদস্ত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিও ভয়াবহ, ক্রমাগত জঙ্গি হামলা চলছে, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, বিভিন্ন রাজ্যে যেমন, বেলুচিস্তানে স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত বেলুচরা; এ পরিস্থিতির মধ্যে যে রাজনৈতিক অচলাবস্থা বিরাজ করছে তার সমাধানে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো ও সেনাবাহিনীর মধ্যে কতটা বিবেকের উদয় হবে তা আগামী দিনগুলোতে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

পাকিস্তান ক্রমাগত যে সহিংসতা ও রাজনৈতিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তার পরিসমাপ্তি কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা অস্পষ্ট। তবে, এই রাজনৈতিক সঙ্কটের কারণেই ১৯৭১ সালে একটি যুদ্ধের সূচনা ঘটিয়ে, গণহত্যা সংঘটিত করে পাকিস্তানকে ভাঙতে বাধ্য করেছিল। সেই সময়েও ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করেছিল সেনাবাহিনী। তবে এটি সত্য যে, পাকিস্তানে সেনাবাহিনীকে বিরাগভাজন করে কেউ ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি। সেনাবাহিনীর আশীর্বাদ নিয়ে ইমরান খান যেমন ক্ষমতায় এসেছিলেন, তেমনি সেনাবাহিনীর বদ নজর পড়ায় মেয়াদ শেষের আগেই ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। তার পরও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ইমরান খানের দল সেনাবাহিনীর সাথে বিরোধপূর্ণ অবস্থানে থেকেও নিজ শক্তি প্রদর্শনে এক বিন্দুও ছাড় দিতে প্রস্তুত নয়; ২০২৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল সেই সত্যতা প্রমাণ করে।

ইমরান খানের দলের নেতাকর্মীদের ওপর নানা নির্যাতন, নিপীড়ন ও বহু নেতাকর্মীকে জেলে বন্দী রেখে, ভোটে নানা কারচুপি করেও জনগণকে ইমরানবিমুখ করা যায়নি। ২৬৪টি আসনের মধ্যে ৯৩টি আসনে ইমরান খানের দল পিটিআই সমর্থিত প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। যেখানে সেনাবাহিনীর একচ্ছত্র সমর্থন থাকা সত্ত্বেও নওয়াজ শরিফের মুসলিম লীগ-এন পেয়েছে ৭৫টি আসন এবং বিলাওয়াল ভুট্টোর পিপিপি পেয়েছে ৫৪টি আসন। যদিও সরকার গঠনের মতো ১৩৪টি আসন কেউ পায়নি। বড় ধরনের কারচুপি করেই যে ইমরান খানের দল পিটিআই-সমর্থিত প্রার্থীদের পরাজিত করা হয়েছে তা নির্বাচনের পরও অনেকেই জানিয়ে দিয়েছেন। রাওয়ালপিন্ডির কমিশনার লিয়াকত আলী খান চাতা সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ তুলে বলেছেন, নির্বাচনের ফল জালিয়াতিতে তিনিও জড়িত ছিলেন। তার দাবি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও দেশের প্রধান বিচারপতিও এতে জড়িত ছিলেন। তিনি নির্বাচনের ফল জালিয়াতির 'বন্দোবস্ত' করে দেয়ার জন্য অনুতাপও প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, এ অপরাধের জন্য যা শাস্তি হয় মেনে নেবেন। তিনি বলেছেন, রাওয়ালপিন্ডির নির্বাচনী আসনগুলোতে যেসব প্রার্থী বড় ব্যবধানে জয়ী হচ্ছিলেন, সেসব প্রার্থীকে পরাজিত দেখানো হয়েছে। আর যেসব প্রার্থী হেরে যাচ্ছিলেন, তাদের বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ নির্দেশ তিনিই দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়; কারচুপি করে জেতানো হয়েছে অভিযোগ তুলে করাচির একটি আসনের বিজয়ী প্রার্থী জামায়াতে ইসলামীর নেতা হাফিজ নাঈম উর রেহমান সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। ভোট কারচুপির বিরুদ্ধে তাদের এই নজিরবিহীন প্রতিবাদ ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকবে। আজকের লেখার মূল কারণও এটি।

বর্তমানকালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ থাকলেও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ ছিল না। সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও তাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার পরণতিতে পাকিস্তান বিভক্ত হয়। লেখার শুরুতে উল্লিখিত অন্যান্য কারণ থাকলেও মূলত ১৯৭০ সালের নির্বাচনের জনগণের ম্যান্ডেট মেনে না নেয়ার কারণে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ভেঙে যাওয়া ত্বরান্বিত হয়েছিল। অথচ সেই স্বাধীন বাংলাদেশেই বারবার জনগণের ম্যান্ডেট কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা হচ্ছে। পাকিস্তানে ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করে সেনাবাহিনী আর বাংলাদেশে এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে আমলা এবং পুলিশ বাহিনীকে। পাকিস্তানের নির্বাচনে কারচুপিতে সহায়তা করার অপরাধ স্বীকার করে অন্তত একজন কমিশনারের মনে অনুশোচনা হয়েছে এবং তিনি এই অপরাধের জন্য নিজের শাস্তিও চেয়েছেন। আবার একজন বিজয়ী প্রার্থী কারচুপির বিজয় মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন। তাদের মধ্যে বিবেকবোধ কাজ করেছে। ঠিক উল্টো চিত্র বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের বেলায়। জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নেয়ার কূট-কৌশলের ভাগীদার নির্বাচন কমিশনের অন্তত একজনের মধ্যেও যদি অপরাধবোধের কারণে একটু অনুশোচনা বোধ জন্ম নিত, হয়তো এই জাতি কিছুটা হলেও হাঁপ ছেড়ে বাঁচত।

রাজনীতির দুর্দশার চিত্রে বাংলাদেশ পাকিস্তানের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। পাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতা ইমরান খানকে যে মামলায় সাজা দিয়ে জেলে বন্দী রাখা হয়েছে, একই ধরনের মামলায় নওয়াজ শরিফ দায়মুক্তি পেয়ে রাজনীতির উন্মুক্ত ময়দানে বিচরণ করছেন। বাংলাদেশের চিত্র এর ব্যতিক্রম নয়। একই মামলায় একজন সাজাপ্রাপ্ত হয়ে চার দেয়ালে বন্দী, অন্যজন দায়মুক্তি নিয়ে বছরের পর বছর জনগণের ম্যান্ডেটের তোয়াক্কা না করে ক্ষমতার স্বাদ উপভোগ করছেন। বিচিত্র দেশ ! বিচিত্র নিয়ম! বোঝা বড় দায়!

কে ফিরিয়ে দেবে খাদিজার ১৫ মাস

সোহরাব হাসান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'জীবিত ও মৃত' গল্পে লিখেছিলেন, 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।' জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কুবরা তাঁর বিরুদ্ধে আনীত দুটি মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়ে প্রমাণ করলেন তিনি আসলে কোনো দোষ করেননি। আইনের চোখে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

গত বৃহস্পতিবার ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক এ এম জুলফিকার হায়াত নিউমার্কেট থানার মামলায় খাদিজাকে অব্যাহতি দেন। গত ২৮ জানুয়ারি কলাবাগান থানায় করা মামলায় তিনি অব্যাহতি পেয়েছিলেন।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য খাদিজাকে দীর্ঘ আইনি লড়াই চালাতে হয়েছে। বারবার তাঁর জামিনের আবেদন নাকচ হয়েছে। কোনো অপরাধ না করেও ১৫ মাস তাঁকে জেল খাটতে হয়েছে। তাঁর পড়াশোনা ব্যাহত হয়েছে। খাদিজা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী।

অনলাইনে সরকারবিরোধী বক্তব্য প্রচারসহ দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অভিযোগে ২০২০ সালের অক্টোবরে তাঁর ও অবসরপ্রাপ্ত মেজর দেলোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে পৃথক দুটি মামলা হয়। একটি মামলা হয় রাজধানীর কলাবাগান থানায়, অন্যটি নিউমার্কেট থানায়। দুটি মামলার বাদী পুলিশ। ২০২২ সালের মে মাসে পুলিশ দুই মামলায় আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয়। এ অভিযোগপত্র আমলে নিয়ে ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনাল দুই আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। পরে সে বছরের ২৭ আগস্ট মিরপুরের বাসা থেকে খাদিজাকে গ্রেপ্তার করে নিউমার্কেট থানা-পুলিশ।

এরপর বিচারিক আদালতে দুবার খাদিজার জামিন আবেদন নাকচ হয়। ২০২২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি খাদিজার জামিন মঞ্জুর করেন হাইকোর্ট। রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন স্থগিত করেন চেম্বার আদালত। পাশাপাশি রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদন আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠানো হয়। গত ১৫ নভেম্বর খাদিজার জামিনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা লিভ টু আপিল খারিজ করে দেন আপিল বিভাগ।

২০ নভেম্বর খাদিজাতুল কুবরা গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় মহিলা কারাগার থেকে মুক্তি পান। তিনি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন, 'আমি মুক্তি পেয়েছি, এটা বিশ্বাস করতে পারছি না।' বিশ্বাস না হওয়ারই কথা। একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠান সঞ্চালনার জন্য তাঁকে কারাগারে যেতে হলো।

আমরা তো টেলিভিশনের টক শোতে দেখি আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতারা প্রতিদিন বাক্‌যুদ্ধ চালাচ্ছেন, অকহতব্য ভাষায় একজন অপরজনকে আক্রমণ করছেন। এমনকি এক দলের নেতা অপর দলের নেতার চোখ তুলে নেওয়ারও হুমকি দিয়েছেন। এর দায়ে ওই অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের বিরুদ্ধে মামলা হয়নি। কিন্তু খাদিজার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

সে সময় প্রথম আলো অনলাইনে লিখেছিলাম, 'খাদিজা মুক্তি পেয়েছেন, লড়াই শেষ হয়নি।' আমরা আশা করতে পারি, দুটি মামলা থেকে খাদিজা অব্যাহতি পাওয়ার পর তাঁর লড়াইও শেষ হলো। তাঁকে আর আদালতের বারান্দায় দৌড়ঝাঁপ করতে হবে না।

ইতিমধ্যে খাদিজার জীবন থেকে ১৫টি মাস হারিয়ে গেছে। যখন তাঁর শ্রেণিকক্ষে পাঠ নেওয়া কিংবা পরীক্ষা দেওয়ার কথা, তখন কাটাতে হয়েছে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। এ কেমন আইন? রাষ্ট্রের দায়িত্ব নাগরিককে সুরক্ষা দেওয়া; অভিযোগ পেলেই তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা নয়।

খাদিজার অপরাধ কী তাহলে? পড়াশোনার পাশাপাশি একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করতেন। খাদিজা যে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেছেন, সেই অনুষ্ঠানের অতিথি যদি সরকারবিরোধী বক্তব্য দেন, এর দায় তাঁর ওপর পড়বে কেন? আমরা তো টেলিভিশনের টক শোতে দেখি আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতারা প্রতিদিন বাক্‌যুদ্ধ চালাচ্ছেন, অকহতব্য ভাষায় একজন অপরজনকে আক্রমণ করছেন। এমনকি এক দলের নেতা অপর দলের নেতার চোখ তুলে নেওয়ারও হুমকি দিয়েছেন। এর দায়ে ওই অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের বিরুদ্ধে মামলা হয়নি। কিন্তু খাদিজার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

তাঁর বিরুদ্ধে যখন মামলা হয়, জন্মসনদ অনুযায়ী তাঁর বয়স ১৮ বছরের কম। সে ক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে সেটি শিশু আইনেই প্রতিকার হওয়ার কথা। এ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারীরাই আইন অগ্রাহ্য করেছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটি (ডিএসএ) বাতিল করে সাইবার নিরাপত্তা আইন জারি করেছে। ডিজিটাল মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধের বিচার করার কথা বলা হলেও এটি সাংবাদিক ও ভিন্নমতের মানুষরর ওপর যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক নিজেও এই আইনের অপব্যবহারের কথা স্বীকার করেছেন।

ডিজিটাল নিরাপত্তা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের অংশীজনদের উদ্দেগুউৎকণ্ঠাকে সরকারের নীতিনির্ধারকেরা আমলে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। পরে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন যখন আইনটির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেয়, তখনই সরকারের চৈতন্যোদয় হয়।

মন্ত্রীরা বললেন, হ্যাঁ, আইনটি সংশোধন করা হবে। পরে দেখা গেল, সংশোধন নয়, সাইবার নিরাপত্তা আইন নামে একটি আইনকে ডিএসএর স্থলাভিষিক্ত করা হলো। এই আইনেও সাংবাদিক তথা ভিন্নমত প্রকাশকারীদের ঝুঁকি রয়ে গেছে।

সম্প্রতি এক কর্মশালায় হাইকোর্টের বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ বলেছেন, এই আইনের কয়েকটি ধারা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মারাত্মক হতে পারে। তবে এসব বিপদ ও ঝুঁকি সত্ত্বেও নতুন আইনটি কিছুটা নমনীয়।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক গত বছর ৫ জুন সংসদে বলেছিলেন, ২০২৩ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ৭ হাজার ১টি মামলা দায়ের হয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে। অথচ নিষপত্তি হয়েছে মাত্র ২ শতাংশ। এর অর্থ এই মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বিনা বিচারে বছরের পর বছর জেলে ছিলেন এবং এখনো অনেকে জেলে আছেন। যাঁরা জামিন পেয়েছেন, তাঁদেরও প্রতি মাসে আদালতে হাজির হতে হয়।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল হওয়ার পর এই আইনের মামলাগুলো চলার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করেছেন কোনো কোনো আইনবিশেষজ্ঞ।

আইনমন্ত্রী যুক্তি দেখিয়েছেন, অপরাধ সংঘটনের সময় যে আইন বহাল ছিল, সেই আইনেই বিচার হবে। কিন্তু ডিএসএর ক্ষেত্রে তো দেখা গেছে, অপরাধ সংঘটিত না হওয়ার পরও বহু মামলা হয়েছে।

অনেকে একে ডিজিটাল মাধ্যমে 'গায়েবি মামলা' বলেন। যে মামলার ভিত্তিই নেই, সেই মামলার বিচার হবে কী করে? এটা আসলে ভিন্নমত ও সাংবাদিকদের কণ্ঠ রুদ্ধ করার জন্যই করা হয়েছিল।

আইনের দৃষ্টিতে কেউ অপরাধ করলে তিনি শাস্তি পাবেন। কিন্তু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটি এতটাই ভয়ংকর যে কারও বিরুদ্ধে মামলা হলেই তাঁকে চৌদ্দ শিকের অধীন নেওয়া হতো।

রামাদ্বানে ইস্ট লন্ডন মসজিদের

শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। সম্মিলিতভাবে আমরা একে অপরকে সমর্থন, সহযোগিতা এবং নিজেদের অর্জনে গর্ব করার মাধ্যমে একে অপরকে আরও উন্নত করতে পারি।

মসজিদের সিইও জুনায়েদ আহমেদ বলেন, আজকের আয়োজনের মুল লক্ষ্য হচ্ছে পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। পাশাপাশি আল্লাহ তালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, যিনি আমাদেরকে মজিদের খেদমত করার সুযোগ দিয়েছেন। মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানোর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন মসজিদের হেড অব অ্যাসেটস অ্যান্ড অপারেশন্স আসাদ জামান, হেড অব প্রোগ্রামস ও মরিয়ম সেন্টারের প্রধান সুফিয়া আলম ও সিনিয়র ফান্ডরেইজিং অফিসার তজম্মুল আলী।

রামাদ্বানে নানা আয়োজন : প্রতি বছরের মতো এবারও রামাদ্বানে ইস্ট লন্ডন মসজিদে থাকছে নানা আয়োজন । মুসল্লিদের সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। তারাবিহের নামাজ পড়ানোর জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হাফিজ ও আলেমগন আসছেন । মাসজুড়ে মুসল্লীদের জন্য থাকছে

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, ফ্রি-ইফতারী, ইতেকাফ, ঈদুল ফেতরের জামাত ও ফিতরা প্রদানের ব্যবস্থাসহ নানা আয়োজন।

তারাবিহ'র ইমাম: এবার ৪ জন ইমাম তারাবিহের নামাজ পড়াবেন। এই ৪ জনের মধ্যে শায়খ মু'তাজ আল গানাম, শায়খ হাজেম সাইফ ও শায়েখ আবদুর রহমান ইব্রাহিম আসছেন মিশর থেকে। আর শায়খ সৈয়দ আনিসুল হক হচ্ছেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিনিয়র ইমাম। শায়খ হাজেম সাইফ আলআজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্বেরাতে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং দশ ক্বেরাতে কুরআন তেলাওয়াতে পারদর্শী । মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত একটি মাদ্রাসার হিফজ শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ইফতার আয়োজন : বিগত বছরগুলোতে প্রতিদিন ৫ শতাধিক মানুষের ইফতারের আয়োজন থাকলেও এবছর তা বৃদ্ধি করে ১০০০ মানুষের ইফতারের আয়োজন করা হবে । ইস্ট লন্ডন মসজিদের নিচতলায় পুরুষ ও দ্বিতীয়তলায় মহিলাদের জন্য ইফতারের ব্যবস্থা থাকবে। যেকোনো রোজাদার এসে ইফতার করতে পারবেন। অনেকেই এই ইফতারি স্পনসর করে থাকেন। জনপ্রতি ৩ পাউন্ড করে দান করে যেকেউ ইফতারি আয়োজনে সহযোগিতা করে অশেষ পূণ্যের অংশীদার হতে পারেন। কেউ চাইলে এককালিন ১৫০০ পাউন্ড প্রদান করে ৫০০ রোজাদারকে অথবা ৩০০০ পাউন্ড দান করে ১০০০ রোজাদারকে একবেলা ইফতার খাওয়াতে পারেন।

ইতেকাফ: রামাদ্বানের শেষ ১০দিন ইস্ট লন্ডন মসজিদে ইতেকাফ করার জন্য মানুষের আগ্রহের শেষ নেই। বিগত বছরগুলোতে ৮০ জনের ইতেকাফ করার সুযোগ থাকলেও এ বছর ৬০ জন সুযোগ পাবেন । কারণ মুল হলে সম্প্রসারণ কাজ চলায় স্থান সংকুলান করা সম্ভব হচ্ছেনা। যেহেতু চাহিদার তুলনায় জায়গা কম তাই লটারির মাধ্যমে আসন বরাদ্দ দেওয়া হবে । ইস্ট লন্ডন মসজিদের রিসেপশনে ই'তেকাফ আবেদন ফরম পাওয়া যাচ্ছে । আগ্রহীদেরকে আগামী ১২ মার্চের মধ্যে তা পুরণ করে জমা দিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে । ১৫ মার্চ তারাবিহ নামাজের পর লটারির মাধ্যমে আসন বরাদ্দ দেয়া হবে।

কুরআনিক আলোচনা : প্রতিদিন বাদ আসর মসজিদের মেহরাবে কুরআনিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। মুলত: প্রতিরাতে তারাবিহের নামাজে যতটুকু কুরআন তেলাওয়াত করা হবে ততটুকুর সংক্ষিপ্ত অনুবাদসহ তাফসীর করা হবে । যাতে রাতে ইমামগণ কী তেলাওয়াত করছেন কিছুটা ধারনা পাওয়া যায়।

রামাদ্বান ক্যালেন্ডার : প্রতিবারের মতো এবারও রামাদ্বান ক্যালেণ্ডার বেরিয়েছে। ক্যালেণ্ডারের প্রিন্ট কপি মসজিদের রিপেসপশনে বিনামুল্যে পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া ডিজিটাল কপি মসজিদের ওয়েবসাইট ভিজিট করে ডাউনলোড করা যাবে।

লাইভ চ্যারিটি অ্যাপিল : ২৩ মার্চ শনিবার চ্যানেল এস-এ লাইভ ফান্ডরেইজিংয়ে অংশ নেবে ইস্ট লন্ডন মসজিদ । বিকেল ৩টা থেকে ফজর পর্যন্ত চ্যারিটি অ্যাপিল অনুষ্ঠিত হবে।

চ্যারিটির জন্য ফান্ডরেইজিং : মাসজুড়ে বিভিন্ন চ্যারিটি সংগঠনের জন্য ফান্ডরেইজিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । প্রতিদিন বাদ জোহর ও তারাবির নামাজের পর ফান্ডরেইজিং হবে।

ফিতরা : ইস্ট লন্ডন মসজিদ ফিতরার অর্থ সংগ্রহ করে যথাযথভাবে গরীব মানষের মধ্যে বন্টন করে থাকে। এ বছর ফিতরার পরিমাণ ধার্য করা হয়েছে জনপ্রতি ৭ পাঁচ পাউন্ড। শিশুসহ পরিবারের সকল সদস্যের ফিতরা আদায় অপরিহার্য । ফিতরা রামাদ্বানের শুরুতেই প্রদান করা উত্তম। এতে করে গরীব মানুষ ঈদের আনন্দে শরীক হওয়ার সুযোগ পায়। তবে ২০ রামাদ্বানের মধ্যে ফিতরার অর্থ মসজিদে পৌছে দিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। মসজিদের রিসেপশনে অথবা ফিতরার নির্ধারিত দানবক্সে দেওয়া যাবে । তাছাড়া অনলাইনেও দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে কেউ সময় মতো দিতে না পারলে ঈদের দিন নামাজের আগে অবশ্যই আদায় করতে হবে। ইস্ট লন্ডন মসজিদে ঈদের ৪টি জামাতেই ফিতরার অর্থ সংগ্রহ করা হয় এবং পরবর্তীতে তা গরীব মানুষের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়ে থাকে।

ঈদুল ফিতর: এবার ৪টি ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল ৭টায়। দ্বিতীয় জামাত সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে, তৃতীয় জামাত সকাল ৯.৩০ মিনিটে এবং চতুর্থ জামাত সকাল ১০টা ৩০মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য, রামাদ্বানে তারাবিহ নামাজের সময় ফিলডগেইট স্ট্রিটসহ আশপাশের অন্যান্য রাস্তায় অহেতুক জটলা পাকানো থেকে বিরত থাকতে মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে সকলের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে । কারণ এতে পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা দুর্ভোগের শিকার হন।

জাঁকজমক আয়োজনে লন্ডন স্পোর্টিফ-অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠিত

নিয়ে সুধীজনরা বলেন, অত্যন্ত কম সময়ের ব্যবধানে লন্ডন স্পোর্টিফ খেলাধুলার ক্ষেত্রে যেভাবে এগিয়ে গেছে, তা সত্যিই অভাবনীয়।

কমিউনিটির বর্তমান বাস্তবতায় তরুনদের এই পথে নিয়ে আসা খুবই চ্যালেঞ্জিং। তার পরও লন্ডন স্পোর্টিফ এই কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করতে পেরেছে। কমিউনিটির সকলের উচিত এই ক্লাবটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

অনুষ্ঠানের সূচনায় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট সাংবাদিক ইব্রাহিম খলিল। তিনি এ সময় ক্লাবের অন্যান্য কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেন। তারা হলেন ভাইস চেয়ারম্যান ঈসা জাকির খলিল, সেক্রেটারী মুহিবুল আলম, ট্রেজারার মুহাম্মদ আতিকুর রহমান, ক্লাব ম্যানেজার মুহি মিকদাদ, স্পোর্টস ডেভেলাপমেন্ট সেক্রেটারি কালিম উদ্দিন, ইভেন্ট সেক্রেটারি ফরহাদ উদ্দিন ও কমিউনিকেশন সেক্রেটারী শুয়েব আহমদ।

কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মেঘনা মিনারা উদ্দিনের সঞ্চালনায় পরবর্তীতে শুরু হয় অ্যাওয়ার্ড পর্ব। এবার ক্রিকেট, ফুটবল ও বেডমিন্টন মিলিয়ে প্রায় ৩০টির বেশী এওয়ার্ড তুলে দেওয়া হয় খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের হাতে।

খেলোয়ারদের হাতে সাফল্যের স্মারক তুলে দেন অনুষ্ঠানের অতিথি টাওয়ার হ্যামলেটসের স্পিকার কাউন্সিলর জাহেদ চৌধুরী, ক্যামডেন কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলর নাজমা রহমান, কার্ডিফের লর্ড মেয়র ড. বাবলী মল্লিক, চ্যানেল এস এর ফাউন্ডার মাহি ফেরদৌস জলিল, টাওয়ার হ্যামলেটসের কাউন্সিলের লিড মেম্বার কাউন্সিলার আব্দুল ওয়াহিদ, কাউন্সিলার কামরুল হোসাইন, টাওয়ার হ্যামলেটস লেবার গ্রুপের লিডার কাউন্সিলার সিরাজুল ইসলাম, সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদক ও লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশন বিসিএ'র প্রেসিডেন্ট ওলি খান এমবিই, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক ট্রেজারার মুসলেহ উদ্দিন, সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, সাবেক কাউন্সিলার আব্দাল উল্যাহ, ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের ডাইরেক্টর জেনারেল আবুল হায়াৎ নুরুজ্জামান, ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর মনির আহমেদ, সলিসিটর আবুল কালাম, সাবেক কাউন্সিলর ব্যারিস্টার খালেদ নূর, কাউন্সিল অব মকের ট্রেজারার আব্দুল মুনিম ক্যারল, এলবি২৪ এর শাহ ইউসুফ, লন্ডন বাংলা প্রেস মক্কের ট্রেজারার সালেহ আহমেদ, নতুন দিনের নির্বাহী সম্পাদক পলি রহমান, সুন্না মাসক এর সিইও কাজী আবিদুর রহমান, ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউডের প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর শফিকুল ইসলাম সিকদার, ইউকে টেল এর ফাউন্ডার ইব্রাহিম রহমান, প্রটো মটরসের ডাইরেক্টর শাকির আহমেদ আরো অনেকে।

অনুষ্ঠানে খেলাধুলার গুরুত্ব নিয়ে প্রেজেন্টেশন তুলে ধরেন লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমীর প্রিন্সিপাল আশিদ আলী। কমিউনিটি সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদান করা হয় ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউডের প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমানকে। এবার ক্লাবের পক্ষ থেকে মোস্ট ইন্সপায়রেশনাল পার্সন অব দ্যা ইয়ার লাভ করেন ক্লাব সেক্রেটারী মুহিবুল আলম। অনুষ্ঠানে ক্লাবের বিগত দু'বছরের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে একটি ডকুমেন্টারীও প্রচার করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মিয়ানমারে ৪০ শহরের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে জান্তা

রাখাইন প্রদেশ এবং মান্দালয়, সাগাইং, মেগওয়ে ও তানিনথারি জেলায় জান্তা বাহিনীর ২০ সেনা মারা গেছে। ৩টি ঘাঁটিও তাদের হাতছাড়া হয়েছে। জান্তা বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র বিদ্রোহীগোষ্ঠীর তীব্র লড়াই চলছে ওই দুই প্রদেশ ও জেলাগুলোয়। যে তিনটি সামরিক ঘাঁটির দখল হারিয়েছে জান্তা, সেগুলোর সবই মিয়ানমারের সর্ব-উত্তরের প্রদেশ কাচিনে।

প্রদেশটির মানসি শহরে তিনদিন ধরে ব্যাপক সংঘাতের পর নিকটবর্তী মাজি গাং এলাকার এ ঘাঁটিগুলোর দখল নিয়েছে পিডিএফের কাচিন প্রাদেশিক শাখার যোদ্ধারা। পিডিএফের পক্ষে এই সংঘাতে নেতৃত্ব দিয়েছে কাচিনভিত্তিক সশস্ত্র গোষ্ঠী কাচিন ইনডিপেনডেন্টস আর্মি (কিয়া)।

ইরাবতীর প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, তিন ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ ছিল মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর লাইট ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়নের হাতে। সংঘাতে জান্তা বাহিনীর গুলিতে কিয়ার এক কর্মকর্তা নিহত এবং পিডিএফ-এর পাঁচ যোদ্ধা আহত হয়েছেন। এর আগে জানুয়ারিতে কাচিনে একটি পুলিশ স্টেশনসহ ছয়টি ঘাঁটি-সামরিক স্থাপনার দখল নিয়েছে কিয়া।

২০২০ সালের জাতীয় নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলে পরের বছরের ১ ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মিয়ানমারের জাতীয় ক্ষমতা দখল করে সেনাবাহিনী। দেশটির গণতন্ত্রপন্থি নেত্রী অং সান সু চি ও তার দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসির (এনএলডি) হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার ও বন্দি করা হয়। সেনাপ্রধান জেনারেল মিন অং হ্লেইং এই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন। গেল অক্টোবর থেকে মিয়ানমারের বিভিন্ন প্রদেশে জান্তা বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়েছে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর।

এদিকে দুইদিন আগে মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলীয় এবং রাখাইনের রাজধানী সিতওয়ের পোন্নাগিউন শহরে জান্তা বাহিনীর সঙ্গে ব্যাপক যুদ্ধ শুরু হয়েছে রাখাইনভিত্তিক সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ)। এই শহরে সামরিক বাহিনীর যে ঘাঁটিটি রয়েছে, সেটি মিয়ানমারে জান্তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটিগুলোর মধ্যে একটি। এই ঘাঁটিটির নিয়ন্ত্রণও ছিল লাইট ইনফ্যান্ট্রি বিভাগের হাতে।

৭ বছর বয়সী মেয়ের করুণ মৃত্যু

বাবা-মা আরও তিন সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে নৌকাটিতে অবস্থান করছিলেন। তাঁদের সবাইকে উদ্ধারের পর ডানকার্কের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গেছে, হাঁটতে বেরোনো এক ব্যক্তি নৌকাটির সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ এবং দমকল কর্মীদের সতর্ক করেছিলেন। নিহত মেয়েটির বাবা-মা সম্পর্কে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রেফেট ডু নর্ড বলেছে, তাঁরা কোন দেশি জানার চেষ্টা চলছে। নৌকায় চার সন্তান ছাড়াও মায়ের গর্ভে আরও একটি সন্তান আছে।

কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, নৌকাডুবির ঘটনায় দুই পুরুষ এবং ছয় শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে তারা শঙ্কামুক্ত রয়েছেন।

বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, এই ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে প্রশাসনিক হেফাজতে রাখা হয়েছে। এর আগে গত বুধবারও ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার চেষ্টা করে তিন অভিবাসী মারা গিয়েছিলেন। সর্বশেষ সাত বছরের মেয়ের মৃত্যু ঘটল। এদিন ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে চাওয়া অন্তত ২৪৯ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছর এখন পর্যন্ত ২ হাজারের বেশি অভিবাসন প্রত্যাশী ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেছেন।

সূত্র : আজকের পত্রিকা

আহলান সাহলান মাহে রামাদ্বান

রাতে তারাবীর নামাজ পড়বেন এবং শেষ রাতে সেহরী খেয়ে সোমবারের জন্য রোজার নিয়ত করবেন।

বৃটেনে সাড়ে ৬ কোটি জনগোষ্ঠির মধ্যে মাত্র ৪০ লাখ মুসলমান হলেও এখানে রমজান পালিত হয়ে আসছে যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায়।

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরের মসজিদগুলো বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রতি রাতে তারাবাহির নামাজ ছাড়াও থাকছে নানা কর্মসূচি। ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টার মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তারাবিহের নামাজ পড়াতে মিশর ও সৌদি থেকে এসেছেন তিনজন হাফিজ ও আলিম। এবার প্রতিদিন সন্ধ্যায় ১০০০ হাজার মানুষের জন্য ফ্রি ইফতার আয়োজন করা হচ্ছে। তাছাড়া, প্রতিদিন বাদ আসর থাকছে কুরআনিক আলোচনা, শেষ দশদিন ইতেকাফের ব্যবস্থা।

ঐতিহ্যবাহী ব্রিকলেন জামে মসজিদে এবার দুটি তারাবিহের জামাত আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম জামাত রাত ৮টা ১৫ মিনিটে এবং দ্বিতীয় জামাত রাত ১২টায়। তাছাড়া রয়েছে ফ্রি ইফতারের ব্যবস্থা। বাঙালি অধ্যুষিত টাওয়ার হ্যামলেটসে প্রায় ৫০টি মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার রয়েছে। এই মসজিদগুলো রামাদ্বানে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

রমজানের প্রথম দশক হচ্ছে রহমতের। এই দশদিন আল্লাহ তায়ালা মানুষের ওপর রহমত বা করুণা বর্ষণ করতে থাকেন। মধ্যদশক হচ্ছে মাগফেরাতের। এই দশদিন তিনি রোজাদারদের ক্ষমা করে দেন। আর শেষ দশদিন হচ্ছে ইতকুম-মিনান-নার। জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের দশক। যেসকল মানুষের ওপর গুনাহের কারণে জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে- আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মুক্তি দিয়ে দেন।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS

Legal Aid (Family, Housing & Crime)

Our contact: 07576 299951

Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

রামাদ্বানে ইস্ট লন্ডন মসজিদের নানা আয়োজন

তারাবিহের ইমাম হিসেবে আসছেন বিদেশী হাফিজগণ

দেশ ডেস্ক, ১০ মার্চ ২০২৪ : ইস্ট লন্ডন মসজিদ পবিত্র মাহে রামাদ্বানকে স্বাগত জানাতে ২৮ ফেব্রুয়ারি বুধবার সন্ধ্যায় লন্ডন মুসলিম সেন্টারের দ্বিতীয়তলায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে । এতে মসজিদের বিভিন্ন স্টেকহোলডার, ট্রাস্টি, স্টাফ, সদস্য এবং স্বেচ্ছাসেবক অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যান ডক্টর আব্দুল হাই মুর্শেদ বলেন, এই ধরনের আয়োজন মসজিদের ট্রাস্টি, স্টাফ এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে একটি সৌহার্দপুর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে। তিনি বলেন "আমরা সকলে এই মসজিদের সেবা করি

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

ইংলিশ চ্যানেলে নৌকা ডুবি

৭ বছর বয়সী মেয়ের করুণ মৃত্যু

দেশ ডেস্ক, ০৮ মার্চ : ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে চাওয়া অভিবাসন প্রত্যাশী বোঝাই একটি ছোট্ট নৌকা ফ্রান্সের উত্তর উপকূলে ডুবে গেছে। এ ঘটনায় নৌকাটিতে থাকা সাত বছর বয়সী এক মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। এ বিষয়ে রোববার বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফ্রান্সের ডানকার্ক উপকূল থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ডুবে যাওয়ার সময় নৌকাটিতে ১৬ জন অভিবাসন প্রত্যাশী ছিলেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে বলেছে, এত বেশি লোক বহন করার জন্য নৌকাটি যথেষ্ট বড় ছিল না। নিহত মেয়েটির

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

মিয়ানমারে ৪০ শহরের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে জান্তা

দেশ ডেস্ক, ৮ মার্চ : মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীর কাছে গেল তিনদিনে আরও তিনটি ঘাঁটি এবং ২০ জন সেনা হারিয়েছে ক্ষমতাসীন জান্তা সরকার। এ নিয়ে চার মাসে বিদ্রোহীদের কাছে ৪০টিরও বেশি শহরের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে জান্তা সরকার।

মিয়ানমারের বিদ্রোহী জোটে রয়েছে পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেস (পিডিএফ) এবং এথনিক আর্মড অরগানাইজেশন্সের (ইআও)। পিডিএফ ও ইআওর মুখপাত্রদের বরাত দিয়ে মিয়ানমারের সংবাদমাধ্যম দ্য ইরাবতী জানিয়েছে, তিনদিনে কাচিন ও

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

'ঢাকা দক্ষিণ স্মারকগ্রন্থ'র আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন

সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকা দক্ষিণের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে প্রকাশিত 'ঢাকাদক্ষিণ স্মারকগ্রন্থ'র মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। গত ৪ মার্চ সোমবার পূর্ব লন্ডনের চিলড্রেন এডুকেশন সেন্টারে এই অনুষ্ঠান হয়।

ঢাকাদক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক এবং ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তছউর আলীর

---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

জাঁকজমক আয়োজনে লন্ডন স্পোর্টিফ-অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠিত

জাঁকজমক আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো লন্ডন স্পোর্টিফ অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪। গত ৩ মার্চ রোববার ইস্ট লন্ডনের লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমীতে এ উপলক্ষে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ক্লাবের সর্বস্তরের খেলোয়াড় ছাড়াও যোগ দেন লন্ডনের বিভিন্ন বারা কাউন্সিলের মেয়র, স্পিকার, কাউন্সিলার, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও ক্রীড়া অনুরাগীরা। অনুষ্ঠানে অংশ

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud

Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP

Telephone:
0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876

Email:
info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk